আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দুরন্ত যুগযন্ত্রণার নিষ্পেষণে যখন মানুষের শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে তখনই যুগ-প্রয়োজনে নব-নব রূপে আবির্ভাব ঘটে পরমপুরুষের। তাঁর কাছ থেকে চলার পথের নির্ভুল নির্দ্দেশনা পেয়ে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বর্ত্তমানের আবিলতা-পূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে সে-আবির্ভাব প্রকট হ'য়ে উঠেছে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভিতরে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ সমস্যা করালব্যাদানে ভিড় করেছে তাঁর চারপাশে। সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা তিনি তাদের পরাভূত ক'রে উড্ডীন করেছেন সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের বৈজয়ন্তী।

বিবাহসমস্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, বৈধব্যজীবন, স্ত্রীশিক্ষা, প্রজননবিজ্ঞান, ব্যবহার-বিজ্ঞান, শাতনধর্ম্ম, মন্ত্রণা, বিচারব্যবস্থা, ঈশ্বর-উপাসনা, ঐতিহ্য প্রভৃতি বহু বিষয়, তা' ছাড়া দান করা, ঋণ করা, শপথ করা ইত্যাদি কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়ের নীতি—আধুনিক যুগের এই সব জলন্ত সমস্যার সমাধানবাণীর সংকলন এই আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে আগমনের পরে যত বাণী দিয়েছেন তার মধ্যে ২৮১৯ থেকে ৩২১১ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব, গ্রন্থের মোট বাণী-সংখ্যা ৩৯২। এর প্রথমটি প্রদানের তারিখ ও সময়—৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ সাল, সকাল ৯-৩৫ মিনিট এবং সর্ব্বশেষ বাণীটি প্রদত্ত হয় ১৯শে মে, ১৯৫১ সাল, রাত্র ৮-২৫ মিনিটে।

মানুষমাত্রেই জীবন-পিয়াসী। প্রত্যেকেই চায় শান্তি, চায় আনন্দ। সেই পথেরই অভ্রান্ত আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ। অমৃতস্রবা এই বাণীরাজির নিত্য অনুধ্যান ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে জীবনে আসুক স্বস্তি, অপগত হোক সকল ভ্রান্তি, জগতে নেমে আসুক শান্তি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই আগস্ট, ১৯৭৭
স্বাধীনতা দিবস

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
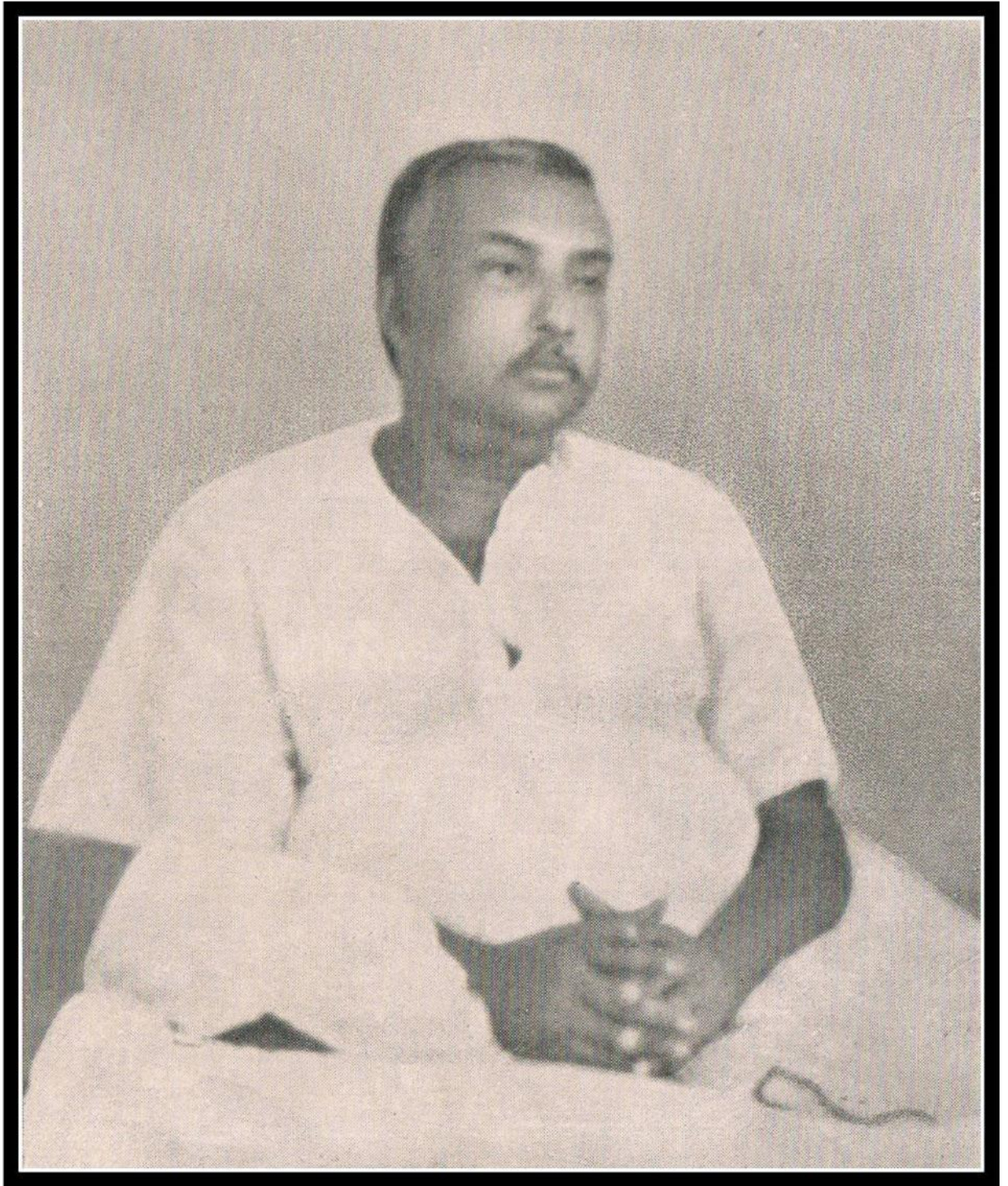
যা'রা স্বকেন্দ্রিক নয়,
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারেনি,
অসার্থক প্রবৃত্তিগুলি
বিচ্ছিন্নতায়
বিভ্রান্ত চলনে চ'লে থাকে যা'দের—
আত্মম্ভরী সংক্ষুধ সন্ধিৎসায়,
আত্মশ্লাঘী ঔদ্ধত্যের ঔদার্য্যপূর্ণ গোঁড়ামি নিয়ে
মর্য্যাদার প্রলোভনে—
কৃতিত্ব তা'দের স্বাবলম্বী হয় না,
অন্যের কৃতিত্বের সুবিধা নিয়ে তা'রা
সুযোগমত শোষণ ক'রে থাকে,
তাই, বিজ্ঞবোধি
সবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে
মর্য্যাদায় মহিমান্বিত ক'রে তোলে না তা'দের,
কুটিল কৌশলে
ভ্রান্তিময়ী ভেলকীবাজদের তাক লাগিয়ে
নিজেকে মহিমান্বিত ক'রে থাকে প্রায়শঃই তা'রা ;
তাই, যা' ক'রবে
উদ্যোগী পরাক্রম নিয়ে ক'রো—
সংহতিতে সাবুদ হ'য়ে,
যা'তে ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয়

ধী-সম্পন্ন, সুদূরপ্রসারী বিবেচনায়
সার্থক কুশল নিয়ন্ত্রণে। ২৮১৯।
৬।২।১৯৫১, রাত্র ৭-৪৫

শয়তানের তহ্‌বিলে যত পাপ আছে
বিবাহবিচ্ছেদ এবং অন্যের পরিত্যক্তা স্ত্রী-গ্রহণ
তা'র মধ্যে সর্পিলতম,—
যা' পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে পরিচালিত ক'রে
বিবর্ত্তন-ব্যাহতির ক্ষয়িষ্ণু তাৎপর্য্যে
ক্রমপদবিক্ষেপী ক'রে তোলে। ২৮২০।
৭।২।১৯৫১, সকাল ৯-৩৫

সতীত্বকে পূজার্হ ক'রে তোল,
কারণ, সতীত্ব একানুবর্ত্তী ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী পরিচর্য্যায়—
তদর্থিতায়
নারীর শরীর-বিধানে
তদনুপাতিক সংস্থিতিসম্পন্ন ক'রে
তা'কে বোধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ক'রে তোলে,
আবার, তা'তেই সে স্বস্থ, সুধীর
ও সুদীর্ঘ জীবনের প্রসূতি হ'য়ে
সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায়, উদ্যোগী পরাক্রমে
যোগ্যতায় পরিপালিত ক'রে চলে;
বিহিত সবর্ণ এবং অনুলোম-পরিণীতা নারীকে
স্বাভাবিক মর্য্যাদায় সমাসীন ক'রে রাখ;

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষিতা যা'রা
তা'দের সাধু মর্য্যাদা দাও,
কারণ, একানুবর্ত্তী অধিগমন হ'তে
তা'রা বিচ্যুত না হ'য়েও
বাধ্যতামূলক আপদ্-মর্দ্দিত হ'য়েছে,
একধর্ম্মিতা তা'দের ত্যাগ করেনি,
সৌজন্যের সহিত তা'দিগকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা কর,
তা'রাও সুধী-প্রসূতি হ'তে পারে ;
নষ্টা, ব্যভিচাররিণী যা'রা তা'দিগকেও
বিহিত শুদ্ধি ও সংস্কারে
একানুবর্ত্তিতায় শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল,
এবং শ্রেয়ার্থসন্দীপী ক'রে
পরিবার ও পরিজনের সেবায়
কৃতিসৌকর্য্য-লাভের অবকাশ দাও,
তা'রাও যেন সুজননী হ'তে পারে,
এও কিন্তু মন্দের ভাল,
কারণ, শ্রেয় সংশ্রয়ে
তা'দের বিলোল বিকেন্দ্রিকতা
শুভ-বিন্যাসে অন্বিত হ'য়ে
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে তোলে ;
প্রতিলোমকে সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ কর—
তা' বিসদৃশ বিকর্ষণী জৈবী-সংস্থিতির জনয়িতা,
প্রতিলোম-বিবাহিতা নারীগণ
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রে
দূষক প্রসূতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
অনবধানে
অশ্রেয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ বা বংশে

কন্যা সমর্পিত হ'লে
উক্ত বিবাহকে অসিদ্ধ জ্ঞানে
কন্যাকে সমান কিংবা কুলে-শীলে শ্রেয়
কোন পাত্রে অর্পণ ক'রে
কুজননের প্রশমনে
দেশ, সমাজ ও জাতিকে
উন্নতি-পরিচারী ক'রে তোল ;
বিধিব্যত্যয়ী শ্রেয়বিমুখ কুবিধায়ক বিবাহকে
প্রতিরোধ কর,
কারণ, তা' জৈবী-সংস্কৃতির অপকৃষ্ট সমাবেশে
অপকর্ষী-জননকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'র ফলে, গণসমাজ
বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষোভিত হ'য়ে ওঠে,
দেশে শ্রেয়বিমুখ অরাজকতা,
পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব,
মতানৈক্য, প্রবৃত্তিস্বার্থী বিক্ষোভ,
আত্মঘাতী বিদ্রোহ,
অশ্রদ্ধা-অনাচার ইত্যাদির সমাবেশে
অশান্তির আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে ;
বিহিত-স্থান ব্যতিরেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ
এবং পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্বিবাহ
একেবারে রুদ্ধ ক'রে ফেল ;
স্ত্রী-সমাজকে
বিহিতভাবে, বিহিত বিন্যাসে
সত্তাপোষণী বাস্তব শিক্ষায়
সমৃদ্ধিশালিনী ক'রে তোল—
সত্তা, সমৃদ্ধি ও শান্তিতে

নিরাপত্তাই যদি উপভোগ ক'রতে চাও,
আমার সুসন্ধিৎসাপূর্ণ বহুদর্শিতা
যা' উপলব্ধি ক'রেছে তা' এই,
তুমি সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বেদবিজ্ঞানকে
জিজ্ঞাসা কর। ২৮২১।
৭।২।১৯৫১, বেলা ১টা

অন্যের পরণ-পরিচ্ছদ, বাক্য, ব্যবহার ও চলন
বা খাদ্যখানার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে
যখন থেকেই, যেমন ক'রেই হোক
ঐ চলন-সম্পন্ন হ'য়ে উঠলে,—
তখন থেকেই বুঝে নিও—
তোমার অন্তর্নিহিত পিতৃপরম্পরার কৃষ্টি
তোমাতে পরাজয় লাভ ক'রেছে,
তুমি ক্রীতদাস হ'য়ে প'ড়েছ,
তোমার বৈশিষ্ট্য
বিদ্রূপের ছাড়া আর কিছুই নয়—
এমন-কি, তোমার নিজের কাছেই,
তাই, ওতেই গৌরব মনে করা ছাড়া আর উপায়ই নাই,
পথ যদি থাকে, এখনও ফেরো—
মহিমান্বিত আত্মমর্য্যাদায় দাঁড়াও। ২৮২২।
৭।২।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

কৃষ্টি-অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
প্রথা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, এই প্রথাই আবার কালক্রমে

কৈফিয়ত হারিয়ে ফেলে সাধারণ জীবনে
ফলদাত্রী হ'য়েও । ২৮২৩ ।
৭।২।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

ইষ্টার্থী-সম্বেগে
বিশৃঙ্খল সমাবেশগুলিকে
কৃচ্ছ্র হ'লেও বিন্যাস ক'রে
সুশৃঙ্খলায় যতই এগিয়ে চ'লবে
সার্থক উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে,—
প্রদীপ্ত বোধি তোমাকে প্রাজ্ঞনন্দনায়
বিভূষিত ক'রতে থাকবে ততই । ২৮২৪ ।
৭।২।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

কর দেওয়া মানে হাতে হাত মিলানো,
কর নিতে হ'লেই এমনতর ক'রে নিতে হবে
যা'তে, যে দিচ্ছে ও যে নিচ্ছে
প্রত্যেকে পরিপোষিত হ'য়ে
প্রত্যেককে পরিপোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে । ২৮২৫ ।
৮।২।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

সত্তাঘাতী অন্যায়ের বিরুদ্ধে
অত্যাচারের বিরুদ্ধে
অধর্ম্মের বিরুদ্ধে
যে বা যা'রা দাঁড়ায় না,
প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিকার করে না,
প্রয়োজন হ'লে তা'র অবলোপ করে না,—
তা'রা অত্যাচার ও অধর্ম্মেরই সেবা করে,

তা'দের আচার-ব্যবহার, চালচলন
এবং কুশলকৌশলী প্রতিষ্ঠা যতই থাক না কেন—
তা' অধর্ম্মের সেবাতেই নিয়োজিত,
গণসত্তার কিল্বিষ ছাড়া আর কিছুই নয় তা'রা,
যা'র প্রতিকার না ক'রলে
সত্তা, ধর্ম্ম ও সম্বৃদ্ধি
সাংঘাতিক আঘাতে সর্ব্বনাশে আত্মবিলয় ক'রবে ;
তোমার পরাক্রমী বীর্য্যবত্তা
তা'কে যেন কিছুতেই অবহেলা না করে,
তা' স্বকীয় ভূমিতেই হোক
আর পরভূমিতেই হোক না কেন—
যেখানে যেমন সম্ভব ;
অত্যাচারকে অবদলিত ক'রো,
কিন্তু নজর রেখো—
অত্যাচারীকে পরিশুদ্ধ ক'রতে পার যা'তে
একটুও ত্রুটি ক'রো না তা'র । ২৮২৬ ।
৮।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

কা'রও প্রতি যদি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হয়
কিংবা কেউ বিশেষ বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—
এবং তা'র ক্ষতিপূরণী দায়িত্ব যখন
স্থানীয় পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকে
সহৃদয়ী সানুকম্পায়
সান্ত্বনা ও সেবানুচর্য্যার সহিত গ্রহণ করে
স্বতঃস্বেচ্ছায়,
তা' হ'তেই বোঝা যায়—
ইষ্টার্থদীপন সহযোগী সংহতি

তা'দের ভিতর
দৃঢ় বাস্তবতা নিয়ে বসবাস ক'রছে কেমনতর ;
আর, এর খাঁকতি যেখানে যেমন—
রাষ্ট্রসংস্থার হস্তক্ষেপও সেখানে তেমনি প্রয়োজন। ২৮২৭।
৮।২।১৯৫১, বেলা ১টা

রাজাই হউন আর পুরোধ্যাসীই হউন
বা অমাত্যবর্গই হউন—
যাঁ'র বা যাঁ'দের কুশলকৌশলী যোগ্যতা,
আত্মোৎসর্গী সেবা ও প্রীতি-উদ্বোধনায়
আকৃষ্ট হ'য়ে
আপামর সাধারণ প্রত্যেকটি প্রজা
তাঁকে বা তাঁ'দিগকে শ্রদ্ধাদীপন অভিনন্দনার সহিত
আমন্ত্রণ ক'রে অভিষেক করে,—
তিনি বা তাঁ'রাই ধন্য,
তিনি বা তাঁ'রাই দেবপুরুষ—
ঈশ্বরেরই নির্ব্বাচিত। ২৮২৮।
৮।২।১৯৫১, বেলা ১-৫

তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিপ্রত্যেকে—
মুখ্যতঃই হোক আর গৌণতঃই হোক
জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক—
কোন-না-কোন প্রকারে
তোমার সত্তাকে পোষণ প্রদান ক'রছে—
এমন কি অসৎ-নিয়ন্ত্রণেও,
তোমার অনুচর্য্যা সৎপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতির

যোগ্যতানুপাতিক পোষণ-পরিচর্য্যা
এবং অশুভসন্দীপী যা' তৎনিরোধে
যদি পরাঙ্মুখ হয়—
মুখ্যভাবেই হোক আর গৌণভাবেই হোক,
তোমার সত্তা তা'তে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই কি হবে,
তাই, তা'দের সত্তাসংঘাতী আপদ-বিপদ ও বিধ্বস্তিতে
স্বতঃস্বেচ্ছভাবে, তোমার সাধ্যানুপাতিক
পরিপূরণী অনুচর্য্যায় বিরত থাকতে যেও না,
লোকসানের ভাগী তুমি তো হবেই—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনেকেও
কিছু-না-কিছু হবেই ;
ঐ পরার্থপরতায় ঔদাসীন্য
দৈন্যকেই আমন্ত্রণ ক'রবে—এটা কিন্তু নিশ্চিত,
সাবধান হও,
ওতে কার্পণ্য ক'রো না। ২৮২৯।
৮।১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪০

কোন স্ত্রীকে তা'র স্বামী যদি ত্যাগ ক'রে
পুনরায় কোনমতেই গ্রহণ না করে
এবং সেও তা'র স্বামীর
চিত্তের প্রসন্নতা-উৎপাদনে অসমর্থ হয়
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়—
তেমনতর পরিত্যক্তা স্ত্রী বা কোন পুত্রবতী বিধবা
প্রবৃত্তি-তাড়িত হ'য়ে
বৈধী গমনীয় কোন পুরুষের আশ্রয়ে
তৎস্বার্থী পরিচর্য্যা নিয়ে যদি জীবন অতিবাহিত করে—

তা' ঐ নিকৃষ্ট ব্যভিচার হ'তে বহুলাংশে শ্রেয়,
অপ্রশস্ত হ'লেও উৎকর্ষসন্দীপী,
গণক্ষোভের খানিকটা প্রশমক ;
কিন্তু কোন স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী
বা পুত্রবতী বিধবার
পুনরায় কোন পুরুষকে গ্রহণ করা
সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় ও অবৈধ,
কারণ, যিনি দত্তা কন্যাকে গ্রহণ ক'রেছেন বৈধীভাবে
ঈশ্বর ও ইষ্টকে স্মরণ-সাক্ষী ক'রে—
ন্যায়তঃ তা'র স্বামিত্ব কখনই ব্যাহত হয় না ;
আর, ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রী
কোনপ্রকারে দুষ্টা না হ'য়ে
আত্মবিশ্লেষণে অনুতপ্তা হ'য়ে
যা'র কাছে প্রথম আত্মনিবেদন ক'রেছিল
সেই স্বামীর কাছে যদি পুনরায় ফিরে আসে
এবং স্বামী যদি তা'কে গ্রহণ করে—
সেই-ই তা'র পক্ষে পরম তীর্থ,
শ্রেয় ও মর্য্যাদার শুভঙ্করী সন্দীপনা,
পুনর্জ্জীবনীয় ;
আবার, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই হোক
ব্যভিচারদুষ্টা হ'য়েও
কোন পরিত্যক্তা স্ত্রী যদি অনুতপ্তা হ'য়ে
তা'র পূর্ব্ব স্বামীর কাছে ফিরে আসে
এবং সে স্বামী যদি তা'কে আশ্রয় দেয়—
শুদ্ধি ও সৎসন্দীপী সংস্কারে,
আর, সে যদি ঐ স্বামী-স্বার্থী হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে সৎজীবন যাপন করে সর্ব্বতোভাবে—

তা' ঐ স্ত্রীর পক্ষে
অনুপম, উদ্বর্দ্ধনী, মর্য্যাদাদায়ক,
এবং সে পুরুষও লোকশ্রদ্ধ ধন্যবাদার্হ ;
কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রী অনুতপ্তা
ও স্বামীর পোষণচারিণী হওয়া সত্ত্বেও
স্বামী যদি তা'কে গ্রহণ না করে—
সে-ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণী না হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে
সৎজীবন যাপন করাই
তা'র পক্ষে মহিমালাভের সোপান। ২৮৩০।
৯।২।১৯৫১, সকাল ৯টা

যে-স্ত্রী স্বামী-স্বার্থী নয়,
স্বামীর শুশ্রূষু নয়কো,
তা'র প্রসাদ-উদ্দীপী চিত্তবিনোদী নয়কো,
সেবানুচর্য্যা-বিমুখ,
দুর্ব্যবহার-পরায়ণা,
সংশ্রবছেদী-বসবাস-প্রয়াসী,—
সে স্বামীকে
স্বতঃই পোষণদায়িত্বহীন ক'রে তোলে
স্বাভাবিকভাবে,
স্বামী তা'তে অন্তরাস-শিথিল হ'য়ে ওঠেন,
তাই, কোনপ্রকার পোষণ-দাবীই তা'র থাকে না
স্বাভাবিকতায়। ২৮৩১।
৯।২।১৯৫১, সকাল ৯-২৪

স্বার্থব্যত্যয়-হেতু যখনই মানুষ কা'রও প্রতি
বিরক্ত, বীতরাগ বা শ্রদ্ধাহারা হ'য়ে ওঠে—

এমন-কি, অনুরাগসম্ভূত অনুচর্য্যা পেয়েও,
তখন থেকেই সে প্রচ্ছন্নভাবে
তা'র সংশ্রব এড়িয়ে চ'লতে চায়,
অপরের কাছে তা'র নিন্দা ক'রতে থাকে—
তা' প্রচ্ছন্ন-স্বল্পীই হোক আর বেশীই হোক,
বা তা'র প্রশংসা বা সুখ্যাতির সময়
সে তা'তে উৎফুল্ল না হ'য়ে
নীরব থেকে যায় সমর্থন-বিমুখতায়,
তা'র স্বার্থ বিক্ষুব্ধ হবার দরুন
অন্তঃকরণ তা'তে সায় দিয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে না ;
এমনতর দেখলেই বুঝে নিও—
সে তোমাতে বিরূপ বা শত্রুভাবাপন্ন,
কারণ, সাত্ত্বিক সৌহার্দ্দ্যের লক্ষণই হ'চ্ছে
প্রিয়ের সুখে সুখী হওয়া,
দুঃখে দুঃখী হওয়া,
স্বার্থব্যত্যয়ী ক্ষুব্ধতা তা'তে নাই ;

এমন স্থলে, ধীর বিচক্ষণতার সহিত
সম্ভবমতন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
বিহিত যা' তা' ক'রতে বিলম্ব ক'রো না,
উদাসীন থেকো না,
বৈধী-প্রস্তুতি নিয়ে যেখানে যেমনতর করণীয়—
তা' এমনভাবে ক'রে রাখবে
যা'তে সেও স্বস্থ হ'য়ে ওঠে
এবং কেউ তোমার প্রতি
অবাঞ্ছনীয় কিছু না ক'রতে পারে,
নয়তো, ভবিষ্যতে বিপর্য্যয় আসতে পারে। ২৮৩২ ।

৯।২।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

মানুষ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের পথে যখন চলে
অর্থাৎ, তাঁ'র অনুশাসন পরিপালন ক'রে চলে,—
তখন তা'র প্রয়োজনের উপকরণ ভূতে জোগায়,
কারণ, মানুষের অন্তরস্থ আবেগ
উচ্ছল হ'য়ে
তা'র পরিপূরণ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে। ২৮৩৩।
৯।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার জীবনে যিনি শ্রেয়—
সর্ব্বতোভাবেই তাঁ'কে যদি
মুখ্য ক'রে নিতে না পার,
তৎস্বার্থী হ'য়ে অর্জ্জনী-যোগ্যতাকে
যদি আয়ত্ত ক'রে নিতে না পার—
ক্রমিক-চলনে,
শ্লথ নির্ভরশীলই যদি থাক কেবল তাঁ'র উপর—
প্রয়োজনে অভিভূত হ'য়ে,
তাঁ'কে পোষণ ক'রবার সন্দীপনা
তোমাকে যদি সুখ-উচ্ছল ক'রে না তোলে
উদ্ভাবনী সন্ধিৎসায়,
তাঁ'র সেবানুচর্য্যায় সার্থক হ'য়ে উঠবার প্রলোভন
তোমাকে যদি
উৎকণ্ঠ-আবেগসম্পন্ন ক'রে না তোলে,
তাঁ'রই স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায়
অন্তরাসী হ'য়ে না ওঠ
প্রবৃত্তি-প্রলোভনকে উপেক্ষা ক'রে,
তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠার আকূতিতে তুমি যদি
জীবনীয় সেবা-সম্বর্দ্ধনায়

পারিপার্শ্বিককে উদ্দীপ্ত ক'রে না তোল—
তোমাতে অন্তরাসী ক'রে—
যা'র ফলে, বোধ ও বিবেচনার সুনিয়ন্ত্রণ
তোমার জীবনকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উপচয়ী পরিবর্দ্ধনায় সার্থক ক'রে তোলে,—
তুমি শোষক নির্ভরশীল হ'য়ে
জীয়ন্ত পাথরের জীবন বহন ক'রবে,
হৃদয় কখনও ভ'রে উঠবে না,
ফাঁকা অন্তঃকরণ নিয়ে
ফাঁকির উপাসনায়
জীবন অতিবাহিত ক'রে চ'লতে হবে ;
সাবধান হ'য়ে চ'লো এখনও—
সন্দীপন-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সার্থক ক'রে তুলতে নিজেকে। ২৮৩৪।
৯।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

কোন কন্যা
বিবাহ্য কুল, শীল, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
যদি কোন শ্রেয়পুরুষকে বাগ্‌দান করে—
তা' নিজেই হোক বা পিতামাতা
বা কোন গুরুজন অভিভাবককে দিয়েই হোক—
কোনপ্রকার প্ররোচনা-পরবশ না হ'য়ে,—
তাহ'লে ঐ বাগ্‌দানের সঙ্গে-সঙ্গে
ঐ কন্যার প্রতি সেই পুরুষের স্বামিত্ব অর্শে থাকে
স্বাভাবিকভাবে ;
তাই, শ্রেয়পুরুষকে বাগ্‌দান ক'রেও
যা'রা অন্যকে বিবাহ করে—

তা'রাও ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু কোন অশ্রেয় পুরুষে অমনতর বাগ্‌দান
প্রকৃতপক্ষে অসিদ্ধই হ'য়ে থাকে,
তা' প্রবৃত্তি-প্ররোচনাসম্ভূত,
অবিধিসঙ্গত, সুজনন-বিপর্য্যয়ী –
কারণ, জৈবী সহজাত সংস্কার-সমাবেশ
পুংবীজেই অন্তর্নিহিত,
স্বামীর সত্তাপোষণী সম্বেগের ব্যতিক্রমী হ'য়ে
ঐ বিবাহ যৌনজীবনকে নিকৃষ্ট ক'রে তোলে,
গণ ও সমাজ ক্ষোভিত হয় তদ্‌দ্বারা ;
এমনতর পাত্রের সহিত যদি বিবাহও হয়—
তাহ'লেও তা' অসিদ্ধ,
তাই, স্মৃতির উক্তিই হ'চ্ছে—
"দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেদ্‌ বর আব্রজেৎ।" ২৮৩৫।
৯।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৫

যেমন ইষ্টার্থপরায়ণ বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ না হ'লে
পুরুষের ব্যক্তিত্ব সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে না,
প্রবৃত্তি-অভিভূত, অসার্থক, বিচ্ছিন্ন,
তাৎপর্য্যবিহীন হ'য়ে চ'লতে থাকে,
ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে—
তা'র ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত সত্তার
অসার্থক বিভ্রান্ত ব্যতিক্রম নিয়ে,
তেমনি স্ত্রীগণও সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে,
স্বামী-স্বার্থী না হ'য়ে উঠলে
তা'দের প্রবৃত্তিগুলি সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে

ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে না,
তা'রা উদ্ভাবনী অনুচর্য্যাহারা ফাঁকা হৃদয় নিয়ে
বিভ্রান্ত বিলোলতায় ঘুরে বেড়ায়,
প্ররোচনা সহজেই তা'দিগকে
যে কোন পথে চালিত ক'রতে পারে,
ব্যক্তিত্বই জমাট হ'য়ে ওঠে না তা'দের ;
শাস্ত্রকার তাই ব'লেছেন—
"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি",
স্বামী-স্বার্থী স্ত্রী
সবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হ'য়ে থাকেন—
সর্ব্বতোমুখীন তৎপ্রাণতায় নিবদ্ধ হ'য়ে,
তাই, ঐ স্বাতন্ত্র্যহারা বিলোল বিক্ষুব্ধ
প্রবৃত্তি-অভিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যা'রা বসবাস করে—
তা'দের স্বতন্ত্রত্বের উদ্‌গমই হয় না। ২৮৩৬।
৯।২।১৯৫১, রাত্রি ৮-২০

বিদ্যা যেখানে প্রকৃতিগত হ'য়ে
বোধ ও ব্যবহারে উদ্‌ভিন্ন হওতঃ
যোগ্যতায় আত্মবিস্তার ক'রেছে—
সার্থক, সমন্বয়ী, সমঞ্জস সঙ্গতি নিয়ে—
পাণ্ডিত্যও সেখানে। ২৮৩৭।
১০।২।১৯৫১, সকাল ৭-১৫

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে
মমতাপ্রদীপ্ত না হ'য়ে
করার অহঙ্কার নিয়ে যা'রা ক'রতে চায়—

সেবানুচর্য্যী আস্ফালনে—স্বার্থপ্রত্যাশায়—
নৈরাশ্যই হ'য়ে ওঠে তা'দের প্রাপ্য পুরস্কার। ২৮৩৮।
১০।২।১৯৫১, সকাল ১০-৩০

শ্রেয়শ্রদ্ধ আচরণ বোধ-বাক্য-ব্যবহার,
সন্ধিৎসু উদ্‌ভাবন-প্রবণতা,
ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্টিসন্দীপনা,
সত্তাসঙ্গত অদ্রোহী আত্মপ্রসারণা,
সৎ-সন্দীপী আশ্রিত-রক্ষণ,
অসৎনিরোধী পরাক্রম—
এর তারতম্য যেখানে যেমনতর,
অভ্যস্ত কৌলিক সংস্কৃতিরও
তারতম্য সেখানে তেমনতর। ২৮৩৯।
১০।২।১৯৫১, দুপুর ১৩-৩৫

হে অদ্বিতীয়! অনুপম!
সবিতা তা'র কাশগুচ্ছী কিরণ বিকিরণ ক'রে
লালিমা-লাবণ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল;
শব্দায়িত জীবন-তরঙ্গ
প্রণব-গুঞ্জনে
গুঞ্জর তরঙ্গে
অনন্তের দিকে
লীলায়িত ললিত ভঙ্গিমায়
বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলেছে;
ঐ বীচি-বিকিরণ
ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃকে উদ্ভাসিত ক'রে

বিচ্ছুরিত স্ফুরণ-ভঙ্গিমায়
দেদীপ্য ক'রে তুলেছে ;
হে সবিতার বরেণ্য !
আমারই জীবন্ত ইষ্টপাদমূলে
আসীন অভ্যর্থনায়
তোমাকেই নমস্কার করি ;
আমার উপাসনা
তোমারই ধ্যানমণ্ডিত হোক,
জপ তদর্থভাবিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ লীলায়িত জ্যোতি-আবর্ত্ত-অনুসৃত
শব্দায়িত বাক্-ভঙ্গিমা
আমাদিগকে দীপ্ত বলশালী ক'রে তুলুক,
স্মৃতি-সম্বুদ্ধ স্বস্থি
ও সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ক'রে তুলুক,
আমাদিগকে
সংহতি-নিবদ্ধ ক'রে তুলুক,
অসৎনিরোধী পরাক্রমী ক'রে তুলুক ;
আর, আমাদের বল,
স্বস্তিমণ্ডিত আয়ু,
বোধি ও সংহতি,
অসৎনিরোধী পরাক্রমী পদবিক্ষেপ
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
অন্বিত হ'য়ে
হে একান্ত ! তোমাতেই নিতান্ত হ'য়ে উঠুক ;
আমাদের সত্তা
প্রতিপ্রত্যেকে সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাতেই সার্থক হ'য়ে উঠুক,

আমাদের হৃদয়
সানুকম্পী সম্বেদনায়
সক্রিয় সংস্থিতি নিয়ে
সবাইকেই তোমাতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
আমাদের অশন, বসন,
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনী চলন
জীবনীয় সহযোগী অনুকম্পা নিয়ে
সংহত ক'রে সবাইকে
তোমাতেই সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তোমারই প্রভাবান্বিত আমারই ইষ্টপাদমূলে
আমার এই প্রার্থনা জীবন্ত হ'য়ে
তোমাতেই স্পর্শ লাভ করুক ;
ওই বিকিরণী সন্দীপনা
আমাদের প্রতিপদক্ষেপে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
নিষ্পাদনী কৃতকার্য্যতায়
ব'লে উঠুক, 'শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!' । ২৮৪০ ।
১০।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পন্নতার দূরত্ব যত বেশী হবে,—
তোমার মস্তিষ্ক-লেখায়
কার্য্য-কারণ বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়ে
ঐ নিষ্পাদনী প্রেরণাও ততই
সুদূরস্পর্শী হ'য়ে
ব্যর্থকাম ক'রে তুলবে তোমাকে,
যখন প্রয়োজন, পূরণ হবে তা'র ঢের পরে,
ক্ষুধা ব'য়ে যাবে—

পরে খাদ্য পেলে
তা' তোমার পোষণীয় হ'য়ে উঠবে না;
তাই, সম্পাদনী আকৃতিকে
সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
এমনতরই কর্ম্মঠ ক'রে তোল
বিহিত পরিচর্য্যায়—
যা'তে চাওয়াটা উপযুক্ত সময়ে
পাওয়াকে নিষ্পন্ন ক'রতে পারে;
—কৃতার্থ হবে। ২৮৪১।
১১।২।১৯৫১, সকাল ১০-৩৮

দান যা'ই কর না কেন,
এমন-কি বাগ্‌দান, আত্মদান পর্য্যন্ত—
তা' আপাতদৃষ্টিতে সত্তাপোষণী হ'য়েও
যদি সৎসম্বর্দ্ধনী না হয়—
তা' কিন্তু প্রশস্ত নয়;
আবার, যে-দান আপাত-সত্তাপোষণী না হ'লেও
সৎ-সম্বর্দ্ধনী, জীবনীয়—
তা' কিন্তু সাধু;
আবার, যে-দান সত্তার অপকর্ষী, ক্ষয়ী, অসৎপ্রসূ—
তা' জঘন্য, পাপের,
তাই, প্রবৃত্তিপ্রসাদী প্রতিলোম-উদ্বাহও
সত্তার অপকর্ষী, ক্ষয়কারী,
বিপর্য্যয়প্রসূ, অসৎসন্দীপী—
যা' সংক্রমণ-সংবর্দ্ধনে
কালে গণক্ষয়ী হ'য়ে উঠতে পারে,
তা' সব দিক দিয়েই সর্ব্বনাশা কিন্তু,

যেখানে এমনতর সংশ্রব সংঘটিত হ'য়েছে
সে স্থলে
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—
প্রতিলোমী জননকে নিরুদ্ধ ক'রে—
বিহিত শ্রেয়ার্থ-সংশ্রয়ী জীবন-উদ্‌যাপনে,
তা' নিজের তো মঙ্গলজনক বহুলাংশেই,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
সব দিকেরই অমঙ্গল-নিরোধী। ২৮৪২।
১২।২।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

অসৎ-বীর্য্যী পরাক্রম—
যা' মানুষকে ঈশ্বরভ্রষ্ট ক'রে,
ইষ্টভ্রষ্ট ক'রে,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যভ্রষ্ট ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী জনন-সংস্কৃতিকে বিশীর্ণ ক'রে তোলে—
প্রবৃত্তিপ্রসাদী আত্মম্ভরী ঔদার্য্যের বাহানায়,
এক-কথায়,
যা' বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
অসংহত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে
দাসত্ব-প্রবণতায়
বিবর্ত্তনে বিক্ষোভ এনে দেয়—
তা' কিন্তু বীরত্ব নয়,
বরং আপদ-উদ্দীপী,
তা'দের সম্বর্দ্ধনী অভিনন্দন
শাতনী 'স্বাগতম্',
বুঝে চ'লো। ২৮৪৩।
১২।২।১৯৫১, দুপুর ১টা

যা'র যেমন অভিব্যক্তি
তা'র মনোভঙ্গী তেমনই হ'য়ে থাকে। ২৮৪৪।
১২।২।১৯৫১, রাত্র ৭·৩০

লোকপ্রীতিই যদি থাকে তোমার,—
মানুষের নিয়ামকই যদি হ'তে চাও তুমি,—
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ আগে,
প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণতায় জমাট ক'রে তোল—
সভ্যতায়, ভব্যতায়, আদব-কায়দায়,
সৌজন্যে, শীলে,
সাহায্যে, সেবানুচর্য্যায় ;
তোমার শরীর যা'তে সুস্থ ও সবল থাকে,
শরীর-সর্ব্বস্ব না হ'য়েও
তদনুচর্য্যায় উদাসীন থেকো না ;
তোমার চিন্তা, ভাবনা, চলন, চরিত্রে
যেখানেই যেমনতর খাঁকতি দেখবে,
তদর্থী অর্থাৎ ইষ্টসঙ্গত ক'রে
নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সমাবেশে নিয়ে আসবে তা'কে,
উপেক্ষা ক'রো না,
যদি উপেক্ষা কর—
ঐ উপেক্ষাই কিন্তু
ভ্রান্তিতে বিপথগামী ক'রে তুলবে তোমাকে,

প্রীতি-সন্দীপনী প্রবুদ্ধি নিয়ে
সমস্ত চলনগুলিকে
শ্রদ্ধার্হ ও স্নেহল ক'রে তুলতে হবে তোমাকে ;
কথা এবং কাজে
যা'তে সব সময়ই মিল রেখে চ'লতে পার
তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো,
আর, যেখানে সন্দেহ হয়
মিল রাখতে পারবে কিনা
তোমার কথাকেও অমনতরভাবেই নিয়োগ ক'রো ;
যে দায়িত্ব নিয়ে
তা'র জন্য যা' আহরণ ক'রবে—
তা' তা'কেই নিষ্পন্ন করবার জন্য ব্যবহার ক'রো,
এবং নিষ্পাদন যা'তে সত্বর হয়—
নজর রেখে চ'লো সেই দিকে,
নয়তো, তোমার সুচলনাও
এমন এলোমেলো হ'য়ে যাবে যে
খেই রাখতে পারবে না তা'র,
লোকে সন্দেহ ক'রবে তোমাকে,
আর, তোমার সাঙ্গপাঙ্গও
অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
নিষ্পাদন ক'রতে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন হয়
মিতিনিয়ন্ত্রণে তা' ক'রবে—
উপযুক্ত হিসাব-নিকাশ রেখে,
যা'তে অন্যের কাছে তো দূরের কথা,—
তুমি তোমার কাছেও
কখনও সন্দেহের কারণ না হ'য়ে ওঠ—

ভ্রান্তির কবলে প'ড়ে,
ব্যত্যয়ী বিশৃঙ্খলায় ;
অর্থ ও সম্পদ তোমার সেবা করুক
লোভপরবশতায়
তুমি তা'দের সেবা ক'রতে যেও না—
স্বার্থসংক্ষুধ হ'য়ে ;
সহৃদয়ী সহযোগপূর্ণ অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকেরই আপনার জন হ'য়েও
সব সময়ই
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো—
যেন মানুষের প্রবৃত্তিগুলিও তোমাকে শ্রদ্ধা করে ;
আলাপ. আলোচনা, বাক্য ও ব্যবহারগুলিকে
এমনতর কায়দাতেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো
যা'তে সব-দিক দিয়েই সেগুলি
তোমার উদ্দেশ্যকে সমর্থন ক'রে চলে—
একটা যুক্তিপূর্ণ প্রবুদ্ধিওয়ালা প্রেরণা নিয়ে ;
সহযোগীদিগকে ক্ষিপ্র ক'রে তুলতে চেষ্টা কর.
তা'রা যেন কুশলকৌশলী হয়,
সম্বেগশালী হয়,
আর, লক্ষ্যকে
সর্ব্বতোভাবে সার্থক ক'রে তোলে ;
অসৎনিরোধী পরাক্রমকে অবহেলা ক'রো না
কিছুতেই,
নজর রেখো—ঐ নিরোধ ক'রতে গিয়ে
বিরোধ সৃষ্টি যা'তে না হয়,
যদি কিছু হয়ও
তা'র সমাধানও

অবিলম্বে ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
নয়তো, অতটুকু বিষাক্ত স্ফুলিঙ্গ
ভবিষ্যতে দাউ দহনে তোমাকে
বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি
যেন এমনতর হয় যে,
তোমাতে অসূয়াপরবশ যা'রা
তা'রাও যেন মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না,
যত রকমেই দ্রোহ আসুক না কেন,
আর, যেমনতর জটিলতার সম্মুখীনই হও না কেন,
তোমার ঐ সমবেদনাসম্পন্ন
সুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ ধী ও কর্ম্ম
তা'দিগকে সুবিন্যাস ক'রে
সহজেই যেন একটা
সার্থক সমাবেশে আনতে পারে
সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সংহতি নিয়ে ;
যা' দ্রোহরূপে তোমার সম্মুখে এসেছিল—
জটিল হ'য়ে যা' আবির্ভূত হ'য়েছিল—
তা' যেন বান্ধবতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্যে
তোমাতে তৎপর হ'য়ে ওঠে
অকাট্য সম্বেগ নিয়ে ;
যা'র কাছে যা'ই শোন এবং যেমনভাবেই শোন—
সে-বিষয়ে যা' করণীয়
চিন্তা ও চলনে তা' রেখে দিও,
কিন্তু স্মরণ রেখো—

পক্ষপাতিত্বে বা বেকুব বিশ্বাসে
রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠ তুমি,
হাতেকলমে দেখে-শুনে
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা'ই ক'রে
সমাধান ক'রো তা'কে—
ঐ ইষ্টার্থ-সঙ্গতিতে—
কা'রও ক্ষোভের কারণ যা'তে তোমাকে
না হ'য়ে উঠতে হয় কোন-দিক দিয়ে,
আবার, নিরাকরণী নিষ্পাদনও যেন
উপেক্ষিত না হয়—নজর রেখো ;
মনে রেখো,
অন্যকে সংহত-চরিত্র ক'রে তুলতে হ'লেই
তোমাকেও
দৃঢ় ও সুষ্ঠু সংহতিপূর্ণ চরিত্র নিয়ে
তা'দের কাছে এগুতে হবে
নৈষ্ঠিক অনুশীলন নিয়ে,
নইলে, তোমার ঐ অবাঞ্ছিত অভিব্যক্তি
তোমাকেও
তা'দের কাছে অবাঞ্ছিত ক'রে তুলবে ;
আত্মস্বার্থ বা আত্মপ্রতিষ্ঠাপরবশ হ'তে যেও না,
মনে যেন থাকে সব সময়—
ইষ্টার্থপরতায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপর হ'য়ে চ'লতে হবে তোমাকে,
নয়তো, প্রবৃত্তির কুহক-অভিভূতি
এমনতর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রবে যে,
তুমি নিজেই নিজেকে দেখতে পাবে না,

ঘোলাটে, ধোঁয়াটে হ'য়ে উঠবে
তুমিই তোমার কাছে ;

ইষ্টার্থ-সঙ্গতি নিয়ে
যা' ক'রবে ব'লে মনস্থ ক'রেছ
তা'কে ফেলে রেখো না,
বিলম্বিতও ক'রে তুলো না,
তোমার চরিত্রই যেন ক্ষিপ্র সমাধানী হ'য়ে ওঠে
কর্ম্ম-তৎপরতার ত্বরিত চলনে—
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
নিরন্তর সৌষ্ঠব-সম্বর্দ্ধনায়—
সত্বর নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;

এর ফলে, তোমার বেষ্টনীতে যা'রা আছে—
অল্পবিস্তরভাবে তা'রাও ক্রমশঃই
অমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে,
যা' সাধারণ মানুষ অসম্ভব ভাবে—
তোমার কাছে তা' হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে,
নন্দিত হ'য়ে উঠবে সবাই
তোমার ঐ কুশলকৌশলী মোহন মন্ত্রে ;—

নিয়ামক হ'তে গেলেই
মোক্তাভাবে
অন্ততঃ এতটুকু সজাগ থেকে চ'লো—
নিজেকে তদনুগ নিয়ন্ত্রিত ক'রো ;

ইষ্টানুগ চলন তোমাকে যতই
সম্বেগপূর্ণ অবাধ্যভাবে পেয়ে ব'সবে
অন্তর-আকূতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে—
ততই ঐ চলন আপনা-আপনিই এসে যাবে,

তখন ঐ চলনার কসরত
আর কসরত ব'লেই মনে হবে না। ২৮৪৫।
১৩।২।১৯৫১, দুপুর ১-২০

যেখানে অমানিত্বই মর্য্যাদাপ্রদ—
সম্মান-প্রত্যাশাই সেখানে অপমানের। ২৮৪৬।
১৫।২।১৯৫১, সকাল ৮টা

যা'রা অসৎ-অনুপ্রেরণায়
সৎ বা সৎসংহতির প্রতি কৃতঘ্নতা করে—
তা'রা সত্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই ক'রে থাকে,
নারকীয় তা'রা,
নরক-নিমজ্জন-পরিণামই
তা'দের প্রেয় পুরস্কার। ২৮৪৭।
১৫।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৩৫

যে-প্রীতি
প্রিয়র সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাপরায়ণ নয়কো
তা' প্রীতি নয়—
প্রবৃত্তি-অভিভূত প্রত্যাশাচর্য্যা। ২৮৪৮।
১৫।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৪০

পোষণে হয় রাণী,
শোষণে চাকরানী। ২৮৪৯।
১৬।২।১৯৫১, দুপুর ১টা

সত্তা বা বস্তু
তা'র পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে যে-চলনে চ'লে

যেমনতর পরিণতি পায়—
তাই-ই বিধি ব'লে আখ্যাত হয়,
আর, তা'ই জেনে
তদনুপাতিক প্রয়োগ ক'রতে পারে যে
সেই-ই বিধিবিৎ—নিয়ন্ত্রণজ্ঞ। ২৮৫০।
১৬।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

যে-কোন স্ত্রীই হো'ক না কেন—
কোন বিশিষ্ট সৎসন্দীপী যুক্তিযুক্ত কারণ হেতু
গণক্ষোভের কারণ না হ'য়ে
ব্যভিচার-বিড়ম্বনা এড়িয়ে
আত্মোৎকর্ষের জন্য
সে যদি পুনরায়
নিজের সমান বা কুলে-শীলে শ্রেয়
কোন পতি গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হয়—
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় জীবন অতিবাহিত ক'রতে
সুজননের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রেখে,—
তা'কে বিবাহ-আখ্যায় আখ্যায়িত না ক'রে
নিবাহ-আখ্যায় আখ্যায়িত করাই শ্রেয়;
কিন্তু প্রতিলোম সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ২৮৫১।
১৭।২।১৯৫১, সকাল ১০-১০

প্রবৃত্তি অভিভূত অহংকে অতিক্রম ক'রে
অনুরাগ যখন
ইষ্টার্থ-পরায়ণতায় স্বার্থবান হ'য়ে ওঠে—

স্বার্থগৃধ্নু প্রত্যাশাকে অবদলিত ক'রে,
ভক্তি তখনই প্রাজ্ঞ অভিনন্দনায়
উচ্চল বিকিরণী উচ্ছলতা লাভ করে। ২৮৫২।
১৭।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

বিধবা হ'য়েও কোন স্ত্রী স্বামীস্বত্ব-ভ্রষ্ট
স্বৈরাচারবিপর্য্যস্ত যেখানে,
বা বিকেন্দ্রিক বিক্ষুব্ধ ব্যভিচার-বিড়ম্বনায়
বিশ্লিষ্ট হওতঃ
বিবাহ-নিবন্ধ ব্যাহত হ'য়েছে যেখানে,
কিংবা রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে
ব্যতিক্রমকে আশ্রয় ক'রে
আত্মরক্ষায় বাধ্য হ'য়েছে যা'রা,
অথবা শাশ্বত কৌলিক কৃষ্টিকে নিপীড়িত ক'রে
নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছত্বকে আলিঙ্গন করতঃ
বিকেন্দ্রিক ভ্রষ্টাচারী হ'য়েছে যা'রা,—
এমনতর স্থলে পিতৃকুলের সমান
বা বরেণ্য কুলশীলসম্পন্ন কোন শ্রেয়-পুরুষে
বিবাহ-নিবন্ধ হ'য়ে
ঐ পুরুষের স্বার্থে একনিষ্ঠ স্বার্থান্বিত হওতঃ
বৈধী নিয়ন্ত্রণে
সদাচার-সম্বুদ্ধ চলনে চ'লে
তা'রা জীবনকে সার্থক ক'রতে পারে—
সাধু মর্য্যাদায়;
কারণ, ঐ বিপর্য্যয়, বিক্ষোভের ভিতর-দিয়ে
বিকেন্দ্রিক বহুচর্য্যায়

স্বতঃই তা'দের
পূর্ব্ব বিবাহ-সম্বন্ধ বিলীন হ'য়ে থাকে। ২৮৫৩।
১৭।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৫০

যে-পুরুষ অযথা অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত,
বিক্ষুব্ধ কদাচারসম্পন্ন,
যা'র সহিত বসবাস করা সত্তাসংঘাতী,
অমনতর স্বামীতে সুনিষ্ঠ থেকেও
ভিন্ন হ'য়ে দূরে
সৎকীর্ত্তি-সমন্বিতা হ'য়ে
ইষ্টার্থী শ্রেয়-অনুষ্ঠানে নিরত থেকে
সৎনিয়ন্ত্রণে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যা'তে, সমৃদ্ধ সার্থকতায়
জীবন অতিবাহিত ক'রতে পারা যায়,—
তা'ই করাই শ্রেয় ও মর্য্যাদাপ্রদ;
কিন্তু বাক্, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
ঐ স্বামীর শুভ স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায়
তা'কে শ্রেয়-সন্দীপী ক'রতে পারাই
সাধ্বীর লক্ষণ,
এমনতর স্ত্রী
সম্প্রদায়, সমাজ, গণ ও রাষ্ট্রের
আদর্শস্থানীয়া;
অবশ্য, যে-স্ত্রী স্বামী-সন্নিধানে থেকে
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
তা'কে উৎকর্ষী শ্রেয়-সম্বুদ্ধ ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র ক'রে তুলতে পারে,—

সে কিন্তু আরো ধন্যবাদার্হ—
পুণ্য মর্য্যাদার অধিকারিণী সে। ২৮৫৪।
১৭।২।১৯৫১, রাত্র ৯-৫০

গণসমাজকে যদি সুজনন-অধ্যুষিত
ক'রে তুলতে না পার
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সন্দীপী ক'রে—
আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে সর্ব্বপ্রকারে,—
হীনবীর্য্য, অব্যবস্থ, বিকেন্দ্রিক
অল্পায়ু সন্ততি-বাহুল্যে
দেশ পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠবে;
অযোগ্য, অসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
কৃষ্টির অবদলনে
আত্মঘাতী বিক্ষোভ-বিলোলতায়
ধ্বংসকে আলিঙ্গন ক'রে
আত্মবিলয় করা ছাড়া
আর উপায়ই থাকবে না,

ব্যভিচার
বিপ্লবী পরাক্রমে
স্বার্থগৃধ্নু প্রবৃত্তিলোলুপ অসঙ্গতির সেবায়
শাতন-উৎসবে, জাহান্নমে
জীবনকে উৎসর্গ ক'রতে বাধ্য ক'রবেই কি ক'রবে;
তাই, সাবধান হও এখন থেকে। ২৮৫৫।
১৮।২।১৯৫১, বেলা ১১টা

জীবন যেমন ব্যক্তিগত হ'য়েও সমষ্টিগত,
কারণ, জীবন্ত সমষ্টি ছাড়া

ব্যষ্টিজীবনের সার্থকতাই নেইকো,
তা'র পূরণ, পোষণ ও সংরক্ষণী উপাদানকে
ঐ সমষ্টিজীবনের
সাত্ত্বিক সক্রিয় আহরণের ভিতর-দিয়ে
সংগ্রহ ক'রতে হয় ;
সমষ্টিগত জীবনের
স্বাভাবিক বিবর্ত্তনী পদক্ষেপ
যেমন ব্যষ্টিজীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
বিবর্ত্তনে অধ্যুষিত ক'রে তোলে,
তেমনি ধৰ্ম্ম ব্যক্তিগত হ'লেও
তা'র পালন, পোষণ ও পূরণ-প্রয়োজনকে
ঐ সমষ্টিগত জীবন-অভিযান থেকেই
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
সক্রিয় সন্দীপনায়
বজায় থাকবার প্রচেষ্টা নিয়েই চ'লতে হয়—
ঐ সমষ্টিকে
বাঁচিয়ে রাখবার, বাড়িয়ে তোলবার
দায়িত্বকে আঁকড়ে ধ'রে
নিজেরই বাঁচাবাড়ার সার্থকতায় ;
আর, ঐ ব্যষ্টিগত জীবন-স্বার্থই
সমষ্টির প্রতিব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সমষ্টিতে রূপায়িত হ'য়েছে,
তাই, ধৰ্ম্ম ব্যষ্টিগত জীবনেও যেমন অকাট্য—
সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি অচ্ছেদ্য,
ব্যষ্টিজীবনকে ধারণ ক'রতে
যেমন ক'রে যা' যা' প্রয়োজন

সমষ্টিগত জীবনকেও ধারণ ক'রতে তা'রই প্রয়োজন —
যেখানে যেমনতর লাগে ;
ক্ষুধা যেমন
ব্যষ্টিগত জীবনে অকাট্য হ'য়ে চ'লেছে—
সমষ্টিগত জীবনেও তা'ই,
সমষ্টিগত ক্ষুধাকে উপেক্ষা ক'রে
ক্ষুধাকে ব্যক্তিগত ব'লেই যদি সাব্যস্ত ক'রে থাক—
আর, চলও তেমনি—
তাহ'লে ঐ সমষ্টিগত ক্ষুধাই
তোমাকে খেয়ে ফেলবে
বাঁচবার দুর্নিবার আগ্রহে ;
আত্মসংরক্ষণী প্রচেষ্টা যেমন
ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে
বাঁচবার আকুতি নিয়ে
অসৎকে নিরোধ ক'রে—
সমষ্টিগত জীবনেও তেমনতরই ;
তবেই, যদি বঁ'চতে চাও—
সম্বৃদ্ধিতে বিবর্ত্তিত হ'তে চাও,—
ঐ চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই
সমষ্টিগত অভ্যুদয়কে যদি
ধর্ম্ম-প্রেরণা-প্রবোধনায়
বাঁচাবাড়ার সম্বর্দ্ধনী আগ্রহে সক্রিয় ক'রে
সান্বয়ী সংহতিতে
বিবর্ত্তন-অভিযানী ক'রে না তুলতে পার
সর্ব্ব-সমন্বয়ী এককেন্দ্রিক সংস্থিতিতে—
গণকল্যাণী যতই যা' কর না কেন,
সম্বর্দ্ধনা মূকপ্রচেষ্ট হ'য়ে

অন্ধ ও বধির পদক্ষেপেই চ'লতে রইবে,
যেন স্থানস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। ২৮৫৬।
১৯।২।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

তোমার যে-গুণই থাক্ না কেন,
ইষ্টার্থব্যত্যয়ী তা' যখনই হ'য়ে উঠবে—
তা' যেমন সর্ব্বনাশা তোমার পক্ষে
পরিবেশের পক্ষেও তেমনি,
কারণ, তা'তে সেই গুণগুলি
সুকেন্দ্রিকতায় জমাট বেঁধে উঠবে না—
শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অব্যবস্থ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে টলায়মান ক'রে তুলবে। ২৮৫৭।
১৯।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

ধর্ম্মের কুপরিবেষণ
ব্রহ্মচর্য্যের অবিজ্ঞ, অসার্থক, অবান্তর প্রবচন
মানুষের বীর্য্যবত্তাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
বৈধী নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্তিগুলি
পারস্পরিক সার্থকতায় সুসঙ্গত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিকতায় জমাট বেঁধে ওঠেনি যা'দের—
ধর্ম্মের অপ্রাজ্ঞ, আজগবী পরিচর্য্যাই
তা'দের স্বাভাবিক হ'য়ে
গণ-বীর্য্যবত্তাকে অবসন্ন ক'রে তুলে থাকে,
সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক বিধানও
শীর্ণ অপুষ্ট পরিণতি গ্রহণ ক'রে চ'লতে থাকে,
ব্যক্তিত্বও অব্যবস্থ, সন্দেহসঙ্কুল

ও উত্তেজনা-সমন্বিত হ'য়ে
উদ্ধত বিকৃতি বা অবশ পৌরুষ নিয়ে
অজ্ঞ অভিমানী দোলায়মান অসঙ্গতিতে
চ'লতে থাকে,
আচ্ছন্ন প্রবৃত্তি
বিবশ দৌর্ব্বল্যে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে
উদ্ভটবাদের সৃষ্টি ক'রে তোলে,
আদর্শকে
অসৌষ্ঠব অন্বয়ে রঞ্জিত ক'রে
পরিবেষণ করাই তখন
ধর্ম্ম-তাৎপর্য্য ব'লে আদৃত হ'য়ে থাকে,
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাহীন অবাস্তব, অনাচারী দার্শনিকতা
ধর্ম্মের নামে চ'লতে আরম্ভ ক'রে
বীর্য্য ও সংস্থিতির পাদমূলে
কুঠারাঘাত ক'রে চ'লতে থাকে ;
গণজীবনে বীর্য্যবত্তা
ক্রমান্বয়েই নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠতে থাকে,
যৌনজীবনও অমনতরই
শিথিল, বিক্ষুব্ধ, ক্লীব পরিণতি নিয়ে
অবৈধ চলনে চলে,
দায়িত্বগ্রহণ ক্ষমতা থাকে না ব'লেই
লোকে
বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ,
ফলে, নিষ্ঠুর পঙ্কিল ব্যত্যয়ে সর্ব্বহারা হ'য়ে
পথচারী কুক্কুরের ন্যায়
যোগ্যতা ও অর্জ্জী আকূতির ব্যাহতিতে
ব্যর্থজীবন যাপন ক'রতে থাকে ;

বোঝ, বুঝে চল,
বাঁচ, পরিবেশের জীবনস্বার্থ হও,
সার্থক সন্দীপনায়
নিজেকে, জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল। ২৮৫৮।
১৯।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যা'দের ইষ্ট বা আচার্য্য-প্রীতি
উচ্ছল-ভাবসমন্বিত,
অথচ সঙ্গ বা সান্নিধ্য-লাভের আকূতি
পেছটানের বাহুল্যে মন্থর হ'য়ে চলে,
আগ্রহ-উদ্দীপনায় ব্যবস্থ নিয়ন্ত্রণে
অতিক্রম ক'রতে পারে না তা',
সন্দেহ ক'রতে পার—
ঐ প্রীতি ভাবালুতারই অভিব্যক্তি,
সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক, আত্মনিয়ামক নয় তা',
প্রীতি তা'দের সেখানেই—
যা'তে তা'রা আটকে র'য়েছে। ২৮৫৯।
১৯।২।১৯৫১, রাত্রি ৮-১৫

ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে বলে—
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে সুকেন্দ্রিক একানুবর্ত্তিতায়
সক্রিয় সান্বয়ী সার্থক সামঞ্জস্যে—
সত্তাপোষণে সমৃদ্ধ ক'রে সেগুলিকে,
নিপীড়ন ক'রতে ব'লে না,
ধর্ম্মের পরিপূরক বা পরিপালক যা'—
সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে

ধর্ম্মকে সার্থক ক'রে তোলে যা'
প্রবৃত্তির এমনতর সঙ্গত চলনই ধর্ম্মদ। ২৮৬০।
১৯।২।১৯৫১, রাত্র ৮-২৫

যিনি বা যাঁ'রা শ্রেয় তোমার জীবনে,
যাঁ'দের অনুবর্ত্তিতা
তোমাকে উৎকর্ষমুখী ক'রে তোলে,
সশ্রদ্ধ অভিবাদন-অনুচর্য্যায় ,
নন্দিত ক'রে তুলতে শেখ তাঁ'দিগকে,
তোমার বাক্, ভঙ্গী ও অনুচর্য্যী ব্যবহার
প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোলে যেন তাঁ'দিগকে,
এমনতর অনুশীলন তোমার জীবনকে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলবে,
সুস্বভাব-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
হীনম্মন্য অহংকে
নরম ও স্থিতিস্থাপক ক'রে তুলবে,
আর, ঐ মহৎ-জীবন-প্রসঙ্গ
তোমাকে বোধি-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে
সাহায্য ক'রবে,
ইষ্টার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিকতায়
জীবনকে সার্থক অন্বয়ে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে,
তুমি মানুষের শ্রদ্ধার্হ প্রীতিপাত্র হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অন্তঃকরণের ললিত আকূতি
তোমার সাহচর্য্য-লালায়িত হ'য়ে উঠবে,
তুমি ও তোমাকে নিয়ে সবাই
তৃপ্তি-নিষ্যন্দী হ'য়ে উঠবে,
ঐ অভ্যাসই তোমার অন্তঃকরণকে

ওতেই অভ্যস্ত ক'রে তুলতে থাকবে -
বেশ একটু নজর রেখে
যেখানে যেমন করণীয়—
তা'ই ক'রে চল। ২৮৬১।
১৯।২।১৯৫১, রাত্রি ৯-১০

তোমার প্রতিশোধ যদি প্রতিপক্ষকে
অনুতপ্ত ক'রে তোলে,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে,
সৎ-সন্দীপী ক'রে তোলে,
সত্তাপোষণী বান্ধব ক'রে তোলে তোমার—
সে-প্রতিশোধ সবারই বরণীয়,
তা' ধর্ম্মদই। ২৮৬২।
২০।২।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

পারতপক্ষে ঋণ ক'রতে যেও না,
বরং যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
নিজের আয়কে উচ্ছল ক'রে তোল—
যা'তে তুমিও মানুষকে সাহায্য ক'রতে পার,
ঠেকলেই ঋণ করার প্রবৃত্তি
মানুষের যোগ্যতাকে প্রবঞ্চিত করে,
যা'র ফলে, আয়ে উচ্ছল হ'য়ে ওঠা
তা'র পক্ষে সুকঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়;
এমন অবস্থায়ই যদি এসে উপস্থিত হও
যা'তে ঋণ করা ছাড়া উপায় নাই,
মনে যেন থাকে—
ঐ ঋণ অতি সত্বর যা'তে শোধ ক'রতে পার
তদ্‌বিষয়ে সজাগ হ'য়ে চ'লো

একটা মুখ্য আগ্রহ নিয়ে,
আর, যখন সামর্থ্যে যা' জোটে
ঋণদাতাকে তা' দিও,
ফিরিও না তা'কে,
চাইবার আগে যদি দিতে পার
তাহ'লে আরো ভাল হয়,
ওয়াদাও খেলাপ ক'রো না,
খেলাপের সম্ভাবনা থাকলে
আগেই জানিয়ে দিও তা'কে,
এতে তা'র তোমার প্রতি
ক্রূরহৃদয়সম্পন্ন হ'য়ে ওঠার সম্ভাব্যতা
কমই থাকবে ;
তা' ছাড়াও, তোমার কৃতজ্ঞতার অবদানস্বরূপ
সাধ্যমত তা'কে যা' দিয়ে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ কর—
তা' দিতেও কসুর ক'রো না,
এ বরং মন্দের ভাল,
এতেও তোমার যোগ্যতা
খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে পারে ;
আবার, এমন অবস্থায়ই যদি প'ড়ে যাও যে,
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ও জেয়াদা ক'রে
ঋণ শোধ করা তোমার পক্ষে অসম্ভবই হ'য়ে ওঠে,
পার তো এমন ব্যবস্থা ক'রো
যা'তে তোমার যা' আছে তা' হ'তে
ঐ ঋণ যথাসত্বর পরিশোধ ক'রতে পার
নিজে একটু কষ্ট ক'রেও,
অশক্ত হ'লে
পরিবেশের নিকট থেকে যাচ্ঞা ক'রেও ;

তা'ও যদি না পার,—
অসমর্থতায় অবসন্নই যদি হ'য়ে উঠে থাক,—
বিনীত কৃতজ্ঞতার সাথে
ঐ ঋণদাতার চিত্তবিনোদন ক'রে
ঐ ঋণ হ'তে রেহাই ভিক্ষা ক'রে নিও,
নয়তো, তোমার মস্তিষ্কলেখা
ঐ ঋণবাহী প্রেরণাপ্রবৃত্তি নিয়ে
তোমার উত্থানের পথ
পঙ্কিল ক'রে তুলবে। ২৮৬৩।
২০।২।১৯৫১, সকাল ১০-৫

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে
উপচয়ী সৎ-চলনকে সম্বুদ্ধ ক'রে
নিয়ন্ত্রণে, অপচয়ী যা'-কিছুকে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলাই মিতি-চলন। ২৮৬৪।
২০।২।১৯৫১, বেলা ১১-৪৫

সুসন্ধিৎসু আগ্রহের সহিত
বোধ, বচন ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি
ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার মস্তিষ্কলেখাকে
যেমনতর সজ্জিত ক'রে তুলবে সপর্য্যায়ে
অন্তর্দৃষ্টির ক্রমবিকাশে—
তোমার সমগ্র প্রকৃতি
সেই পথেই চ'লতে থাকবে
যোগ্যতার অধিগমনে ;

আর, ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় আকুতি
পূর্ব্বাপর যা'-কিছু মস্তিষ্কলেখাকে
সুসম্বদ্ধ ক'রে
সক্রিয় সার্থকতায়
পারম্পর্য্যানুপাতিক বিন্যাস ক'রে চলে। ২৮৬৫।
২০।২।১৯৫১, বেলা ১১-৫০

কন্যার কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি বরের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
পরিপোষণী হয়,
আর, ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতাকে
অবলম্বন ক'রে
উভয়ের একানুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
একস্বার্থসম্বুদ্ধ হ'য়ে
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
পালন, পোষণ ও পূরণ-সন্ধিৎসা নিয়ে
পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের সহিত
স্বামী-স্ত্রী যদি সম্বেগশালী সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে—
সেখানেই সুসন্ততির সম্ভাবনা আশা করা যায়,
সুস্থি ও দীর্ঘায়ু আশা করা যায় সেখানে,—
যদি উভয়ের বংশানুক্রমিকতার ভিতর
সুস্থি ও দীর্ঘায়ু অনুক্রমিতায় চ'লতে থাকে;
পিতৃপুরুষে স্বামী-স্ত্রীর সশ্রদ্ধ সম্বোধনা
সুসন্তানেরই আগমনী প্রায়শঃ;
কথায় আছে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে
পিতৃপুরুষে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদির কতকাংশ
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে স্ত্রীগণ যদি আহার করে—

তা'রাও সুপুত্রের জননী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
অনেক স্থলে দেখাও যায় তেমনি,
কারণ, পিতামাতার অমনতর অনুষ্ঠান-নিরত
সশ্রদ্ধ সক্রিয় চরিত্র
সন্তানের চরিত্রকেও
সুস্থ বিন্যাসে বিশেষিত ক'রে তোলে;
তাই, সুসন্তানপ্রার্থী হ'লেই
ইষ্টার্থপরায়ণ সুসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
স্বামী-স্ত্রীর সব-দিক দিয়ে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠা
একান্ত প্রয়োজন—
পিতৃপুরুষের সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা নিয়ে;
যদি সুসন্তানই চাও—
সুসন্ততির আগমনী আচার-নিয়মের
সশ্রদ্ধ পরিপালনে
সন্দীপ্ত হ'য়ে চল। ২৮৬৬।
২১।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

যা'রা বলে 'অন্তরে প্রীতি থাকলেই যথেষ্ট,
আচার-ব্যবহারে তা'র অনুশীলনের
কোন প্রয়োজনই নেই—
মূর্খরাই অমনতর ক'রে থাকে',—
তা'রা কি বুঝতে পারে না যে
পেটে ক্ষুধা থাকলেই শরীর পুষ্টি পায় না?
আচার-ব্যবহারের অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
বোধ-সন্দিৎসু প্রচেষ্টায়
ক্ষুধার উপযুক্ত খাদ্য দিলে

তবে তো শরীর পুষ্টি পায়,—
নয় কি ?
বেকুব বুদ্ধির আত্মপ্রবঞ্চক রাহাজানি ঢের,
যদি চাও—
যা' চাও, যেমন ক'রে তা' পাওয়া যায়
তা'ই করাই ঠিক,
তবে পাবে। ২৮৬৭।
২১।২।১৯৫১, রাত্রি ৯টা

বিধবা স্ত্রী যাঁ'রা—
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে
অস্খলিত সদাচারসম্পন্ন তপঃপ্রাণ হ'য়ে
স্বামীর স্মৃতিবাহী ঐকান্তিক অন্তঃকরণে
সুষ্ঠু ব্রহ্মচর্য্যে
হবিষ্যান্নভোজী হ'য়ে
পবিত্র জীবন ও চরিত্রে
উচ্ছল কর্ম্মপ্রেরণার সহিত
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
ইষ্টানুধ্যায়ী প্রচেষ্টা নিয়ে
শ্রদ্ধার্হ চলনে
শুশ্রূষা-সম্বুদ্ধ অনুপ্রাণনে
পরিবার ও পরিবেশের নিয়ামক নন্দনায়
জীবন অতিবাহিত করাই
তাঁ'দের পরম মর্য্যাদার ;
গণসমাজের আদর্শস্থানীয়া তাঁ'রা,
কৃতার্থতার পরম গণ-শিক্ষয়িত্রী তাঁ'রা। ২৮৬৮।
২১।২।১৯৫১, রাত্রি ৯-৩০

কেশ ও নখাগ্র যেমন শরীরে থেকেও
স্নায়ুনিবদ্ধ নয়কো,
তাই, ছেদনে বেদনা অনুভূত হয় না,
কিন্তু ত্বক ও মাংসের বেলায় তা' নয়কো;
তেমনি বিবাহে যদি আপ্তীকৃত মমতানিবদ্ধ
পূত বাধ্যতার গভীরত্ব না থাকে
তবে সে-বিবাহ যে-কোন সময়
যথেচ্ছ ছেদ নিয়ে আসতে পারে,
কিন্তু বিবাহে স্বামী-স্ত্রী যদি
পরস্পর পরস্পরকে আপ্তীকৃত ক'রে নেয়—
ঐ মাংসের মতন অঙ্গাঙ্গী ক'রে নেয়—
তা'তে মমত্ব চারিয়ে
মর্ম্মস্পর্শী একনিষ্ঠ স্থায়িত্বেরই উদ্ভব হয়;
বিবাহবন্ধন ছেদ্য—এই ধারণাই নারকীয়। ২৮৬৯।
২২।২।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

আগে ব্যষ্টি-ব্রহ্মকে জান—
তা'র বৈশিষ্ট্য ও মরকোচের সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে,
আর, ওদের উপাদান-সামান্যের ভিতর-দিয়ে
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি কর—
তবে তো ব্রহ্মজ্ঞান! ।২৮৭০।
২২।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যে-স্ত্রী
স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ-কারিণী
ক্লেশদায়িনী, দায়িত্ববিহীনা,

রুষ্টভাষিণী বা তাচ্ছিল্যপরায়ণা,
স্বামীর সত্তাপোষণী নয়কো,
স্বামী-স্বার্থে স্বার্থবতী নয়কো—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
তা'র সৎ-সম্বর্দ্ধনী নয়কো,
বিকেন্দ্রিক ব্যত্যয়ী-চলনসম্পন্না,
অন্যায্য অমিতব্যয়ী,
আয়কে উল্লঙ্ঘন ক'রে
এমনতর ব্যয়ের অনুবর্ত্তনা সৃষ্টি করে
যা'তে দৈন্যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া
উপায়ই থাকে না,
অব্যবস্থ ও অসৌষ্ঠব চলনে
স্বামী-প্রশ্বস্তিকে ব্যাহত ক'রে চলাই
স্বাভাবিক চলন যা'র—
এমনতর স্থলে ইষ্টানুগ পথে
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ের সহিত
সুষ্ঠু বাক্ ও নীতি-তাৎপর্য্যের সুপরিবেষণে
সাধু ও সংযত ব্যবহারে
অথবা শাসন ও তোষণের সহিত
সেই স্ত্রীর সংশোধন-প্রয়াসী হওয়াই শ্রেয় ;
কিন্তু ঐ অবস্থা যদি
বিপর্য্যয়ী, সত্তাঘাতী হ'য়ে ওঠে—
তখন নিজেকে বিপন্ন না ক'রে
সাধ্যমত ঐ স্ত্রীর জীবনযাপনী খরচ বহন ক'রে
নিজেকে আলাহিদা রাখাই সুযুক্তিযুক্ত,
কিংবা একত্র থাকলেও
ঐ স্বামীর এমনভাবে চলা উচিত

যা'তে সে তা'র অবাঞ্ছিত ব্যবহার
এড়িয়ে চ'লতে পারে ;
এটা ততক্ষণ—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে
স্বামী-সত্তাপোষণী, দায়িত্বশীলা
প্রিয়বাদিনী, মিতি-চলৎশীলা না হয় ;
স্ত্রীর চরিত্রে
এই রকমের অবাঞ্ছিত দোষ ও ত্রুটি-বাহুল্য
যত বেশী হয়—
স্বামীর জীবনও ততই ধিক্কারময় হ'য়ে ওঠে,
কারণ, স্ত্রীই হ'চ্ছে
স্বামীর ভূমি বা দাঁড়াবার স্থান। ২৮৭১।
২২।২।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

ইষ্টার্থপরায়ণা, স্বামিস্মৃতিবাহী কর্ম্মনিরতা,
সুসংযতা, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী,
যাঁ'রা সাত্ত্বিক চলন-সমন্বিত বাক্য, ব্যবহার
ও সম্ভ্রমাত্মক সেবানুচর্য্যায় নিরতা,
পরিবার ও পরিবেশের সুসম্বর্দ্ধনী-অনুচর্য্যা-পরায়ণা,
সন্ধিৎসু তাৎপর্য্য নিয়ে
শাস্ত্রানুধ্যায়ী অনুচলনে লোককল্যাণে সুব্রতা,
এমনতর গৃহস্থ ব্রহ্মচারিণী যাঁ'রা—
লোকপূজ্যা, লোকনিয়ন্ত্রী তাঁ'রা,
শুভ ও সাত্ত্বিক বরাভয়-অভিনিঃসৃত পালন-প্রদীপ্তিতে
স্বতঃই কল্যাণ সঞ্চার ক'রে থাকেন তাঁ'রা,
সৎসন্দীপী সম্ভ্রমাত্মক সশ্রদ্ধ কুশল অর্ঘ্যে

যা'রা তাঁ'দিগকে অভিনন্দিত করে—
তা'রাও তীর্থস্পর্শীই হ'য়ে থাকে। ২৮৭২।
২২।২।১৯৫১, রাত্রি ৯টা

তোমার হক্-অধিকারের প্রতি
কেউ যদি স্বার্থলোলুপ আকাঙ্ক্ষায়
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে—
কুশলকৌশলী পরিবেক্ষণে,
অনুপাতিক ব্যবস্থায়,
আর, তোমার দৃষ্টিগোচরে এলে
সে যদি ভ্রান্তির অজুহাত দেয়,—
বুঝে রেখো, তোমার ঐ হক্-অধিকারকে
আত্মসাৎ করাই তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য,
সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তা' ক'রতে পারে সে;
তুমি টের পেলেই তা'
অনতিবিলম্বেই প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে
এমন ব্যবস্থিতি ও বিনিয়োগের
ব্যূহ রচনা ক'রে রেখো
দুর্ভেদ্য ক'রে তা'কে
অকাট্য ক'রে তা'কে—
নিরোধ-ব্যবস্থিতিকে বজ্রকঠোর ক'রে
অবস্থানুপাতিক বিহিতভাবে,
যা'তে প্রয়োজন হ'লে
তোমার অভিপ্রায় নিয়ে
আরোর দিকে এগিয়ে যেতে পার—
তা'র পন্থা ও লওয়াজিমাকে
সুব্যবস্থ ও সমুন্নত ক'রে,

তোমার অসৎনিরোধী পরাক্রম যেন
জাগ্রত ও পরাক্রান্ত থেকে
বজ্রকঠোর সংহতি-সহ প্রস্তুত হ'য়ে চলে;
নয়তো, ভবিষ্যতে ঠ'কতেও পার। ২৮৭৩।
২৩|২|১৯৫১, সকাল ৮-২৫

মানুষ সৎপ্রকৃতিসম্পন্নও হয়—
আবার অসৎপ্রকৃতিসম্পন্নও হ'য়ে থাকে,
কিন্তু খানিকটা সৎ, খানিকটা অসৎ—
এ ধারণা নেহাৎই আজগবী;
যে-প্রবৃত্তি পেয়ে ব'সে থাকে
ও সুযোগ পেলেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে
তাই-ই নিয়ামক প্রবৃত্তি,
তা'র ভাল গুণই থাক, আর মন্দ গুণই থাক
সেগুলি ঐ প্রবৃত্তিরই অনুচর্য্যা করে,
পোষণ জোগায়,
খোরাক জোটায়,
কেউ যদি অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়—
ভাল গুণের যে-অভিব্যক্তি সে দেখায়
তা' দিয়ে সে ঐ অসৎ-প্রকৃতিকেই
গোপন ক'রে রাখে,
সর্প যেমন
তা'র শারীরিক নানা চটকদার বিচিত্রতা দিয়ে
ঐ বিষাক্ত প্রকৃতিকে গোপন ক'রে চ'লতে
চেষ্টা করে;
যেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে—

উত্তেজনা, প্রলোভন বা গর্ব্বেপ্সার দরুন
কেউ অনায়াসেই
অসৎ কাজে নিয়োজিত হ'য়ে উঠছে
বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা ক'রে
বিকেন্দ্রিক স্বার্থগৃধ্নু, বিভ্রান্ত, ব্যালোল মুহ্যমানতায়,
সেখানে বুঝতে হবে—
তা'র জীবনের নিয়ন্ত্রক বৃত্তিই হ'চ্ছে অসৎ,
সে অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ;
আবার, যে-কোন উত্তেজনার ভিতর-দিয়েই
হো'ক না কেন
সৎ-প্রকৃতি সক্রিয় হ'য়ে
নিয়ামক হ'য়ে উঠেছে যেখানে
সে সৎলোকই ;
একজন তা'র অনেক ভাল গুণ নিয়েও
সামগ্রিকভাবে অসৎ হ'তে পারে,
আর একজন তা'র অনেক মন্দগুণ নিয়েও
সামগ্রিকভাবে সৎ হ'তে পারে—
এমনতর দেখতে পাওয়া যায় ;
সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা তা'রা সহজেই
সদনুবর্ত্তী হ'য়ে থাকে,
যা'রা অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন
তা'রা সতের আওতায় আসলেও
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
নিজেদের প্রবৃত্তি-চলনায় মস্‌গুল হ'য়েই চ'লতে চায়,
তা'দের স্বাভাবিক সত্তার
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক অভিভূতির দরুন
এমনতর হ'য়ে থাকে—

অজ্ঞ সত্তাপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও ;
আবার, সংঘাত-সংক্ষোভিত হ'য়ে
সত্তাপ্রীতি সংক্ষুধ হ'য়ে ওঠে যখন
তখনই মানুষ আর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
অর্থার্থী হ'য়ে ওঠে,
জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠে
আপূরিত হ'বার উন্মাদনায়,
ইষ্টার্থপরায়ণ আকণ্ঠ সম্বেগের উদ্‌গতিও
হ'তে থাকে তখন থেকে
সুকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি-সংহতি নিয়ে,
কারণ, সত্তায় সশ্রদ্ধ সে ;
আর, যখনই তা'রা শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,—
সুকেন্দ্রিক তদর্থপ্রাণতায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে
সম্বেগসম্বুদ্ধ প্রেরণা নিয়ে,—
তখন তা'দের ভাল বা মন্দের
ঐ অমনতর অভিব্যক্তিই থাকে না,
নবীন সঙ্গতি নিয়ে
নবীন সমাবেশে
ঐ নবজীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে তা'রা
ক্রমশঃই। ২৮৭৪।
২৩।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে বোঝা
আর নাই-ই বোঝা,
আন্তরিক ঈপ্সার সহিত
বাক্য, ভাব ও ভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি দাও—নিরন্তর প্রচেষ্টায়,

ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার অন্তরে ক্রমশঃই
শ্রদ্ধা উদ্‌গতি লাভ ক'রছে ;
আর, মন্দ ব্যাপারেও কিন্তু তেমনি। ২৮৭৫।
২৩।২।১৯৫১, রাত্র ৬-৪০

শ্রদ্ধাকুশল হ'য়ে উৎকর্ষ-সন্দীপী হও,
উন্নতিমুখর হও,
গর্ব্বেপ্সী হ'তে যেও না,
গর্ব্বেপ্সা
স্বভাবকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
তাই, সম্বর্দ্ধনী স্বভাবকে স্বতঃ ক'রে তোল,
বিনীত হও,
সন্ধিৎসাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোল,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত ক্ষিপ্রসম্বেগী হ'য়ে
চাহিদামাফিক অর্জ্জন-তৎপর হও,
নিষ্পন্নতায় সাধু হ'য়ে ওঠ—
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে,
বিজ্ঞতা তোমাকে অভ্যর্থনা করুক। ২৮৭৬।
২৪।২।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

যে-খাদ্যই খাও না কেন—
তা' অন্তে শোষিত হ'য়ে
নিজেরই ঔপাদানিক সংস্থিতি নিয়ে
তোমার জীবকোষের উপর
প্রভাব বিস্তার ক'রবেই কি ক'রবে

জীয়ন্ত হ'য়ে সে,
এবং সে-প্রভাবের ফলে
তোমার শারীর-বিধানে
তদনুপাতিক ক্রিয়া সঞ্চার ক'রে তুলবে,
তা' শরীরেও যেমন, মনেও তেমনি ;
যে-খাদ্য
তোমারই জীবকোষের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে
তা'র পোষণী হ'য়ে ওঠে
ঐ জীয়ন্ত অনুচর্য্যায়—
তা' সাত্ত্বিক আহার,
জীবনপোষী তা', বর্দ্ধিষ্ণু তা',
হবিষ্যান্ন যে সাত্ত্বিক আহার তা' এই জন্যই ;
আর, যেগুলি পোষণী হ'য়েও
খানিকটা বিপর্য্যয়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করে—
তা'ই হ'চ্ছে রাজসিক ;
আর, যা' ঐ কোষগুলিকে
শ্লথ, স্থবির ক'রে তোলে,
ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তোলে—
তাই-ই হ'চ্ছে তামসিক ;
যদি সত্তা-সংরক্ষণের স্পৃহাই থাকে,
বিধানকে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক বিধায়িত ক'রতে চাও—
সাত্ত্বিক উপযুক্ত আহার গ্রহণ কর ;
ঋষিরা ব'লেছেন, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ,
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" ২৮৭৭ ।
২৪।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৪০

যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যকে
তোষামোদী তাঁবেদারীতে,
গর্ব্বেপ্সা-নিষ্যন্দী ভদ্রতার অছিলায়
বা স্বার্থগৃধ্নুতায় বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে—
শ্রেয়ার্থী ভাবানুকম্পী কৃতজ্ঞতাকে বিদায় দিয়ে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব অসংহত,
হীনম্মন্য-বুদ্ধিসম্পন্ন,
দুর্ব্বল, প্রলোভন-নম্য ;
আবার, যা'রা বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন ক'রতে
দাবী করে—
তা'রা তো অমানুষ বটেই,
আত্মঘাতী পিশাচপ্রকৃতিসম্পন্ন দুরাচার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
সজাগ থেকো,
বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিও না
বা দিতেও দিও না,
বরং বৃদ্ধিতেই সমৃদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
অমানুষ বা নকল মানুষ হ'তে যেও না। ২৮৭৮।
২৪।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

যা'রা কোন সদুপদেশকে
আন্তরিকতার সহিত
এবং বীর্য্যবত্তা নিয়ে সমর্থন ক'রতে পারে না,
নিরপেক্ষ ঔদার্য্যের বাহানা করে,
ধ'রে নিও—তা'দের মধ্যে অনেকেই
গ্লানি বা দোষবিদ্ধ ;
আর, যা'রা ঐ সদুপদেশ, কথা

বা ঐ সৎ-অবতারণাকে
অমনতর বীর্য্যবত্তা নিয়ে
সমর্থন ক'রে থাকে,
নিষ্পন্নতায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে
সহজ অনুপ্রেরণা নিয়ে—
মন্দও যদি জান তা'দিগকে
তা'রা সৎপ্রয়াসী—এটা ধ'রে নিতে পার ;
আবার, তা'ই দেখেই তা'দের সাথে
তোমার চলনা কেমনতর হওয়া উচিত,
কী ক'রতে হবে—ধ'রে নিও,
সুরাহা মিলবে প্রায়শঃই। ২৮৭৯।
২৪।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'রা দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা নিয়ে
সক্রিয় নিরন্তরতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠেনি,
ইষ্টার্থকে সক্রিয়ভাবে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে পারেনি,
তা'দের প্রবৃত্তিগুলি তখনও
পারস্পরিকভাবে সার্থক অন্বয়ে অন্বিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি.
ব্যক্তিত্ব জমাট বেঁধে ওঠেনি তখনও,
বোধিও সার্থক-সমন্বয়ে গুচ্ছ বেঁধে ওঠেনি,
তাই, প্রজ্ঞা তখনও দূরে ;
অনুরাগ দীপন-সম্বেগে
অচ্যুত নিরন্তরতা নিয়ে
যতই চ'লতে থাকবে সক্রিয় পদবিক্ষেপে

ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে—
প্রাপ্তিও আত্মীকৃত হ'য়ে
এগিয়ে আসবে ততই। ২৮৮০।
২৫।২।১৯৫১, সকাল ৭-১৫

অসৎ যা', দোষের যা'
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অপলাপী যা'
ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী যা'—
এমনতর কোন-কিছুর অবতারণাকে
সম্ভ্রান্ত অদ্রোহিতার সহিত
নিরোধ ক'রতে যদি না পার—
বিষয়ীভূত ব্যাপারের সুসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণে,
বুঝে নিও—
তোমার শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতাকে তখনও
ভূতে পেয়েই ব'সে আছে—
প্রবৃত্তি-প্রশ্রয়ী লোলুপতার ভিতর-দিয়ে
একটা লালিত্য-নিষ্যন্দী খোলস প'রে,
তোমার উত্থানের উপকরণ
এমনতর অপদা হ'য়ে অন্তরে বসবাস ক'রছে—
যা' বীর্য্যবত্তার বদলে
ক্লীবত্বেই সংহত হ'য়ে
তোমার চরিত্রকে সঞ্চালিত ক'রে চ'লেছে—
মলিন ছদ্মবেশী অনুরাগের আওতায়,
ধাপ্পাবাজী ফাঁকা কৌশল নিয়ে,
তুমি পারবে না,
উত্থান তোমার ব্যতিক্রমের বেড়াজালেই আবদ্ধ;
শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,

ইষ্টার্থপরায়ণতায় অটুট হও,
অদ্রোহী হ'য়েও অসৎকে প্রীতিবীর্য্যে নিরোধ কর ;
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনাকে এমনতর সুসঙ্গত ক'রে রেখো
যা'তে বেতালে একটুকুও পা না পড়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রদ্ধার্হ দেব-চলনে চ'লতে থাক,
যেখানেই যাও না কেন—
পরিবেশ তোমাকে ভালবেসে কৃতার্থ হোক,
অচ্ছেদ্যভাবে সংহত হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
মানুষ হবে,
শ্রী শ্রেয়-সিংহাসন নিয়ে
অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে তোমার জন্য—
দেখতে পাবে ;
আর, ভাল মানুষ হবার প্রলোভনে
ক্লীবত্বকেই যদি আশ্রয় ক'রতে চাও
বীর্য্যবান ব্যক্তিত্বকে বিদায় দিয়ে—
অমানুষ হবে তুমি,
ভূতুড়ে ভ্যাংচানিই পাবে পুরস্কার ;
যেমন পছন্দ কর, তেমনি চ'লতে পার। ২৮৮১।
২৫।২।১৯৫১, রাত্র ৮টা

বিশেষ কোন প্রক্রিয়ার অনুশীলন ক'রে
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়াই বিভূতি বা সিদ্ধাই। ২৮৮২।
২৬।২।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা যখন থেকেই পেয়ে ব'সল,
স্বার্থগৃধ্নু হ'লে যখন থেকে—
পরার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
সংহতি-স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,
আবার, এই গণ-স্বার্থ বা সংহতি-স্বার্থ
যখন নিজের গণ্ডীতেই নিবদ্ধ রইল,
ইষ্টার্থপরায়ণতায় নিয়ন্ত্রিত হ'ল না,
ব্যষ্টিস্বার্থ, গণস্বার্থ
একটা সমঞ্জস সংহতি নিয়ে
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠল না,
বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল না ঈশ্বরের দিকে,
তখন আত্মস্বার্থকেই পদাঘাত ক'রলে—
পরার্থপরতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
সঙ্ঘস্বার্থকে বিদ্রূপ ক'রে
শক্তিকেই বিদ্রূপে বিড়ম্বিত ক'রে তুললে,
আবার, ইষ্টার্থে ঐ ব্যষ্টিস্বার্থ ও সঙ্ঘস্বার্থকে
অর্থান্বিত ক'রে না তুলে
বিবর্ত্তনী অধিগমনকে নিকেশ ক'রে তুললে,
ফাঁকির উপাসনায় মেকী যা' তা'ও রইল না ;
নিজেকেও হারালে, সংহতিকেও হারালে,
ইষ্টার্থকেও বিদায় দিলে,
ব্যষ্টিও গেল, দেশও গেল, রাষ্ট্রও গেল,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিরও তিরোধান হ'ল। ২৮৮৩।
২৬।২।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

আমি আবার বলছি,
ঘোর আবেগ-সমন্বিত অন্তরে বলছি—

প্রতিলোম-পরিণয়কে নিরুদ্ধ কর সর্ব্বতোভাবে,
উহা সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতির ঘোর অন্তরায়,
সুজননের পরম শত্রু,
অব্যবস্থ ব্যক্তিত্বের আবাহক সে,
ওতে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের
সম্বর্দ্ধনী গণ-সংস্থিতি নষ্ট হয়,
অযোগ্য, অব্যবস্থ, শক্তিহারা,
বিচ্ছিন্ন গণের উদ্ভবে
দুনিয়া ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে;
এখনও সাবধান হও, শোন, ভেবে দেখ,
যথোচিত কর। ২৮৮৪।
২৬।২।১৯৫১, বিকাল ৪-২০

প্রীতিই হোক, আর নীতিই হোক—
তা' যখন পরাক্রমহীন, সত্তাসংঘাতী,
সংহতিহারা, অসৎ-অনুচর্য্যা-নিরত,
পরশ্রীকাতর, স্বার্থগৃধ্নু, ভোগলিপ্সু
ও পরার্থপর-সহযোগিতাশূন্য—
তা' কিন্তু ক্লীবত্বই। ২৮৮৫।
২৬।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

গণ বা জাতি ইষ্টার্থপরায়ণতায়
যতই দরিদ্র হ'য়ে ওঠে,—
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য অবজ্ঞাত হ'তে থাকে ততই,
স্বার্থগৃধ্নুতা প্রতিষ্ঠালাভ ক'রতে থাকে,
সংহতিও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
সমাজ-বন্ধনও শিথিল হ'য়ে

সেবা ও শাসন-সংরক্ষণ থেকে
বিচ্যুতিলাভ ক'রতে থাকে,
পরাক্রমও স্তিমিত চলনে
অস্তমুখীন হ'য়ে চলে,
বীর্য্যবত্তা ব্যভিচার-বিলোল হ'য়ে ওঠে,
পরভুক গোলামজীগরি হ'য়ে ওঠে মর্য্যাদা তখন,
গণ-সত্তার অন্যের বুভুক্ষায়
আহার্য্য-ইন্ধন হওয়া ছাড়া
উপায়ই থাকে না আর। ২৮৮৬।
২৬।২।১৯৫১, রাত্র ৮-২৫

যাঁ'রা তত্ত্ববেত্তা, ব্রহ্মজ্ঞ—
প্রজ্ঞা তাঁ'দের অন্তরে বীজাকারেই নিহিত থাকে
সহজ সংস্থিতি নিয়ে,
উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা' বিকীর্ণ হ'য়ে
আলোকপাত ক'রে থাকে ;
কিন্তু গর্ব্বেপ্সু, ধৃষ্টতা যেখানে
তাঁ'রা সেখানে মূক ও মূঢ় দৃশ্যতঃ,
তাই তদ্বিদ্ধি, "প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।" ২৮৮৭।
২৭।২।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

যা' তোমার পক্ষে সত্তাপোষণী, সৎ,—
অন্যের পক্ষে সেইটেই সত্তার ক্ষয়কারী,
অসৎ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, যে-কোন জিনিসের পরিমাণ
যা' ব্যবহার ক'রে
তোমার সত্তা পোষণ পেতে পারে,—

সেই পরিমাণই আবার অন্যের পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, দেশ-কাল পাত্র-ভেদেও
এমনতর হ'য়ে থাকে ;
তাই, পরিপ্রেক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত
বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
ভুয়োদর্শনে
তোমার পক্ষে যা' পোষণী ব'লে
স্থিরীকৃত হ'য়েছে,
তা'ই সুষ্ঠু ও স্বস্তির তোমার কাছে—
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে ;
এর কতকগুলি তুলনামূলক,
আবার অনেকগুলি গবেষণাসাপেক্ষ,
যেগুলি পরিবেক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে
পরীক্ষায়, বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
পোষণী ব'লে স্থিরীকৃত হ'য়েছে—
তোমার ও অনেকেরই সত্তা-সংরক্ষণী ব্যাপারে,
সেগুলি নির্দ্ধারিত সত্য—
সত্যের ভাবওয়ালা, সত্তাপোষণী ;
তাই, সত্তার পরিপালন, পরিপোষণ
ও পরিপূরণ-ব্যাপারে
নির্দ্ধারিত সত্য যা'—
তা'কে গ্রহণ ক'রে চলাই শ্রেয়,
আবার, ঐ শ্রেয়ের উপর দাঁড়িয়ে
শ্রেয়-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে
শ্রেয়কে যদি নির্দ্ধারণ ক'রতে পার
অবস্থা-ভেদে—বৈশিষ্ট্যানুপাতিকতায়—

চিরন্তন সত্যকে বরবাদ ক'রে নয়,
বরং আরোতে উচ্ছল ক'রে,
কারণ, ওটা হ'ল ভ্রান্তি-নিরাকৃত,—
শ্রেয় ততই অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচিত ক'রে
প্রসার লাভ ক'রে দাঁড়াবে তোমার কাছে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে,
শুভ ও স্বস্তির সীমাও
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে থাকবে ততই—
স'রে-স'রে—ক্রমপদবিক্ষেপে,
তাই, অসৎকে নিরাকরণ ক'রতে হ'লে পরেই
কেমনতর কী করণীয় আছে
তা' শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
তোমার কাছে উপস্থিত হবে,
আর, এর ভিতর-দিয়েই তোমার বিজ্ঞবোধি
প্রজ্ঞাস্পর্শী হ'য়ে
নন্দনায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে। ২৮৮৮।
২৭।২।১৯৫১, বেলা ১১-২০

বিকেন্দ্রিকতা যেখানে হীনম্মন্যতা সেখানেই,
আর, গর্ব্বেপ্সা
তা'রই অনুবর্ত্তন ক'রে থাকে। ২৮৮৯।
২৭।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

ব্যভিচারিণী কোন স্ত্রী
পিতৃকুলের সমান বা বরেণ্য—
এমনতর কোন পুরুষে আত্মোৎসর্গ ক'রে
নিবাহ-নিবন্ধে পরিশুদ্ধ হ'য়ে

তৎস্বার্থান্বিত হ'য়ে
সেই সংসারের পরিজন ও পরিবারবর্গের
তদর্থ-পোষণী সেবানুচর্য্যায়
যদি জীবন অতিবাহিত করে,
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠার সহিত
ঐ আশ্রয়ে বসবাস করে,—
তা'কে সেই পুরুষের
পোষ্যা স্ত্রী বলা যেতে পারে ;
অমনতর জীবন-যাপন
কুৎসিত হ'লেও শ্রেয়-অন্বিত,
সুকেন্দ্রিক অন্তঃকরণে
তা'রাও সৎ-জীবন যাপন ক'রতে পারে,
লোক-কল্যাণী হ'য়ে আত্মনিয়ন্ত্রণে
তা'দের চরিত্র যতই সেবামুখর
সদ্‌গুণ-সমাবিষ্ট হ'য়ে থাকে যেমনতরভাবে—
লোকশ্রদ্ধাকর্ষকও হ'য়ে ওঠে তেমনি,
বিচ্ছিন্ন ব্যভিচারকে অতিক্রম ক'রে
সৎ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
তা'রা আত্মনিয়ন্ত্রণ যত করে—
প্রকৃতিও তা'দের ততই
বিহিত মর্য্যাদা দিতে থাকে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে—
যদিও নিম্ন পর্য্যায়ের তা'রা। ২৮৯০।
২৮।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৩৫

গণ বা জাতি যতক্ষণ
এক আদর্শ বা ইষ্ট-অনুচর্য্যী,

পারস্পরিকভাবে সংহত,
কৃষ্টি-অনুবর্ত্তী সদাচারপ্রবণ,
শ্রেয়শ্রদ্ধা-সম্বুদ্ধ,
বরেণ্য-জনন-নীতিপালী,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমশীল হ'য়ে চলে—
বৈশিষ্ট্যপালী সক্রিয়তায়
কর্ম্মঠ যোগ্যতা নিয়ে,
এক-কথায়, অতটুকু সম্বর্দ্ধনী চর্য্যাও যা'দের থাকে—
বোধি, শক্তি ও সম্বর্দ্ধনা
তা'দিগের প্রতি বিরূপ হয় কমই,
আর, এ যেখানে যত কম—
পরাভব-মন্যতাও সেখানে তত বেশী। ২৮৯১।
২৮।২।১৯৫১, দুপুর ১টা

অবাঞ্ছিতকে উচ্ছেদ ক'রতে গিয়ে
যদি তোমরা বিপন্নই হ'য়ে ওঠ,
এবং তোমাদের ক্ষয়কামী অন্য যে বা যা'রা,
তোমাদিগকে বিপন্ন করাই
আত্মসংরক্ষণী ও আত্মবিসারী অভিযান যা'দের,—
তা'দেরই অভ্যুত্থানের সম্ভাব্যতা
বেশী হ'য়ে ওঠে,
তেমন ক্ষেত্রে
ঐ অবাঞ্ছিতকে উচ্ছেদ ক'রতে যেও না,
বরং নিজের বজায়ী অভিযানকে বজায় রেখে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে অক্ষুণ্ণ থেকে
সংহতিপ্রবল হ'য়ে
তা'কে যতখানি সত্তাপোষণী ও আত্মীকৃত

ক'রে তুলতে পার—
দ্রোহ সৃষ্টি না ক'রে—
তা'ই কর,
যা'তে ঐ অবাঞ্ছিত যা'রা
তা'রাও বাঞ্ছিত হ'য়ে ওঠে তোমাদের কাছে
এবং তোমাদের বলে বলীয়ান হ'য়ে ওঠে;
আর, আত্মীকৃত না হ'লেও
ঐ বিরোধ-প্রশমনী চেষ্টা নিয়েই
চ'লতে হবে ততক্ষণ—
যতক্ষণ তোমাদের অসৎনিরোধী পরাক্রম
প্রবল বা প্রভূত হ'য়ে না উঠছে;
নয়তো, বিধ্বস্তিতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া
উপায়ই থাকবে না। ২৮৯২।
২৮।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনেই হো'ক—
সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে
এমনতর কিছুকে
উপযুক্ত নিরোধে প্রতিরোধ যা'রা না করে,
অপলাপ না করে,
নিরাকরণে শৈথিল্য করে,—
তা'রা গণঘাতী আত্মসংঘাতক,
পাপেরই পুরোহিত তা'রা,
গণক্ষোভী বিধ্বস্তির রাজদূত,
হিংসায় অহিংস যা'রা

তা'রাই কিন্তু প্রবল হিংস্র ;
শক্তি, সংহতি ও প্রস্তুতি-প্রবল হ'য়ে
সাবধানে চ'লো। ২৮৯৩।
১।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

লোকনিরাপত্তায় নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে
ইষ্টার্থী পদবিক্ষেপে
সচল থেকো তুমি,
ঐ নিরাপত্তা-নিয়ামক প্রস্তুতিকে
তুমি ত্যাগ ক'রো না কখনও,
তাই, ঐ প্রস্তুতির উপকরণ
যেখানে যা' লাগে—
তা' নিয়ে প্রস্তুত চলনেই চ'লো ;
শাস্ত্রের নির্দ্দেশই তা'ই—
'দণ্ডকে ত্যাগ ক'রো না',
যদি কর, নিজেও দণ্ডিত হ'তে পার,
অন্যকেও নিরাপদ ক'রতে পারবে না
দণ্ডমুক্ত ক'রতে পারবে না ;
অসৎনিরোধী প্রস্তুতি
সত্তারই সাধু প্রেরণা—মনে রেখো। ২৮৯৪।
১।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

সত্তা-সংরক্ষণী যা', সত্য তা'ই-ই,
এই সত্যকে বরবাদ ক'রে
দয়া-দাক্ষিণ্য-ঔদার্য্যের অভিব্যক্তিই দাও—
আপোষরফায় আত্মাহুতিই দাও—
হিংসা, অত্যাচার ও নিপীড়নে

মনোনিবেশই কর
বা যা'ই কিছু কর না কেন,—
সবই কিন্তু পাপের, সবই নারকীয়,
সবই অসৎ-সম্বৰ্দ্ধনী,
বিসর্জ্জনের বিক্ষোভী অধিগমন—
তা' যা'র পক্ষেই হো'ক না কেন,
ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
সবারই পক্ষে তা'
বিভিন্ন রকমে সাংঘাতিক, সর্পিল;
বুঝে চ'লো—
ইষ্টার্থপরায়ণ, সংহতি-সম্বুদ্ধ
সত্তাসংরক্ষণী পরিবেক্ষণী বিবেচনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রো। ২৮৯৫।
১।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
প্রিয়পরমকে স্মরণ কর,
প্রীতি-সন্দীপনায় অন্তরে জাগ্রত ক'রে তোল তাঁকে,
মত্ততাই যদি চাও,
মত্ত হও তাঁ'রই সুব্যবস্থ প্রীতি-সন্দীপনায়,
আচারে-ব্যবহারে-কথায়-কাজে
ঐ প্রীতি-মত্ততা ফুটে উঠুক,
তোমাকে অনুভব করুক সবাই—
তোমার বিধি-সম্বুদ্ধ নীতি, সৌজন্য, সদ্ব্যবহার
ও চিত্তের ব্যবস্থ বিবেচনার ভিতর-দিয়ে,
সম্বুদ্ধ হও—
সুনিষ্ঠ সদাচার-সমন্বিত হ'য়ে,

মানুষকে স্বকেন্দ্রিক রাগমদির-মত্ত ক'রে তোল,
অসৎ-সংশ্রয়ী প্রবৃত্তিগুলিকে পদদলিত ক'রে
সাবুদ হও,
খাড়া হও,
ওঠ, চল—
বরেণ্য-নিবুদ্ধ হও;
যদি ভাল লাগে—শোন, বোঝ,
আর তেমনি কর—
এই আমার কথা। ২৮৯৬।
১।৩।১৯৫১, বেলা ১১টা

মমতা-অভিভূতি মানুষকে
দুশ্চিন্তাপরায়ণ ক'রে তোলে,
মমত্ব-সন্দীপনা মানুষকে
শুভদর্শী নিরাকরণ-প্রয়াসী ক'রে তোলে। ২৮৯৭।
১।৩।১৯৫১, বেলা ১১-৫০

রাজাই বল বা পুরোধ্যাসীই বল,
প্রতিপ্রত্যেক অমাত্যবর্গ-সহ যাঁ'রা
স্বার্থগৃধ্নু, আত্মম্ভরিতায় বিরাগপ্রবণ হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেক্ষণ-সহ
গণস্বার্থ বা প্রজাস্বার্থ-পরতায়
সর্ব্বতোভাবে অন্তরাসী হ'য়ে
তা'দের স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বিবেচনায়
সত্তাপোষণী সম্বৃদ্ধি-সন্ধিৎসু হ'য়ে
কৃতি-সন্দীপনায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির উৎকর্ষে

মিত চলনে
সুসম্বেগে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন—
তীক্ষ্ণ তাৎপর্য্যে—ক্ষিপ্রতা নিয়ে,
সুদূরপ্রসারী দীর্ঘদৃষ্টির সহিত—
কৃতার্থ হন তাঁ'রাই প্রায়শঃ ;
আর, ঐ গণরঞ্জন বা প্রজারঞ্জনই
তাঁ'দের আত্মপ্রসাদী ভোগ-তাৎপর্য্য। ২৮৯৮।
২।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৩৫

যা'রা ইষ্টার্থপরায়ণ নয়,
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন বোধিতাৎপর্য্যে
সঙ্গতিহারা ব্যক্তিত্বের
উদ্ধত ঔদার্য্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়,
মস্তিষ্কলেখা যা'দের
অসংহত বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
অসামঞ্জস্যে বিক্ষিপ্ত দানাদার হ'য়ে উঠেছে,
সত্তাপোষণী সংহতি যা'দের
বোধি-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে ওঠেনি,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অবজ্ঞা ক'রেও
একত্বানুধ্যায়ী অভিযান নিয়ে
গর্ব্বেপ্সু ঔদার্য্যের প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ যা'রা,
অসংহত ব্যক্তিত্ব ও অসঙ্গত ব্যুৎপত্তি নিয়ে
দূরদৃষ্টিহারা
আত্মপ্রতিষ্ঠ লোককল্যাণের বাহানায়
নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে উদ্‌গ্রীব যা'রা,
স্নায়ুগুচ্ছ শ্লথ

এবং প্রবৃত্তি-অভিভূতি-সন্দীপনার
অনুপ্রেরণাবাহী হওয়ায়
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে না যা'রা,
যা'রা মনে করে—
পরার্থপরতার প্রবোধনা
তা'দের স্বার্থবুদ্ধিকে ব্যাহত ক'রবে,
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টিকে
অসঙ্গত ব্যালোল বিকৃত ভঙ্গীতে দেখেও
বৈশিষ্ট্যহারা সমাজতান্ত্রিকতায় মুখর যা'রা,
এমনতর বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্ব পোষণ করে যা'রা,
তা'দের জলুসমণ্ডিত বাক্যাড়ম্বরে
বিমূঢ় হ'য়ে
সশ্রদ্ধ, সুকেন্দ্রিক আনতির সহিত
তা'দিগকে অনুবর্ত্তন করে যা'রা—
তা'রাও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যুৎপত্তির
অধিকারী হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকেও অমনতর দোলায়মান ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রদ্ধাসন্দীপী প্রীতি
যেন কাউকেও নিরাশ না করে,
কিন্তু অনুবর্ত্তনী অনুরাগ
বেত্তা-পুরুষেই যেন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে,
বেঘোরে প'ড়বে কম—
এমন-কি, তামসিক পরিস্থিতিতেও । ২৮৯ ।
৩৷৩৷১৯৫১, বেলা ১১-১৫

সৎসংঘাতী যা'
অসৎ যা'

গণক্ষোভী যা'
অঙ্কুরেই তা'র অপনোদন ক'রো,
নয়তো, তোমার নিরোধ-প্রস্তুতির সীমা ছাড়িয়ে
একদিন হয়তো সে তোমাকে
নিকেশে বিলোপ ক'রতে পারে। ২৯০০।
৩।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যা'রা
ইষ্টার্থপরায়ণতার বাহানা নিয়ে চলে—
অথচ উপচয়ী ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী নয়,
স্বার্থগৃধ্নুতা
ইষ্টার্থকে ব্যাহত করে যা'দের সহসাই,
ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী চরিত্রকে
বিন্যাসে সমাবেশ ক'রতে পারে না যা'রা,—
বাক্যবহুল ইষ্টার্থপরায়ণতার খোলস প'রে
তা'রা দিন কাটাচ্ছে তখনও—
এটা বুঝে নিও। ২৯০১।
৩।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

যা'দের স্নায়ুর ধারক-ক্ষমতা দৈন্যগ্রস্ত—
তা'দের ব্যক্তিত্বও দোলায়মান, অসংহত,
অমলিনভাবে কেন্দ্রায়িত হওয়া
তা'দের পক্ষে দুরূহ,
সাধারণতঃ প্রবৃত্তিই তা'দিগকে
শোষণ ক'রে থাকে,

—তাই, শ্রদ্ধাহারা গর্ব্বেপ্সু হ'য়ে ওঠে
স্বভাবতঃই তা'রা। ২৯০২।
৩।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-২০

কা'রও সাথে মেলামেশা
বা কথাবার্ত্তা কইবার আগেই
তোমার অন্তরকে
উদ্দেশ্যানুগ যুক্তিপূর্ণ সুসঙ্গতির পারম্পর্য্যে
এমনতরভাবে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলো
যেন প্রত্যেকটি কথা, ভাব, ভঙ্গী ও ব্যবহার
অনুচর্য্যা নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
তা'দের অন্তঃকরণকে
এমনতরই উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে,
আগ্রহ-আকর্ষণে সশ্রদ্ধ ক'রে তোলে
তোমার প্রতি,
যা'তে প্রত্যেকটি শব্দ, ব্যবহার ও ভাবভঙ্গী
সুভঙ্গিমায়
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে তা'দের ;
আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
ঠ'কবে কিন্তু তা'তে,
তোমার অপ্রতিষ্ঠাই
প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে সেখানে
একটা গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্যতার প্রতিক্রিয়ায় ;
বেশ বিবেচনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো
যা'তে বোধ ও অভিব্যক্তিতে

বেফাঁস কিছু না ক'রে বস
এবং তোমার ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ উদ্দেশ্য
ব্যাহত না হয় কিছুতেই,
এতে তুমিও তা'দের পাবে—
তা'রাও তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে,
সমবেত সন্দীপনায়
কৃতিত্বের অভ্যুদয়ী পথের যাত্রী হ'তে পারবে। ২৯০৩।
৪।৩।১৯৫১, দুপুর ১টা

ঠিক বুঝে নিও
বেশ ক'রে খতিয়ে—
তোমার অহিংসা ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হবে তখনই
যখনই তোমার অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
ও প্রস্তুতিকে ব্যাহত ক'রে,
সত্তাসংরক্ষণী গণস্বার্থের উপেক্ষায়,
অপটু আত্মশ্লাঘী ঔদার্য্য নিয়ে
ব্যতিক্রমী বিলোল তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছ;
ঐ অহিংসাই সহিংস আক্রমণে
সর্ব্বনাশা বুভুক্ষায়
সবাইকে সাবাড় ক'রে চ'লবে,
অসৎ যা'—
অঙ্কুরেই যদি তা'র অপনোদন না কর,
যে-মুহূর্ত্তে
সে তোমার প্রস্তুতিকে অতিক্রম ক'রে

মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে,
তোমার নিরোধশক্তিও
হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে উঠবে—
একটা বিড়ম্বনার বিসর্জ্জন-গর্জ্জনে ;
সাবধান হ'য়ে চ'লো,
করণীয় যা' অচিরেই ক'রে ফেল তা',
তোমার ধীকে
ধৃষ্টতায়
ধিক্কার ধুষিত ক'রে তুলো না। ২৯০৪।
৪।৩।১৯৫১, রাত্র ৯-৫

মানুষ যখন অজানাকে জানতে চায়,
বাস্তবায়িত ক'রে পেতে চায় তা'কে
তা'র সমস্ত প্রবৃত্তির সুকেন্দ্রিক
সঙ্গত অন্বয়ী আকৃতি নিয়ে,
আগ্রহ-আতিশয্যের সক্রিয় সন্ধিৎসু সন্দীপনায়,
শ্রদ্ধোল্লসিত সহিষ্ণু সেবা-তাৎপর্য্যে,
বৈশিষ্ট্যানুক্রমী সম্বেগী ঈপ্সায়,—
সে ততই
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে,
বিবর্ত্তনী ক্রমবিকাশে তা'র শরীর ও মন
সমঞ্জসা সম্বর্দ্ধনী পরিক্রমায়
বিকশিত হ'তে থাকে তেমনি,
ঐ সুকেন্দ্রিক সম্বেগ-উদ্দীপ্ত
অচ্যুত চলনই হ'চ্ছে বিবর্ত্তনের পথ। ২৯০৫।
৫।৩।১৯৫১, সকাল ১০-৫

বয়োবৃদ্ধ গুরুজন যাঁ'রা তোমার,
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধোদ্দীপী সেবা
মানুষের অন্তঃকরণকে সশ্রদ্ধই ক'রে তোলে—
সজাগ থেকো ওতে ;

স্মরণ রেখো—
তাঁদের বহুদর্শী বিজ্ঞতা
শ্রদ্ধাশীল সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
তোমাদিগেতে সঞ্চারিত হ'য়ে
সুষ্ঠু সমাবেশে
সার্থক অন্বয়ে
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠতে পারে ;

যাঁ'রা তোমার প্রণম্য—
স্বাভাবিক সঙ্গত সৌজন্যের সহিত
তাঁদের প্রণাম ক'রো,
কুশল জিজ্ঞাসা ক'রো,
অবস্থাক্রমে সঙ্গত হ'লে
আপ্যায়িত সৌজন্যে
অন্নপান গ্রহণের অনুরোধ ক'রো
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী বিবেচনা নিয়ে,
কিন্তু অন্যায্যভাবে চাপাচাপি ক'রো না ;

যা'রা অশক্ত
তা'দের সাহায্য ক'রো,
হয়তো, হাতের লাঠিখানা, পাদুকা
বা যা'ই থাকুক না কেন
এগিয়ে দিলে,
ঝেড়ে-মুছে একটু পরিষ্কারই ক'রে দিলে—
যেখানে যেমন সমীচীন,

প্রয়োজনবোধে হয়তো ধ'রে তুললে,
সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গেলে—
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে
বলবার আগে বা চাইবার আগে,

সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে
কাউকে আসতে দেখলেই
হয়তো বসবার আসন প্রস্তুত ক'রে রাখলে,
আসা মাত্র দিলে,

প্রয়োজন যদি বোঝ—
পা ধোবার জল ও গামছা
তোমার পক্ষে সঙ্গত হ'লে
এনে দিলে,

সশ্রদ্ধ বিনয়ে তাঁ'দের সম্মুখে
তাঁ'দের অসুবিধা না হয়—
এমনতরভাবে দাঁড়িয়ে রইলে
সেবার আগ্রহ নিয়ে,

তাঁ'রা গাত্রোত্থান ক'রলে, উঠে দাঁড়িয়ো,
বসবার ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ দিলে ব'সো
বা তাঁ'রা ব'সলে
তোমার নিজের আসন গ্রহণ ক'রো,
কিন্তু তাঁ'দের থেকে উচ্চ আসনে ব'সো না;
ইত্যাদি রকম চলনার ভিতর-দিয়ে
তুমি বিনীত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হৃদয় শ্রদ্ধোচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রবে সাথে-সাথে;
যে-কোন ভদ্র
বা মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিতও

যেখানে যেমন বিহিত
তেমন করাই শ্রেয়,
ছোটদেরও স্নেহল আপ্যায়নে সম্বর্দ্ধনা ক'রো,
তাই ব'লে,
অসৌষ্ঠব বাড়াবাড়িও ক'রতে যেও না,
এই সামান্য একটু শিষ্টাচারের
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণ ও পরিচর্য্যায়
কতটুকু তৃপ্তি লাভ কর—
ক'রে দেখো ;
তুমি যদি শিষ্টাচার পালন কর
সেটা তোমার পক্ষেই ভাল—
যা'দের প্রতি কর
তা'দের কিছু এসে যাক্ বা না যাক ;
অন্তর্নিহিত গর্ব্বেপ্সু, হীনম্মন্যতা থাকলে
মানুষ এতটুকুও ক'রতে পারে না,
বিনীত হ'তে পারে না,
স্পর্দ্ধাপূর্ণ ঔদ্ধত্যকেই
তা'রা সম্মানের ভেবে নেয়,
ও যে ইতর পন্থার পাথেয়—
তা' বুঝতে পারে না তা'রা ;
যদি আত্মপ্রসাদ চাও—
তুমি কিন্তু তা' ক'রতে যেও না,
যদি অমনতর মনোভাব থাকেও—
তা' ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
হাতেকলমে অতটুকু থেকেই আরম্ভ ক'রো
তোমার জীবনচর্য্যা। ২৯০৬।
৫।৩।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

ইষ্টার্থে সংহত ক'রে তুলতে যদি না পার
মানুষকে,
তা'দের সত্তাপোষণী যদি না হও,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচার-অনুচর্য্যায়
অচ্যুতভাবে
সাবুদ ক'রে না তুলতে পার তা'দিগকে—
যোগ্যতাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে,
সহজ স্বাবলম্বী ক'রে যদি না তুলতে পার
পারস্পরিক সহযোগিতায় স্বতঃ ক'রে তুলে,
গৃহস্থালী অর্থনৈতিক সমাবেশ-সম্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে
উৎপাদন-প্রাচুর্য্যে—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
পারিবারিক সংহতি নিয়ে
সক্রিয়-ইষ্টার্থী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সংহত হ'য়ে ওঠে,—
যে-বিদ্যাই জাহির কর না কেন,
যে-মতবাদের মহড়াতেই তা'দের ফেল না কেন,
কিছুতেই তৃপ্ত করতে পারবে না তা'দিগকে—
সে ধনিকই হো'ক
মধ্যবিত্তই হো'ক
আর শ্রমিকই হো'ক;

বিদ্যা যদি
যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে—
সত্তাপোষণী স্বতঃস্ফূর্ত্ত পারস্পরিকতায়,
সক্রিয় সম্বুদ্ধ ক'রে,
উপচয়ী ক'রে প্রত্যেককে,
স্বাবলম্বী ক'রে সবাইকে,—

ধাপ্পারঙ্গিল কথায়
মানুষকে কিছুদিন বিহ্বল ক'রে রাখতে পার,
কিন্তু তা'দের বাঁচার আকূতি
একদিন এমনভাবেই গর্জ্জে উঠবে
দোর্দ্দণ্ড দ্রোহতাপ নিয়ে—
যে, তা' কিন্তু সাংঘাতিকতাকেই
আমন্ত্রণ ক'রবে পরিশেষে। ২৯০৭।

৫।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৫

পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ যিনি
তিনিই তোমার আচার্য্য হউন,
যে-অবস্থায়ই থাক, আর যা'ই-ই ঘটুক
উপচয়ী ইষ্টার্থ হ'তে
একচুলও বিচ্যুত হ'য়ো না,
তুমি যা'ই হও, আর যেমনই হও—
মনন ও অন্তর-পর্য্যালোচনা নিয়ে
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম, চালচলন
ভাবভঙ্গী সব-কিছুকেই
ইষ্টার্থে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
চ'লতে চেষ্টা ক'রো,
ভুল হ'লে আবার শুধরে নিও;
এমনি ক'রে অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
সম্বিৎসাপূর্ণ কুশলকৌশলী বোধ
ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যুৎপত্তিকে সব সময়
তীক্ষ্ণ ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
আরো হ'তে আরোতরে;

সেবাসম্বুদ্ধ প্রীতি-সন্দীপনাই
যেন স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে তোমার—
বৈশিষ্ট্যপালী যোগ্য সমাবেশ নিয়ে,
যেখানে যেমন বিহিত
সেখানে তেমনি ক'রেই,
অদ্রোহী অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের
সর্ব্বতোমুখী প্রস্তুতিপূর্ণ সমাবেশ-সহ ;
নজর রেখো—অসৎ যা',
সত্তাসংঘাতী যা'—
তা'র উদ্‌গমই যেন না হ'তে পারে,
আর, সত্তাপোষণী যা'
তা' প্রাচুর্য্য নিয়েই তোমার কাছে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
চল এমনি—
অন্যকেও চ'লতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
তোমার সাবুদ ও সায়েস্তাবান চলন যেন
অন্যকেও চ'লতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
পিছু হ'টো না একটুকুও,
আনন্দঘন হ'য়ে উঠবে
সবারই অন্তর। ২৯০৮।
৫।৩।১৯৫১, রাত্রি ৮-৩০

পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমের
জীবন ও বাণীর ভিতর দিয়ে
সত্তাপোষণী কৃষ্টি বা শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়,
আর, সেই প্রাণকেই
প্রবুদ্ধ ও ক্রিয়াবন্ত ক'রে রাখেন

সেই ইষ্টার্থপরায়ণ সংহত চরিত্র—
প্রোজ্জ্বলা বোধিসম্বুদ্ধ তাঁ'রই অনুবর্ত্তী যাঁ'রা—
সার্থক ক'রে তাঁদের জীবন সব দিক দিয়ে,
সম্বুদ্ধ, সংহতপ্রবৃত্তির
অনুচর্য্যা-প্রোজ্জ্বল পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে,
যা'র ফলে, গণমণ্ডল
সেই এক অদ্বিতীয়তে
লক্ষ্য নিবদ্ধ ক'রে এগুতে থাকে
সক্রিয়ভাবে
পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তমের অনুচর্য্যায়—
যা'র যা' সম্বল
ও বৈশিষ্ট্যানুগ উৎক্রমণী জীবনপূর্ত্তি নিয়ে,
তাঁ'তেই সার্থক হবার আগ্রহ-আকূতিতে,
তাঁ'কে উপচয়ী করবার ঈপ্সায়,
যোগ্যতাকে প্রবর্দ্ধিত ক'রে
আত্মপোষণাকে উপচিয়ে
ঐ তাঁ'তেই প্রতুল হ'য়ে উঠতে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে সুকেন্দ্রিকতা,
পারস্পরিক সাহচর্য্য,
সংহতি,
পরার্থপরতার ভিতর-দিয়ে
আত্মস্বার্থকে সলীল ক'রে তোলবার
অধিগমনী আগ্রহ,
উৎক্রমণী শান্তি
উৎকর্ষী বংশী-নিনাদে

সবারই অন্তঃকরণের ভিতর
স্বরতরঙ্গে
ছন্দায়িত সাগ্নিক সঙ্গীতে গেয়ে ওঠে—
"স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি"। ২৯০৯।
৬।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

ইষ্টার্থপর আগ্রহ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
মানুষের যখন সন্ধিৎসাপূর্ণ
অন্তর-পরিবেক্ষণী প্রবৃত্তি জেগে ওঠে,
ইষ্টানুগ সন্দীপনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
ঐ ইষ্টার্থপোষণী চরিত্রকে
অভ্যাসে প্রকৃতিগত ক'রে তুলতে—
দুঃখ, দুর্ব্বিপাক ও অবহেলার ভিতর-দিয়েও
সুখসন্দীপনায়—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে নির্ভর ক'রে,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায় নিজেকে উপচয়ী ক'রে
ঐ তাঁকে উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সার্থক হবার প্রলোভন নিয়ে,—
অনায়াসেই মানুষ তখন থেকেই
তা'র অন্তর ও বাহিরের যা'-কিছুকে
সাম্বয়ী সুবিন্যাসে সংস্থ ক'রে তুলে
উন্নতির পথে অবাধ হ'য়ে চলে,
সিদ্ধি সম্বিৎ-সঙ্গীতে
তা'র অভ্যর্থনা ক'রে থাকে। ২৯১০।
৬।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

ইষ্টার্থে অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ,
তা'র লক্ষণই হ'চ্ছে—
তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থী কর্ম্ম
নিজের সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধ
ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
ক্ষিপ্রতায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত
কতক্ষণে কেমনতরভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তুলেছ,
তা' ক'রতে পরিশ্রান্ত হওয়ার বোধ
দুঃখদ হ'য়ে উঠেছে কিনা,
আবার, তাঁ'র নির্দেশগুলি
ঐ অমনতর উৎকণ্ঠ আবেগে
তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত
ক্ষিপ্র সম্বেগে
কেমন ক'রে নিষ্পন্ন ক'রছ বা ক'রেছ;
এই দিয়েই বোঝা যাবে—
তুমি ইষ্টার্থী হ'য়ে উঠেছ
সারা অন্তঃকরণে কতখানি;
তাঁ'র নির্দেশ বা চাহিদাগুলি
যতই তোমার অন্তঃকরণে শোষিত হ'য়ে
কর্ম্মসন্দীপনা নিয়ে
নিষ্পন্নতায় মুখর হ'য়ে চ'লেছে যেমনতর—
নিনড় হ'য়ে অন্তরকে অধিকার ক'রে,—
প্রবৃত্তিগুলিকেও
তেমনি নিয়ন্ত্রণ ক'রে চ'লেছে যেমনতর—
তোমার ইষ্টার্থপরায়ণতাও তেমনতর;

প্রবৃত্তিগুলির সংঘাত-সন্দীপ্ত হ'য়ে যত চ'লবে—
এগুলিও
এলোমেলো হ'য়ে চ'লবে তেমনি,
যা' তীক্ষ্ণ তড়িৎ-সম্বেগে নিষ্পন্ন ক'রতে পারতে—
হয়তো, তা' সুদূরে কল্পনার মূর্ত্তি নিয়েই
ভেসে রইল,
প্রবৃত্তির পেছটান
আঁকড়ে ধ'রে এগুতে দেবে না ততই,
শক্তি এবং সম্বেগও
তেমনি মন্থর হ'য়ে চ'লবে;
লহমায় যদি এই ইষ্টার্থপরায়ণ ভাবকে
অন্তরে নিবদ্ধ ক'রে ফেলতে পার,
শোষিত ক'রে ফেলতে পার,
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে, দীপন সম্বেগে
বিহিত জলুস বিকিরণ ক'রতে-ক'রতেই
চ'লবে তা'—
এটা ঠিক বুঝো,
তোমার জীবনও
জয়ন্তী-তিলক ললাটে এঁকে
এগুতে থাকবে। ২৯১১ ।
৬।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

যা'দের বান্ধবতা, মৈত্রীভাব বা আত্মীয়তা
তোমার ত্রুটি, অপচয়, দোষ বা অপরাধ
কিংবা কথাবার্ত্তা,
আচার-ব্যবহারের খাঁকতি
প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত

দেখিয়ে দিতে পারে না,
বা নিয়ন্ত্রণ-মন্ত্রণায় নিবুদ্ধ প্রেরণা দিয়ে
তদ্বিষয়ক সৌষ্ঠব-কর্ম্মে
নিয়োজিত ক'রে তুলতে পারে না,
অথচ পর-উপেক্ষী স্বার্থগৃধ্নুতার ইন্ধন জুগিয়ে
তোমাকে স্বার্থগৃধ্নু সঙ্কীর্ণ করে তোলে,
যেই হো'ক না কেন তা'রা—
তা'রা তোমার বান্ধব নয়ই,
তোমাকে ক্ষোভান্বিত করা, বঞ্চিত করার
অনুচর ছাড়া আর কিছুই নয় ;
বিবেচনা ক'রো—
সাবধান থেকো তা'দের হ'তে। ২৯১২।
৭।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৫

যা'রা গা ঢাকা দিয়ে
অন্যায় বা অপরাধ ক'রতে অভ্যস্ত,—
তা'রা সন্ধিৎসাপূর্ণ তীক্ষ্ণ তৎপরতা নিয়ে
উপযুক্ত প্রমাণ-সহ
অন্যের অপরাধকে নির্দ্দেশ করে না বা ধরে না,
আর, ঐ প্রবৃত্তিও কমই তা'দের,
স্বস্তি-সম্বুদ্ধ নিরাকরণবুদ্ধিও কম,
কারণ, তা'দের অন্তরের অন্তঃস্থলে
ঐ জাতীয় সমর্থনই নিহিত থাকে—
একটা ভালমানুষী ঔদাসীন্যের অভিব্যক্তি নিয়ে ;
তোমার অন্তরতমদের ভিতরও
এমনতর লক্ষণ দেখলে
নজর রেখো সেখানে,

আর সাবধান হ'য়ো ;
আবার, এ-ও মনে রেখো,—
যা'তে যে অন্তরাসী,
সজাগ ও সক্রিয়ও সে তা'তে—
বোধি, বিবেচনা ও দক্ষতা-মাফিক তৎপরতা নিয়ে। ২৯১৩।
৭।৩।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

মানুষ যতই শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে
অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
সর্ব্বতোমুখীন তৎস্বার্থপ্রাণতায়,—
তা'র প্রবৃত্তিগুলিও তেমনি সার্থক সমাবেশে
অন্বিত হ'য়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অমনতরই বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে,
ব্যক্তিত্বও তেমনি
স্ফুরয়মাণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে
জমাট বেঁধে ওঠে
ওই মেকদারের সংহত-প্রবৃত্তি হ'য়ে ;
ইষ্টার্থপরায়ণতার তাৎপর্য্যই ওখানে। ২৯১৪।
৭।৩।১৯৫১, বেলা ১০-৫০

বৈশিষ্ট্যপালী ব্রাহ্মী-প্রবর্ত্তনা যেখানে—
গণসংবর্দ্ধনা-প্রেরণা-প্রদীপী যা'—
তা' যদি বিপ্লবও আনে,
আর, সেই বিপ্লবের সংঘর্ষে
বৈশিষ্ট্যধ্বংসী প্রবৃত্তিপ্ররোচিত
স্বার্থগৃধ্নু বিদ্রোহেরও সৃষ্টি হয়,
আর, সেই বিদ্রোহ যদি

এমন সাংঘাতিকও হ'য়ে ওঠে
যা'তে লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী,—
ঐ বিপ্লব-প্রবর্ত্তক যিনি
এমনতর স্থলে দণ্ডার্হ না হ'য়ে
পূজার্হ হওয়াই সাত্ত্বিকী,
কারণ, ঐ প্রবর্ত্তনা হত্যামূলক নয়,
বৈশিষ্ট্যপালী, জীবনীয়, বর্দ্ধনীয়,
বরং তা'র বিরুদ্ধ যা' তাই-ই হত্যামূলক,
আরও, বৈশিষ্ট্য ও সত্তাঘাতী-অসৎ-নিরোধী
অভিযান নিয়ে
যা'রা চলে— তা'রাও দণ্ডার্হ নয়,
তাই, "হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।" ২৯১৫।
৭।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

আরাধ্য বা ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
সম্বেগ-সন্দীপনা নিয়ে,
তা'র উপচয়ী নিষ্পাদনে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা যেই পেয়ে ব'সল তোমাকে
সম্বিৎসাপূর্ণ কুশলকৌশলী
বোধ ও বিবেচনার প্রবর্ত্তনায়,
তদনুপাতিক আত্মনিয়ন্ত্রণী সম্বেদনার উন্মাদনায়,—
তখন থেকেই প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সংহতি নিয়ে
ভরা বুকে
বিরহের ফাঁকা উদ্দীপ্তিতে
তুমি আরো হ'তে আরোতের উৎসর্জ্জনায়
চ'লতে সুরু ক'রলে

অনন্তের উদীয়মান আগ্রহে,
মানুষ হ'তে পরাপর যা'—
তোমাতে প্রাজ্ঞ সমবায়ে
বিশ্ববিকিরণী বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
ঐ আরাধ্যেই জমাট হ'য়ে উঠতে লাগল—
সার্থকতার স্মিত-উদ্দীপনায়
বিরহের অবিরল অশ্রুধারায়
আরো হ'তে আরোতরে—
পূর্ত্তি ও প্রাপ্তির আহ্বানী আবেগে,
নন্দনার উপঢৌকন
অমৃত হস্তে
তোমাকে অনুসরণ ক'রে চ'লতে লাগল। ২৯১৬।
৭।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

সাত্ত্বিক সম্ভাব্যতায় লোলুপ না হ'য়ে
অসম্ভাব্যতার আমন্ত্রণ যা'রা গ্রহণ ক'রে চলে,
তা'রা মূঢ় বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক। ২৯১৭।
৭।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৫০

যা'রা অন্যের স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতে পারে না—
প্রাপ্তিও তা'দের অবহেলা করে। ২৯১৮।
৭।৩।১৯৫১, রাত্র ১১-৩০

১। যিনি শ্রেয় তোমার কাছে—
তিনিই যেন তোমার প্রেয় বা প্রিয় হন,
সব প্রবৃত্তিগুলিকে

ঐ শ্রেয়ার্থসন্দীপী ক'রে রেখো—
মননে, বাক্যে এবং কর্ম্মে,
তৎসমর্থনী ও প্রতিষ্ঠাপ্রবণ ক'রে,
অন্যায্যকে আবরণ ক'রে—
নিরসন ক'রে তা'কে ;

২। তাঁ'র কাছে প্রত্যাশা কিছু রেখো না,
যা' পাও তৃপ্ত থেকো তা'তেই ;

৩। তাঁ'র স্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সেবানুচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
তদনুবর্ত্তী হ'য়ে চ'লো—
পরিবার ও পরিজনের
শ্রদ্ধোদ্দীপী মিলনতীর্থ হ'য়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে ;

৪। সর্ব্বতোভাবে
তোমাকে তাঁ'র উপভোগ্য ক'রে তোল,
আর, অমনি উপভোগ্য হ'য়ে
তাঁ'কে উপভোগ কর ;
এই চতুরঙ্গ প্রকৃতি
যেখানে যত সলীল ও সরল—
আপ্তবোধও সেখানে তত প্রবল। ২৯১৯।

৭।৩।১৯৫১, রাত্র ১১-৪৫

জীবন প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে
প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
ওরই যৌগিক-সংক্রমণে হয়

তা'র উদ্‌গম,
আবার, ওতে হয় সে
বিবর্ত্তন-বিবৃদ্ধ। ২৯২০।
৮।৩।১৯৫১, বেলা ১১টা

আজ অসম্ভব ব'লে যা' ভাবছ
সহজ মানবিক বুদ্ধিতে,—
তা'ও কিন্তু সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে
বৈধী চলনে,
ছেড়ো না তা'কে,
আঁকড়ে ধ'রে থাক,
সন্ধিৎসু চক্ষুতে কুশলকৌশলী বিবেচনায়
দক্ষ কর্ম্মতৎপরতা নিয়ে
তা'কে রূপায়িত ক'রতে চেষ্টা কর,
পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
যত পার অনুপ্রাণিত ক'রে
এই উদ্দেশ্যে সংহত ও কর্ম্মতৎপর ক'রে তোল,
তোমার পরিধির বাইরে যা'রা থাকে
তা'দের মনেও
তদনুকূল চিন্তাকে দীপ্ত ক'রে তোল;
—এই লাগোয়া চেষ্টা
তোমাকে একদিন সফলকাম ক'রে তুলবেই,
চাই—
উদ্দেশ্য-অনুধ্যায়ী চলন-বলন-কর্ম্ম—
সঙ্গতিপূর্ণ সমাবেশ নিয়ে। ২৯২১।
৮।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ—
তোমার যোগ্যতা কতখানি,
তোমার শ্রমজাত উৎপাদনই বা কেমনতর,
কী সময়ে, কেমনতরভাবে,
কী রকম উৎপাদন
তোমার যোগ্যতার পক্ষে সম্ভবপর,
তা'র জন্য অনায়াসে তুমি তোমাকে
কী মূল্য দিতে পার—
যে-মূল্য দিয়ে তোমার বজায়ী চলনা
ব্যাহত হ'য়ে না ওঠে,—
তা'ই কিন্তু তোমার যোগ্যতার
শ্রম-উৎপাদনী মূল্য,
তুমিও অন্যের কাছে তাই-ই
আশা ক'রতে পার,
মূল্যস্বরূপ যে-মুহূর্ত্তেই
ঐ উচিত অর্থাৎ সমবায়ী পাওনা হ'তে
বেশী নিয়ে ফেললে—
সেই মুহূর্ত্তেই তা'র বজায়ী সত্তাকে
শোষণ ক'রলে কিন্তু ;
আবার, এও মনে রেখো,
ঐ শোষণের প্রতিক্রিয়া
অনতিবিলম্বে তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু ;
তাই, তোমার যোগ্যতাকে
এমনতর সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল
যা'র ফলে, অন্যের সত্তাকে শোষণ না ক'রেও
সংঘাত না ক'রেও
বিপন্ন না ক'রেও

তুমি প্রতুলভাবে পেতে পার,
আর, সেই-ই তোমার প্রকৃত প্রাপ্তি,
তা'তে তুমিও বাঁচবে, অন্যেও বাঁচবে,
সম্বৃদ্ধির পথে চ'লবে সবাই;
তোমার যোগ্যতার শ্রম-উৎপাদন
যদি তোমাকে স্বচ্ছল ক'রে না তুলতে পারে—
নিজেকে বজায় রাখতে
বরং অন্যের সাহায্য নিও,
তথাপি
ফাঁকি দেওয়ার শোষকপ্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়ে
ভেজালে ভুলিয়ে
অসৎভাবে কা'রও হ'তে কিছু নিতে যেও না,
জাহান্নমের পথে নিজেও যেও না,
অন্যকেও যেতে দিও না—
তোমাদের বাঁচা জ্বালী-সম্বেগে
জলুস বিকিরণ ক'রে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে,
ভাব, খতিয়ে দেখ—
কী চাও। ২৯২২।
৮।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-১৩

মানুষকে দাও
যা' সঙ্গতিতে কুলায়,
যোগ্যতাকে বাড়াও,
শ্রমকাতর না হয়ে শ্রমলিপ্সু হও,
স্বাস্থ্যকে সুস্থি-সন্দীপী ক'রে রেখে

মিতি-চলনে চল ;
এমনি ক'রেই অর্জ্জনে উচ্ছল হ'য়ে ওঠ। ২৯২৩।
৯।৩।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

যা'ই কর আর তা'ই কর,
আমি জ্বালী-সম্বেগ নিয়ে
তোমাদিগকে বলছি—
জনগণকে বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী নিয়ন্ত্রণে
সুজনন-প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,
এমনতর সংস্কারে সংস্কৃত ক'রে তোল
যা'তে ওগুলি তা'দের অন্তরে প্রথা হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে
ঐ সংস্কৃতি এমনতর
সুপ্রোথিত হ'য়ে ওঠে তা'দের সত্তায়
যা'তে স্বতঃ-উদ্দীপনায়
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
বিবাহকে সুজনন-সঙ্গত না ক'রেই পারে না ;
ঠিক জেনো—
তৎসঞ্জাত সুফলই
বাঁচাবে তোমার ধর্ম্ম,
বাঁচাবে তোমার কৃষ্টি,
বাঁচাবে তোমার বৈশিষ্ট্য,
বাঁচাবে তোমার জাতি,
বাড়াবে যোগ্যতা,
বাড়াবে শ্রম,
বাড়াবে উৎপাদন—
আদর্শপরায়ণ ক'রে—

একটা বিবর্ত্তনী অভ্যুদয়ী ক্রমবিবর্দ্ধনে ;
নয়তো, সবই কিন্তু জাহান্নমের পথে,
ঐ জাহান্নমের অট্টহাসি
তোমাদিগকে ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রবেই,
ছাড়বে না । ২৯২৪ ।
৯।৩।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

বৈশিষ্ট্যহন্তা যে-বিদ্যা বা জ্ঞান
তা' কিন্তু কুবিদ্যা বা কুজ্ঞান,
আবার, বৈশিষ্ট্যপালী, সুসঙ্গত,
সত্তাপোষণী যে-বিদ্যা বা জ্ঞান
তাই-ই কিন্তু সুবিদ্যা বা সুজ্ঞান ;
তাই শেখ, জান, আর বৈশিষ্ট্যপালী
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী যা'
তা'কেই গ্রহণ কর,
সম্বৃদ্ধও হও তা'তেই,
আর, বৈশিষ্ট্য ও সত্তাবিলোপী যা'
তা'কে নিরোধ ও নিরাকরণ কর,
কারণ, তা' বোধিকে বিপর্য্যয়ে বিক্ষিপ্ত
ও ব্যক্তিত্বকে অসংহত, বিকট, বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে ;
ঐ বিজ্ঞতা জীবন-জলুসে
পুরস্কৃত ক'রবে যেমন তোমাকে
তেমনি অপরকেও । ২৯২৫ ।
১০।৩।১৯৫১, বেলা ১০-২০

যা'রা সক্রিয়ভাবে
ঈশ্বরের সমর্থনে নয়কো,
পূরয়মাণ প্রেরিত বা ইষ্ট-পুরুষোত্তমের

সমর্থনে নয়কো,
এমন-কি, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ যা'রা,
তা'রাও কিন্তু তাঁ'রই বিরুদ্ধে ;
কারণ, সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ
সুকেন্দ্রিকতাকে ব্যাহত ক'রে
ঐ অসমর্থক ও নিরপেক্ষদেরও যেমন
বিবর্ত্তন-বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
ওদেরই ঐ চরিত্রের সংক্রমণে
গণপরিবেশও তেমনি
বিবর্ত্তন-বিচ্যুত হ'য়ে উঠতে থাকে। ২৯২৬।
১০।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী যা'—
বাক্য-ব্যবহার-আচার-নিয়ম
যা'ই হো'ক না কেন—
তা' যদি অন্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সত্তাকে ক্ষয় ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষেও
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী নয়কো,
তোমার পক্ষেও তা' ক্ষয়িষ্ণু,
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনী নয়কো,
কারণ, তোমার বৈশিষ্ট্য পরিপালিত হয়
পরিবেশেরই বৈশিষ্ট্যপালী সংক্রমণা হ'তে,
আর, সত্তাও পুষ্টিলাভ করে
পরিবেশ থেকে পোষণ আহরণ ক'রে ;
তাই, তোমার আচার-ব্যবহার
যা'ই হো'ক না কেন—

তোমার পক্ষে বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়েও
যদি তা' অপরের বৈশিষ্ট্যকে হনন করে,
সত্তাকে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তোলে,
তোমার ঐ পালন ও পোষণ
যে অচিরেই বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ। ২৯২৭।
১০।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৫০

তুমি কোন ব্যাপারকে
কেমনতর নিয়মন ক'রলে,
সেই নিয়মনে
তুমি কোন্ সমাধানে উপনীত হ'লে,
ঐ সমাধান তা'কে উদ্দেশ্যানুপাতিক
সংহত ক'রে, সমাবেশ ক'রে,
সক্রিয় সমর্থনে
মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ
উপচয়ী হ'য়ে উঠল কতখানি
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়—
তোমার কুশলকৌশলী নিষ্পাদন-তাৎপর্য্যে,—
তা'ই দেখেই বুঝতে পারা যাবে
তোমার বোধিতাৎপর্য্য কুশলকৌশলী হ'য়ে
কী দক্ষতা নিয়ে
তোমাতে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে;
এই কুশলকর্ম্মা দক্ষতাই হ'চ্ছে
তোমার বিজ্ঞব্যক্তিত্বের
স্বতঃ-উদ্দীপ্ত অভিজ্ঞান। ২৯২৮।
১০।৩।১৯৫১, রাত্র ১২-৪৫

ভাবালু অনুভূতি
কখনই চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'র বিন্যাস এনে দিতে পারে না,
কিন্তু বোধিবিদ্ধ অনুভব
চরিত্রে সুসঙ্গত হ'য়ে
তা'র নিয়মন করেই কি করে
ঐ সুসঙ্গত অভিব্যক্তি নিয়ে ;
তাই, সক্রিয় কর্ম্মতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তোমার অনুভবগুলি বোধিবিদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
চরিত্রে তা' স্বতঃই স্ফুরিত হ'য়ে উঠবে। ২৯২৯।
১১।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

যা'রা গুরুজনের শাসনে
দুঃখিত বা ম্রিয়মাণ না হ'য়ে
পরিশুদ্ধি-তৎপর হ'য়ে ওঠে
শঙ্কিত সন্ধিৎসা নিয়ে,—
ঐ শ্রেয়ার্থপরায়ণ সন্তান বা শিষ্য
শীঘ্রই উন্নত-সংস্থিতি লাভ করে। ২৯৩০।
১১।৩।১৯৫১, বেলা ১২টা

যাঁ'কে শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হও,
যাঁ'র স্নেহল সঙ্গ
তোমাকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলে,
তাঁ'র তোষামোদ বা তোষণ-ব্যবহারেই
তৃপ্ত থাকতে চেও না,
অন্যের বিপরীত কথায় আস্থা ক'রে

নিজেকে বঞ্চিত ক'রতে যেও না—
সন্দেহ ক'রো না তাঁ'কে,
বরং মনে প্রশ্ন এলে
তাঁ'র সহিত আলোচনা, কথাবার্ত্তায়
জিজ্ঞাসা ক'রে
নিজে যা'তে স্বস্থ থাকতে পার তা'ই কর,
তাঁ'র আদরে, সোহাগে
বা ভালবাসার প্রত্যাশাতেই
নিবদ্ধ থেকো না শুধু,
শাসন, ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সংস্থ রেখে চ'লো—
এবং তা'তেও সুখী থেকো,
তাঁ'র সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ব্যাপার বা কথাবার্ত্তা
যদি অন্যে তোমার কাছে ব্যক্ত করে,
তা'তে আস্থা রেখো না—
বরং মোকাবিলায় মীমাংসা ক'রে নিও ;
যাঁ'কে শ্রদ্ধা কর, ভালই বাস—
তাঁ'র বিরুদ্ধতা-উদ্দীপী কোন ব্যাপারই
যদি তোমার কাছে বিশ্বাসার্হ হ'য়ে দাঁড়ায়,
তা' তোমার ঐ সশ্রদ্ধ আকুতিরই অবমাননা
—এটা নির্ঘাতই বুঝে নিও,
আর, তাঁ'র ক্ষতিজনক যা'-কিছু
যখন যেখানেই দেখ না কেন
যেখানে যেমন ক'রে নিরোধ করা উচিত—
তা' ক'রো,
নয়তো, ঐ শ্রদ্ধা তোমার পাতিত্য লাভ ক'রবে ;
শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করে,

আর, যে যা'তে যেমন সশ্রদ্ধ—
ঐ অভিদীপ্তিতে তা'র চারিত্রিক স্ফুরণও
তেমনি হ'য়ে থাকে,
কারণ, যেখানে শ্রদ্ধা অন্তরাসের সহিত
বোধও সেখানে তদনুপাতিক,
কর্ম্মপ্রেরণাও তেমনি ;
আবার, তুমি যদি তোমার শ্রেয়তে
শ্রেয়ার্থসন্দীপী স্বার্থান্বিত না হ'য়ে ওঠ
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, কর্ম্মে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়—
অন্তরাসী আনতি নিয়ে,—
তুমিও তোমার পরিবেশে
অমনতর অধিষ্ঠান লাভ ক'রতে পারবে না,
তোমাতেও শ্রদ্ধাসঙ্গত হ'য়ে উঠবে লোকে
কমই ;
বুঝে চ'লো,
বেতালে পা ফেলো না—
সুখী হবে। ২৯৩১।
১২।৩।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

যখন যা' ভাল লাগে,
তা'ই করাই যে ভাল, তা' নয়কো,
তোমার ভাল-লাগাটা সব সময়ই
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হওয়া চাই,
সত্তাপোষণী হওয়া চাই,
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হওয়া চাই—
তবেই তা' ভাল ;

প্রলোভন-প্ররোচিত ভাললাগা
এবং তদানুপাতিক কর্ম্ম করা—
অনেক সময় মুখ্যতঃই হো'ক
আর গৌণতঃই হো'ক—
জীবনকে বিপদ ও ব্যতিক্রমেই
পরিচালিত ক'রে থাকে,
ভাললাগা তোমার যেমনই হো'ক না কেন—
ক'রতে হ'লে খতিয়ে দেখেই ক'রো। ২৯৩২।

১৩।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

প্রবৃত্তিপরভেদী শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতাই হ'চ্ছে
মুক্তির সুগম সোপান—
ভক্তির পরম আশ্রয়। ২৯৩৩।

১৩।৩।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

সুজননই যদি প্রত্যাশা কর—
বিবাহকে
বৈশিষ্ট্যপালী সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
সতীত্বকে
স্বর্গীয়-মর্য্যাদাসম্পন্ন ক'রে তোল—
পূজার্হ কর তা'কে। ২৯৩৪।

১৩।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২০

যে-আধ্যাত্মিকতা
আধিভৌতিকতাকে অবজ্ঞা ক'রে চলে—
উন্নতিপন্থী ক'রে তুলতে পারে না

যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে—সামগ্রিকভাবে,—
তা' অসমঞ্জসা, ব্যতিক্রান্ত। ২৯৩৫।
১৪।৩।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

যে-ব্যবস্থাতেই ব্যবস্থ হ'য়ে চল না কেন—
তা' বৈধীই হো'ক
আর ব্যতিক্রমীই হো'ক—
তোমার মস্তিষ্কলেখায়
তা' কিন্তু অবস্থানই ক'রবে
জীয়ন্ত অনুপ্রেরণায়—স্মৃতিচর্য্যা নিয়ে—
অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত
যতদিন তুমি জীবিত আছ
এবং তোমার শরীর ও মনকে
তদনুপাতিক অনুপ্রেরিত ক'রতে থাকবে
সুযোগ ও সুবিধা-মত
তা' সুশৃঙ্খলভাবেই হো'ক
আর বিশৃঙ্খলাতেই হো'ক,
আজীবন তোমার
তা'র তাঁবেদারী ক'রতেই হবে
যেন-তেন-প্রকারে—
যতদিন-না তুমি শ্রেয়ার্থে অন্তরাসী হ'য়ে
তৎস্বার্থ-পরায়ণতায়
তোমার ভালমন্দ যা'-কিছুকে
সার্থক সক্রিয়তায়
নিয়ন্ত্রণনিবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারছ
সুষ্ঠু সার্থক পর্য্যায়ে,
তা'র তাৎপর্য্য এই—

তোমার সু-ই থাক্ আর কু-ই থাক্
তা' ইষ্টার্থনিবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যা'-কিছু ব্যতিক্রমের সুসমাবেশে
শুভপ্রসূই হ'য়ে উঠবে—
এ কিন্তু সব ব্যাপারেই ;
যেমন, কোন বিধবা রমণী বা ব্যভিচারিণী
কোন শ্রেয়-পুরুষে নিবাহ-নিবদ্ধতায়
তৎসার্থকতায় স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
তাঁ'কে উপচয়ী করবার জন্য
নিজের জীবনের যা'-কিছুকে
যদি নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে,
সে ঐ ব্যতিক্রমেও
শুভ-জীবনের অধিকারিণী হ'তে পারে ;
তাই ব'লে, ঐ ব্যতিক্রম কিন্তু ব্যতিক্রমই
যদিও তা' মন্দের ভাল। ২৯৩৬।

১৪।৩।১৯৫১, রাত্র ৯টা।

ইষ্টপরিচর্য্যায়, দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে
শ্রেয়ার্থপরায়ণা, সুকেন্দ্রিক সাধ্বী যা'রা
বৈশিষ্ট্যানুগ বিহিত শিষ্টতায়
তা'রাই শ্রেয় ও সহজ অধিকারিণী,
কারণ, ঐ শ্রেয়সন্দীপী একানুবর্ত্তিতা
তা'দের জীবনকে
শরীর, মন ও প্রবৃত্তির সমভিব্যাহারে
সুসঙ্গত ক'রে

বিহিত আচারে
সাধারণতঃই
সহজভাবে বিন্যস্ত ক'রে তুলে থাকে ;
দ্বিতীয়তঃ, ব্যভিচারবিক্ষুব্ধ না হ'য়েও
শ্রেয়ার্থপরায়ণা নিবাহনিবদ্ধ যা'রা
বাহ্যতঃ অনেকাংশে
ঐ সমস্ত ব্যাপারে সাহায্যকারিণী হ'তে পারে ;
আবার, যা'রা ব্যভিচারবাহুল্যে
জীবন পরিচালিত ক'রেও
অবশেষে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত-পরিচর্য্যায়
সুনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থপরায়ণা হ'য়ে
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে,
তা'রা ঐ ইষ্টপরিচর্য্যা, দেব ও পিতৃ-কার্য্যে
সহজ অধিকারিণী না হ'লেও
শ্রেয়ার্থসন্দীপী গণ-অনুচর্য্যায়
সহজভাবে সাধু মর্য্যাদাতে অবস্থান করে ;
কিন্তু অশ্রেয় বা নিকৃষ্ট-পুরুষে পাতিব্রত্যসম্পন্ন
বা ব্যভিচারবহুল যদি কেউ হয়—
তা'রা ঐ অমনতর অশ্রেয়-পরিচর্য্যায়
নিজেরা অসৎ-নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
অশুভ-আমন্ত্রণীই হ'য়ে থাকে—
যতদিন ঐ প্রবৃত্তি
তা'দের নিয়ামক হ'য়ে চ'লতে থাকে,
সেইজন্য তা'রা
দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও গণসেবায়
অশুভদায়িনী। ২৯৩৭।

১৪।৩।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
যোগ্যতার অবদান উপভোগ কর,
ভিক্ষুকের তৃপ্তিই বা কোথায়?
সুখই বা কোথায়? ২৯৩৮।
১৫।৩।১৯৫১, সকাল ৭টা

তুমি কোন অন্যায় না করা সত্ত্বেও
যদি কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করে
এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান
যদি তুমিই কর
অদ্রোহী অসৎনিরোধী নীতিকে অতিক্রম ক'রে,—
পরিবেশ
তা'র প্রাকৃতিক সমবেদনা নিয়ে
ঐ অন্যায়ের প্রতিবিধানে এগুবে কিন্তু কমই,
ঈশ্বরের প্র-স্বস্তি-প্রেরণা তোমা হ'তে
নিবৃত্তই র'বে প্রায়শঃ। ২৯৩৯।
১৬।৩।১৯৫১, সকাল ৭টা

কা'রও কথার চটকে ঠ'কো না,
ভ্রান্ত ধারণায় অভিভূত হ'য়ো না,
কথা ও কাজের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ইষ্টানুগ উপচয়ী চলন
যা'র যেমন অচ্ছেদ্য ও অচ্যুত
ইষ্টপ্রাণতাও তা'র তেমনি;
মোদ্দা কথায়,
ইষ্টপ্রাণতার মুখ্য লক্ষণই এই। ২৯৪০।
১৬।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-২৬

যে-নারী
শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে
বিবাহিতা হ'য়ে স্বামী-সত্তাপোষিণী,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিতা, অনুচর্য্যাপরায়ণা,
প্রবৃত্তিপ্রত্যাশা-নিপীড়িতা না হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীলতায়
তৎ-প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনে
স্বতঃ-সন্ধিৎসার সহিত
কুশলকৌশলী ইষ্টানুগ অনুচর্য্যায়
বিহিত নিয়ন্ত্রণী সামঞ্জস্যে
মিতি-চলনে চ'লে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
ঐ স্বামীরই উৎকর্ষে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন
অচ্যুত সম্বেগে—
পরিবার ও পরিবেশকে সুসংহত ক'রে
ঐ উপচয়ী উৎকর্ষী উদ্বর্দ্ধনায়—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মকুশল পরিচর্য্যায়
চিত্তবিনোদিত ক'রে সবারই—
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে, শ্রদ্ধার্হ চলনে,—
তিনি বা তাঁ'রাই পতিব্রতা;
ঐ ব্রতপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
যাঁ'রা সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সংহত ক'রে
অন্বিত সামঞ্জস্যে
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুচলনে
নিজেকে স্বামীর অস্তিত্বের সহিত
একত্ব-অনুবেশী ক'রে তুলেছেন,—

তাঁ'রাই সাধ্বী, তাঁ'রাই সতী,
তাঁ'রাই সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
জ্যোতিষ্কস্বরূপা,
স্বর্গের সুষমা-ঝঙ্কৃত আলোকরশ্মি তাঁ'রা,
দুনিয়ার নন্দনা-নিকেতন তাঁ'রা,
পরাক্রম-অধ্যুষিত
সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী তাঁ'রা,
তাঁ'রা যেই হোন আর যিনিই হোন—
সবারই নমস্যা। ২৯৪১।
১৬।৩।১৯৫১, রাত্রি ৯টা

কা'রও প্রতি কোন ক্ষোভ,
কা'রও ব্যবহারের দুষ্ট সংঘাত
অপমান, অমর্য্যাদা
তোমাকে যদি তা'র প্রতি
বিরুদ্ধ, বিক্ষোভিত
বা ঘৃণার্হ দ্রোহ-আলম্বিত ক'রে রাখে—
তা'র নিরসন ও নিরাকরণে
তুমি যদি অসমর্থই হ'য়ে থাক,
ঐ ক্ষোভপ্রসূত অলীক ধারণার অনুবর্ত্তনায়
তুমি যদি নানাপ্রকার দুরপনেয়
দ্রোহচিন্তাফলক সৃষ্টি ক'রেই চ'লতে থাক—
দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা
ও স্বভাব-অনুপাতিক বুঝ নিয়ে
তা'কে পরিশুদ্ধ না ক'রে,—
দেখবে, কোন্‌দিন কোন্ ফাঁকে
কোন্ বিপর্য্যয়ের হাতে প'ড়ে

কোন্ বিড়ম্বনাতেই যে তুমি নিপীড়িত হবে
তা' কিন্তু কিছুই বলা যায় না,
কোথাও অমনতর কিছু হ'লে
অতিসত্বরই নিরাকরণ ক'রে ফেলো তা'কে—
একটা অনুকম্পী হিতী আগ্রহের সৃষ্টি ক'রে,—
অনেক রেহাই পাবে। ২৯৪২।
১৬।৩।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

বিনীত হও—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে বিক্রয় না ক'রে
কৃপাভিক্ষু তোষামোদে। ২৯৪৩।
১৭।৩।১৯৫১, সকাল ৬-৫০

উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তা'ই তোমার জীবিকা হো'ক—
যোগ্যতা প্রবৃদ্ধিপর হ'য়ে চ'লবে,
ইষ্টার্থাপহারী হ'তে যেও না,
তা' কিন্তু প্রবৃত্তি-প্রত্যাশাপীড়িত বিক্ষোভ এনে
নারকীয় ক'রে তুলবে তোমাকে। ২৯৪৪।
১৭।৩।১৯৫১, সকাল ৭টা

অসৎনিরোধী হও,
কিন্তু দ্রোহ পোষণ ক'রে চ'লো না,
মনগড়া অলীক ধারণাভিভূতি
তোমাকে বিড়ম্বিত ও প্রবঞ্চিত ক'রে তুলবে—
আপসোসেও তা' আর মিটবে না। ২৯৪৫।
১৭।৩।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

তোমার ব্যবহারে রুষ্ট যিনি,
বিনয়ী প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত
তাঁ'র দিকে অগ্রসর হও—
সুনিয়ামক হ'য়ে—
কুশলকৌশলী সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে,
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও অনুকম্পী আবেগের সহিত
তাঁ'কে প্রশমিত কর—
অন্তরে প্রস্বস্তি এনে দিয়ে,
তাই ব'লে, অসৎ বা অশ্রেয়-সমর্থনী হ'য়ো না,
ক্ষোভকে
বিক্ষোভ দ্বারা প্রশমিত করা যায় না,
রুষ্টকে
ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রশমিত করা যায় না,
ঐ বিনয়ী আবেগ-পরিচর্য্যায়—
তোমার অবস্থায় তাঁ'কে অনুকম্পী ক'রে
প্রস্বস্তি-প্রণোদনাকে উপভোগ কর—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
জীয়ন্ত অনুবেদনায়
তৃপ্তই ক'রে তুলবে তোমাকে। ২৯৪৬।
১৭।৩।১৯৫১, সকাল ৯টা

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
কিন্তু অযথা সব বিষয়েই
তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রে
সব সময় পরিচালিত হ'তে যেও না,
তা'তে তোমার বোধি

অনুশীলন ও অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে
ক্ষুণ্ণই হ'তে থাকবে ;
ইষ্টার্থকে অনুধাবন কর,
বোঝ, কি ক'রে তা'কে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারা যায়,
তদনুপাতিকই চ'লতে থাক—তপ-যজনায়,
যেখানে ঠেকে যাচ্ছ—
ইষ্টার্থী ধ্যান-পরিপ্রেক্ষায়
মন্ত্রণাকুশল বিচারবেক্ষণে
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চেষ্টা কর,
তা'তেও যদি না পার—
শুভ-পরিপ্রশ্নে, সম্যক আলোচনায়
বুঝে নিয়ে
বোধিবৃত্তির দ্বারা
কর্ম্মের সুপরিচালনায়
বাস্তবে সুসম্পন্ন ক'রে তোল তা'কে,
আর, সার্থকতায় এগিয়ে চল
ক্রমপদবিক্ষেপে
এমনি ক'রে। ২৯৪৭ ।

১৭।৩।১৯৫১, সকাল ৯-১০

প্রীতির পরম লক্ষণই হ'চ্ছে—
প্রত্যাশারহিত সুসন্ধিৎসু
প্রিয়প্রীণন-পরিচর্য্যায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তা—
উপচয়ী, উদ্যোগী, উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ-সন্দীপনা নিয়ে,
আর, ঐ-ই উপভোগ। ২৯৪৮ ।

১৭।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

তোমার শ্রদ্ধার্হ ও স্নেহাস্পদ যা'রা
বা সৌহার্দ্দ্য-প্রত্যাশী যা'রা—
তোমার উদ্ধত ব্যবহারে
ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণই যদি হ'য়ে থাকেন,—
বিহিত বিনীত পরিচর্য্যায়
তোমার দোষ-দুর্ব্বলতাকে স্বীকার কর,
প্রস্বস্তি এনে দাও তা'দের অন্তরে,
তোমার সন্দেহ-সঙ্কুল হীনম্মন্য অহং
চোখের জলে নিঃসৃত হ'য়ে বেরিয়ে যাক,
তা'দের নন্দিত ক'রে নন্দিত হও,
প্রস্বস্তি স্বস্তিবাচী হ'য়ে
শুভমস্তু ব'লে
শান্তি-সেচন করুক। ২৯৪৯।
১৭।৩।১৯৫১, দুপুর ১টা

বিবাহে বিচ্ছেদ-প্রথা যেখানে যত প্রকট,—
ব্যভিচারও সেখানে তেমনি বিকট,
সুজননও তেমনি সঙ্কীর্ণ,
গণও তেমনি শীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন। ২৯৫০।
১৮।৩।১৯৫১, সকাল ৭-২৯

দ্বেষ্যা, দুষ্টভাষিণী বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর
সংসর্গ পরিত্যাগ করাই সমীচীন,
কারণ, ওতে
পুরুষের আয়ুর অপলাপ ঘটায়,
যোগ্যতা ও কর্ম্মতৎপরতাও
শ্লথ ও নির্জ্জীব হ'য়ে ওঠে,

বিভ্রান্তি, স্মৃতিভ্রংশ, ক্লীবত্ব ও হীনবীর্য্যতায়
জীবন শ্রীহারা হ'য়ে ওঠে ;
তাই ব'লে, কিন্তু বর্জ্জন করাও উচিত নয়,
স্ত্রী-বর্জ্জন ব্যভিচারেরই আমন্ত্রক—
যা'র ফলে, গণ
সঙ্কীর্ণ, শীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে ওঠে। ২৯৫১।
১৮।৩।১৯৫১, সকাল ৯-২০

পরিত্যক্তা স্ত্রী নিঃসন্তানা হ'য়ে থাকে—
তা'ও বরং ভাল,
কিন্তু পুনর্ব্বিবাহের দ্বারা
জনন-সম্পদকে শীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করা
কিছুতেই উচিত নয়,
কারণ, ঐ সঙ্কীর্ণ জনন-প্রাদুর্ভাবই
জনগণকে সঙ্কট-সঙ্কুল ক'রে তোলে,
আর, জৈবী-সংহতির শ্লথ-সংগঠন হেতু
শারীরিক ও মানসিক অপচয়ী ক্রমপদক্ষেপে
তা'রা
অব্যবস্থ এবং রোগনমনীয় হ'য়ে ওঠে। ২৯৫২।
১৮।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৩৫

প্রবৃত্তি যা'র ঘৃণ্য—
মানসিকতাও তা'র জঘন্য। ২৯৫৩।
১৮।৩।১৯৫১, বিকাল ৫-১০

সাধু হও, কিন্তু ক্লীব হ'তে যেও না,
সংহতিশীল সৎপরাক্রমী হও—

ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় সহযোগী অনুকম্পা নিয়ে
একসূত্রসঙ্গতিতে। ২৯৫৪।
১৯।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৩৭

নিয়ামক-বৃত্তি যা'র অসৎ—
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রত্যাশাপীড়িতও সে তত,
আবার, নিয়ামক-বৃত্তি যেখানে সৎ ও শুভ—
প্রীণন-প্রবৃত্তিও সেখানে প্রখর। ২৯৫৫।
১৯।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

হে পুণ্য! পরাক্রান্ত! পরাৎপর!
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড বরেণ্য!
এক! অদ্বিতীয়!
তোমারই বিনিষ্কাশিত কিরণবীচি
তাপন প্রতিক্রিয়ায়
অযুত জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি ক'রেছে,
বৈধী মিতি-চলনে চ'লেছে তা'রা
তোমারই প্রাণদ গতিপথে
বোধি-বিজৃম্ভী বিস্পষ্ট পরাক্রমে
সৃজন-সম্বেগে—
দৃপ্ত জীবনের অদম্য আবেগে,—
নভোমণ্ডলে সজ্জিত স্থালীর স্থল-সর্জ্জনে
দ্যৌ ও পৃথিবীর জীবন-দীপালি সজ্জিত ক'রে
নাদ-নিক্কণে—
অভ্যুদয়ী, আরুদ্র পরিক্রমায়;—
তোমাতেই আমার অযুত নমস্কার!
আমাদের সত্তা ঐ পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,

দুর্নিবার দুর্দ্দান্ত তপস্যায়
আমাদের সত্তা তোমারই গতিপথে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলুক ;
অমৃত-আহরণী আকূতি-সম্বেগে
তোমার বীচি-বিকিরণ
প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য-পরিক্রমায় উদ্ভিন্ন হ'য়েও
সুসংহতির সংহিতিতে
যেমন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণায়
অচ্ছেদ্য সহযোগ-সংহত হ'য়ে চ'লেছে
সত্তা-সংরক্ষণী সার্থক সম্বেদনায়,—
আমাদিগেতেও ঐ সংহতি
তেমনি জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক যেমন
তা'র পারিবেশিক ঘনায়মান তমসাকে
উৎসন্ন ক'রে চ'লেছে—
তোমার ঐ জীবন-আশিস
আমাদিগেতেও তেমনি
অসৎকে উৎসন্ন ক'রে চলুক ;
তোমাতে কেন্দ্রায়িত আকূতি
আমাদিগকে সংহত ক'রে তুলুক,
শক্তিমান ক'রে তুলুক,
স্বস্তিমান ক'রে তুলুক,
তপোমান তূর্ণ প্রস্তুতিতে
অসৎনিরোধী পরাক্রমে
উচ্ছল ক'রে তুলুক তেমনি ;
আমাদের চিন্তা, আমাদের কর্ম্ম,

আমাদের কৃতিত্ব
পারস্পরিক সানুকম্পী সহযোগিতার সহিত
পরার্থপরতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সাত্ত্বিক স্বার্থকে আহরণ করুক ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-হৃদয়ের সুতপা সম্বর্দ্ধনা
তোমাতেই সর্ব্বতোভাবে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
অন্তঃকরণের অচিন্ত্য মর্ম্ম হ'তে
সমস্বরী গীতি-গতিতে
আসুক শক্তি, আসুক স্বস্তি, আসুক শান্তি ;
বর ও অভয়-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলা আবেগে
সবারই অন্তঃকরণে
ফুটে উঠুক তৃপ্তি,
আসুক অমরতা,
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
স্মৃতিবাহী চেতনার দ্যুতিদ্যোতনা—
স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!! ২৯৫৬।
১৯।৭।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
আগেই অর্থসমস্যা বা ব্যয়ের মহড়ায়
যেই প'ড়ে গেলে,
বুঝে নিও—
মুখ্যতঃই হো'ক আর গৌণতঃই হো'ক,
তা' পণ্ডপ্রকৃতি নিয়ে
অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে—

হয়রাণি, আপসোস ও অকৃতকার্য্যতার উপঢৌকনে ;
মনে কর, তোমার হাতে কিছু নেই
কিন্তু ক'রতে হবে সবই তোমাকে—
যা'ই সম্বল থাক তা'র উপর দাঁড়িয়ে
ক্ষিপ্র অথচ মিত ব্যুৎপত্তি নিয়ে,
যা' ক'রতে হবে
তা'র সমস্ত উপকরণই
সংগ্রহ ক'রতে হবে তোমাকে
সংহত ক'রে বাস্তবরূপে ;
কাজই যদি ক'রতে চাও,
আর, ঐ করবার উদ্দেশ্যের আবেগ-উৎকণ্ঠাই
যদি পেয়ে ব'সে থাকে তোমাকে,
তা' ক'রতে
যেখানে যেমন বা যা' করার প্রয়োজন
তাই-ই ক'রতে হবে
একটা ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আন্তরিক উৎক্রমণী অভিযানী আনন্দে
ধনবল, জনবল ও বিশেষজ্ঞ-কর্ম্মী-সমবায়ে,—
অদম্য উদ্বর্দ্ধনী আগ্রহ নিয়ে
সম্বোধি ও সৌজন্যের প্রীতি-আমন্ত্রণে
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে—
তবেই তো সার্থক হবে,
কৃতিত্ব তোমাকে আত্মপ্রসাদী উপঢৌকনে
নন্দিত ক'রে তুলবে,
সমৃদ্ধিও সলীল সৌজন্যে
সাদর সম্ভাষণ জানাবে তোমাকে। ২৯৫৭।
২০।৩।১৯৫১, সকাল ৯টা

যে তোমাকে কেবলই
তোষামোদ বা তোয়াজ ক'রে চলে—
তা' সক্রিয় অনুচর্য্যাতেই হো'ক
বা মৌখিকভাবেই হো'ক—
সে কিন্তু তোমার মিত্র নাও হ'তে পারে—
যদিও উপভোগ্য সে-সঙ্গ,
তা'র অন্তরালে প্রত্যাশাপীড়িত
আত্মম্ভরী প্রবৃত্তি থাকাও সম্ভব;
কিন্তু যে প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
কী কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে,
কার্য্যতঃ সক্রিয়ভাবে তদনুকূল নিয়ন্ত্রণে
তোমাকে ও সপরিবেশ পরিস্থিতিকে
তদর্থী নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে
তোমারই যশ-উপভোগ-লিপ্সায়
মমতাদীপ্ত আগ্রহ-অনুশীলনে
অচ্যুত ও অনিবার্য্য হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,—
মিত্রত্ব কিন্তু সেখানেই,
উপচয়ী সে তোমার—বুঝে চ'লো। ২৯৫৮।
২০।৩।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

উপচয়বিহীন বা ন্যূন উপচয়ী
অথচ খরচবহুল কর্ম্মতৎপরতার অন্তরালে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ফাঁকিবাজীই
উঁকি মেরে থাকে প্রায়শঃ। ২৯৫৯।
২০।৩।১৯৫১, দুপুর ১২-৩২

যে-সম্প্রদায়ে, যে-সমাজে, যে-জনপদে
বারবিলাসিনী, ভ্রষ্টা, ব্যভিচারিণী,
অশ্রেয়পরায়ণা যত কম
সে-জনপদের সংস্থিতি ততই স্বস্তিসম্পন্ন,
পরন্তু ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা জনপদে
ইষ্টার্থশ্রেয়সেবিনী, স্বামীর সত্তাপোষিণী
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিতা,
অনুরক্তা অনুচর্য্যাপরায়ণা,
পরিবার ও পরিজনের শ্রদ্ধাসন্দীপী,
সহযোগ-সংহতির তীর্থস্বরূপা
সাধ্বী রমণী যত বেশী—
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
অভিজাত সম্বর্দ্ধনাও সেখানে তত বেশী। ২৯৬০।
২০।৩।১৯৫১, বিকাল ৫-৫

যেখানে যা'ই কর না,
আর, যাই-ই ক'রতে হো'ক না তোমার—
পূর্ব্বাপর চিন্তা ক'রে
নিজের এবং অপরের সুযোগ-সুবিধায়
নজর রেখে
সুসঙ্গত গোছাল ক'রেই
তা'র বিন্যাস ক'রো,
দেখো, তোমার সুবিধা সাধারণতঃ
অন্যের অসুবিধার সৃষ্টি না করে
বা অসুবিধার সৃষ্টি ক'রলেও
সম্ভবতঃ যত কম হয়—তা' দেখো
যা'তে লোকে তা' সহজেই সহ্য ক'রতে পারে,

আর, এমনতর ক'রে প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
প্রস্তুতি ও সুরাহার ব্যবস্থা সুগম রেখো ;
এই নজর নিয়ে চ'ললে
লোকেও তোমা হ'তে বিক্ষুব্ধ হবে কম,
সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক বোধি-বিন্যাসও
গজিয়ে উঠবে ক্রমশঃ
একটা সুগম তাৎপর্য্য নিয়ে ;
ছোটখাট্ট ব্যাপারেও যদি
এমনতর নজর ও ব্যবস্থা নিয়ে চল—
তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে উঠবে অনেকের কাছেই ;
মানুষ শ্রেয়ার্থ-অনুরাগে স্বতঃ-দায়িত্বশীল
যতই হ'য়ে ওঠে
সজাগ সন্ধিৎসার সহিত,—
তা'র খুঁটিনাটি ব্যাপারও
বিন্যাস লাভ করে তেমনি। ২৯৬১।
২০।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

বৈশিষ্ট্যবান স্থিতির
বিশিষ্ট আবর্ত্তনী আপেক্ষিক চলন হ'তেই
কাল নিরূপিত হ'য়ে থাকে—
গতির তারতম্যানুপাতিক। ২৯৬২।
২১।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

মানুষ যখনই
শ্রেয় বা প্রেয়-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে,
তৎস্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সেই অনুচর্য্যায়ই

ক্লেশসুখপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠে—
তখনই সে অন্তরাসী আগ্রহ-উন্মাদনায়
তাঁ'রই সম্বৃদ্ধি ও সম্পোষণা-সংক্ষুধ হ'য়ে চলে,
তাঁ'র জীবন, তাঁ'র যশ, তাঁ'র বৃদ্ধিই
হ'য়ে থাকে তা'র উপভোগ্য—
কামনার বিষয়;
পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
অসৎ-নিরোধী অদ্রোহ-অনুচর্য্যায় সংহত ক'রে
তাঁ'রই শক্তি, সমৃদ্ধি ও শ্রীকে
উৎকর্ষে উদ্‌গতিশীল ক'রতে
আত্মত্যাগ নিয়ে যেখানে যা' করার প্রয়োজন
অবাধ্যভাবে তা' ক'রেই চলে সে,
আর, ঐ করার কৃতিত্ব
যখন ঐ শ্রেয় বা প্রেয়কে
গৌরবান্বিত ক'রে তোলে—
কামনা তা'র তাই-ই উপভোগ করে,
সেই নেশায়ই চলে সে ;
মানুষ দশের জন্য, দশের স্বার্থে
আত্মনিয়োগ ক'রতে পারে না সাধারণতঃ—
প্রীতি বা গর্ব্বেপ্সার প্রেরণা ছাড়া ;
কিন্তু হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা চলে
স্বার্থসংক্ষুধ প্রেরণা নিয়ে—
লুব্ধ আত্মম্ভরিতা নিয়ে,
তৎপূরণই তা'র পরিমিতি,
আর, প্রীতি চলে শ্রেয়ার্থী উদ্‌গতি নিয়ে
শুভ-বিন্যাসে

পরার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে
উচ্ছল চলনে ;
তাই, কোন শ্রেয় বা প্রেয়ের জন্য
সারা দুনিয়াটাকে
সংহত ক'রে তোলার প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'তে দ্বিধা বোধ করে না সে—
তা'র ক্ষমতায় যা' পারুক
আর নাই পারুক,
আর, ঐ রকম হ'লেই
তা'র হৃদয় আর ফাঁকা থাকতে পারে না,
ফাঁকা থাকেও না ;
তাঁ'রই জয়শ্রীভিক্ষু হ'য়ে সে
ঐ শ্রেয় ও প্রেয়ের পক্ষে উপচয়ী যা'
তা' ক'রতে দ্বিধাবোধ করে কমই—
নিজের বজায়ী অভিযানকে ব্যাহত না ক'রে
ঐ উপভোগ-লালসায়,
তা'র অন্তঃকরণ
জনবিহ্বল অন্তরে গাইতে থাকে—
"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম"। ২৯৬৩।
২১।৩।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

ইষ্ট বা সদ্‌গুরুর বেলায়ই হো'ক
কিংবা কোন খ্যাতনামা মহানের বেলায়ই হো'ক
বা শ্রেয় গুরুজনের বেলায়ই হো'ক—
যদি কেউ বলে, তাঁ'রা বা তাঁ'দের কেউ

তা'কে খুব ভালবাসেন বা বাসতেন,
এমন-কি, তা'কে না হ'লেই
তাঁ'র বা তাঁ'দের চ'লত না,
এমনতর কথাই বলে দেয়—
সে তাঁ'কে বা তাঁ'দিগকে
ভালবাসত কিনা সন্দেহ ;
কিন্তু যা'রা স্বতঃই ব'লে থাকে
বিনীত সক্রিয় কৃতজ্ঞতা সহকারে—
আমি তাঁ'দিগকে বা তাঁ'দের কাউকে ভালবাসি,
তাঁ'দের না হ'লেই আমার চলে না,—
এমনতর কথায় বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে
সে ঐ মহানদের প্রীতি বা ভালবাসার
প্রত্যাশা রাখুক বা না রাখুক,
কিন্তু সে তাঁ'কে বা তাঁ'দিগকে
সর্ব্বতোভাবে না হ'লেও
প্রীতির ছিটেফোঁটা নিয়েও
ভালবেসে থাকে
বিনীত, সশ্রদ্ধ ও সক্রিয়ভাবে—
অসূয়াহীন হ'য়ে—
সন্ধিক্ষু সেবানুচর্য্যার এক-আধটুকু নিয়েও,
তা'তে এই বোঝা যাবে—
ঐ মহানদের মহত্ত্ব তা'র ভিতরেও
কিছু-না-কিছু আছেই,
আর, উল্টোতে মনে হবে—
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সু, আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া
আর কিছুই নেই ;

কোন মহতের ভালবাসাই কাউকে
মহত্ত্বে উন্নীত ক'রতে পারে না,
কিন্তু মহানের প্রতি সক্রিয় প্রীতি
ও তদনুচর্য্যী সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যা
ঐ মহত্ত্বের কিছু-না-কিছু
অধিকারী ক'রেই তোলে;
তাই, মহত্ত্বে উদ্বর্দ্ধিত হ'তেই যদি চাও—
মহানের প্রতি
সশ্রদ্ধ, সক্রিয় সেবানুচর্য্যার সহিত
সানুকম্পী বিনীত পরিবেষণে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তোলবার ধান্ধা
তোমাকে পেয়ে বসুক,—
মহত্ত্বে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে;
শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত করাই
কৃপার অধিকারী ক'রে তোলে,
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। ২৯৬৪।
২১।৩।১৯৫১, রাত্র ১০টা

প্রতিলোমের মত চরম ব্যভিচার
আর আছে কিনা সন্দেহ,
কারণ, তা' পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা। ২৯৬৫।
২১।৩।১৯৫১, রাত্র ১১-২৮

কোনও ভ্রষ্টা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে
তা'র বিবাহিত পতি যদি গ্রহণ না করে,

আর, সে যদি বৈধী কোনও শ্রেয়-পুরুষে
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে চায়,
ঐ বিবাহিত পতির অনুমতিক্রমেই
তা' হ'তে পারে,
কারণ, একবার বিবাহিত হ'লে
ঐ স্ত্রীতে তা'র স্বামিত্ব বিকৃত হ'লেও
খারিজ হয় না—
যদিও ঐ নিবাহ-নিবন্ধ
কুৎসিত ও অপ্রশংসনীয়। ২৯৬৬।
২১।৩।১৯৫১, রাত্র ১১-৩০

ইষ্টার্থপ্রাণতা আছে
অথচ পারস্পরিক সহযোগিতা নাই—
তা'র মানেই
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত, দ্রোহদীপ্ত স্বার্থপ্রেরণাই
সেখানে বসবাস ক'রছে;
সে-হৃদয় ইষ্টপূজারী নয়কো,
গর্ব্বেপ্সারই পূজারী। ২৯৬৭।
২২।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-২৫

ইষ্টার্থপ্রাণতা যেখানে
প্রত্যাশাপীড়িত, স্বার্থসন্ধিৎসু—
সন্ধিৎসাও সেখানে আত্মম্ভরি,
অসতর্কতা, অবজ্ঞা ও অবহেলা হ'য়ে ওঠে
ইষ্টার্থের পূজারী,
কামুক চাহিদাই তার প্রীতি-সঙ্গীত,

ক্লেশসুখপ্রিয়তাও হাস্যাস্পদ সেখানে,
তাই, দুর্বিবপাকই সেখানে দয়ার অবদান। ২৯৬৮।
২২।৩।১৯৫১, রাত্রি ৭-৫০

কুটনীতি মানেই হ'চ্ছে—
বাঁকা পথে, দক্ষ কৌশলে উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করা,
বাজিমাৎ করা। ২৯৬৯।
২২।৩।১৯৫১, রাত্রি ১০-১৫

সুজননে দেশকে যদি সমৃদ্ধই ক'রতে চাও
প্রতিলোম-ব্যভিচারের অবলোপ কর—
যা' জনিকে জীয়ন্ত বিকৃতিতে
বিকল ও ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,
ঐ সর্ব্বনাশা ডাইনী প্ররোচনা হ'তে
মুক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
যেমন ক'রে তা' সম্ভব হয়। ২৯৭০।
২২।৩।১৯৫১, রাত্রি ১০-১৮

যে-নীতিই প্রণয়ন কর না কেন—
তা' যদি
বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাসংরক্ষণী না হ'য়ে
একসূত্রসঙ্গত হয়,
তা' কিন্তু তথাকথিত একসূত্রসঙ্গত
ক্ষয়ঙ্কর গোঁজামিল মাত্র। ২৯৭১।
২৩।৩।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

ব্যাপার-অনুধাবনী বিবেচনা-জরিপে
কুশল তাৎপর্য্য নিয়ে
যে-বুদ্ধি পরিচালিত না হয়,
তা' কিন্তু প্রায়শঃ বিকৃতাঙ্গই। ২৯৭২।
২৩।৩।১৯৫১, সকাল ৯-১০

স্বার্থসন্ধিৎসু, দোষদৃষ্টিসম্পন্ন,
অবিজ্ঞ, অবিবেচক, আত্মম্ভরী,
দ্রোহবুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা,
আত্মসমীক্ষায় উদাসীন হ'য়ে
পরছিদ্রান্বেষী যা'রা,—
লোকজনের সাথে বসবাস করা
তা'দের সুকঠিনই হ'য়ে ওঠে,
কারণ, অনুকম্পা ও অনুচর্য্যাহারা তা'রা,
পরার্থপরতাবিমুখ তা'রা—
গর্ব্বেপ্সা-পূরণী প্রয়োজন ছাড়া;
দূরে থেকে সাময়িকভাবে
লোকের সাথে মেশামিশিই
তা'দের পক্ষে শ্রেয়,
কারণ, ঐ প্রবৃত্তিসম্পন্নদের সহবাস
পছন্দ ক'রতে চায় না কেউ,
আর, লোকসঙ্গ তা'দের পক্ষে
আক্রোশ ও অবসাদ-উদ্দীপীই হ'য়ে থাকে—
নিয়ত সংসর্গে
আপনার জন ব'লে তা'দের
কেউ থাকে না। ২৯৭৩।
২৩।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-৩৫।

পারগতার অভিমানে
কোন-কিছুকে নস্যাৎ ক'রে দিও না,
আবার, না-পারার অবশতায়
দূরেও স'রে থেকো না,
যদি পারতে চাও—
সঙ্কিৎসাপূর্ণ অনুবেক্ষণী সঙ্গত সমাবেশ নিয়ে
অচ্যুত সক্রিয় সম্বেগের সহিত
বিহিত পর্য্যালোচনায়
ক্রমান্বয়ী চলনে চ'লতে থাক—
নিষ্পন্নতার উচ্ছল কৃতিত্বকে অর্জ্জন ক'রতে,
পারবে, ঘাবড়িও না। ২৯৭৪।
২৬।৩।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

যে-জীবনে তুমি স্বার্থান্বিত নও,
অন্তরাসী নও,
এমন-কি, অনুকম্পী অনুচারী নও,
তা'র প্রতি প্রত্যাশাপীড়িত অভিমান নিয়ে চলা—
অবিবেকী ব্যঙ্গ মানসিকতা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ২৯৭৫।
২৬।৩।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

শুধু কর্ত্তব্যবোধ মানুষকে
প্রেরণাপ্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
অন্তরকে আগ্রহান্বিত ক'রে
বলীয়ানও ক'রে তুলতে পারে না,—
যদি প্রীতি না থাকে,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে না ওঠে,

অনুকম্পী ও উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে
কেউ কা'রও প্রতি—
সক্রিয় পারস্পরিকতায়—
শ্রেয়-সন্দীপনায় ;
তাই, যদি কাউকে তুমি
তোমার পৃষ্ঠপোষক ক'রে তুলতে চাও,
সমর্থক ক'রে তুলতে চাও,
তোমার উপচয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চাও,—
যা'তে সে তোমার উপভোগ্য হ'য়ে
তোমাকে উপভোগ ক'রতে পারে—
এমনতর ক'রে তুলতে চাও,—
তাহ'লে তুমি তা'তে প্রীতিপ্রদীপ্ত হও
প্রসন্নতায় প্রসাদপুষ্ট ক'রে,
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
তা'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায়
সক্রিয় অনুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনার আরতি হ'য়ে ওঠ তুমি তা'র
শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
তবে তো সে তোমার যশতপা হ'য়ে উঠবে,
স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার
দীপক দায়িত্ব নিয়ে
স্বেচ্ছ ক্লেশসুখপ্রিয়তার সহিত
তোমার জন্য যা' করণীয়
ক'রতে অবাধ হ'য়ে চ'লতে চাইবে সে,
কারণ, মানুষ যা' পায় না—
অথচ চাহিদা আছে—
তা' যেখানে পায়

সেখানেই সে আনত হ'য়ে ওঠে,
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
নয়তো, কা'রও জন্য ক'রবেও না কিছু
কা'রো হবেও না আপন,
ভাঁওতায় চাহিদা সিদ্ধ ক'রতে চাইবে—
তাহ'লে মানুষের অন্তর্নিহিত জীবন-দেবতা
ক্ষুন্নই হ'য়ে রইবেন—
তা' তোমাতেও,
তাই বলি, চাও তো কর ;
আর, এটাও ঠিক জেনো—
ঐ করাটা যদি পারস্পরিক না হয়
সামর্থ্য ও সঙ্গতি-অনুপাতিক—
সহৃদয়তা নিয়ে—
এমন-কি, তা'রই দেওয়া যা'—
তা'র ভিতর-দিয়েই
একতরফা একজনই যদি ক'রে চলে—
অসৎ-নিরোধী না হ'য়ে,
শ্রেয়প্রতিষ্ঠ না হ'য়ে,
আর একজন শুধু তা'র সুযোগ গ্রহণ করে—
সে কিন্তু ধীরে-ধীরে
অপ্রীতিকর শোষক-প্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
অবাঞ্ছিত হ'য়ে উঠবে সে । ২৯৭৬ ।

২৬।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

ভঙ্গী-দুষ্ট সৎকথাও
অন্তর্নিহিত ঘৃণা বা বিরক্তির পরিচায়ক । ২৯৭৭ ।

২৬।৩।১৯৫১, রাত্র ৭-৫৫

ব্যঙ্গ-ভঙ্গিম উদ্বোধনী বাক্
অন্তরস্থ উল্লাসেরই অভিজ্ঞান। ২৯৭৮।
২৬৷৩৷১৯৫১, রাত্রি ৮টা

অনুরাগ যত উচ্ছল,
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক,
সন্ধিৎসা যত অনুবেক্ষণী,
সুসঙ্গত বিবেচনাসম্বুদ্ধ,
কর্ম্ম যত নিষ্পাদন-সম্বেগী,—
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি পরাক্রান্ত, বিশ্বস্ত। ২৯৭৯।
২৭৷৩৷১৯৫১, সকাল ৭-৪৩

অন্যকে বিষাক্ত করবার মনোবৃত্তি
যা'দের যত ক্রূর ও কুটিল,
নিজে বিষাক্ত হওয়ার সন্দেহও তা'দের
তত শঙ্কাসঙ্কুল, হতভম্ব,
কমই নিরাকরণ-নিবুদ্ধ। ২৯৮০।
২৭৷৩৷১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

মানুষকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার
ক্রীড়নক ক'রতে যেও না,
তোমার স্বার্থসম্পাদনের আহুতি ক'রে
তা'কে বাগাতে যেও না,
ফলে, পরিণাম কিন্তু
মর্ম্মন্তুদই হ'য়ে উঠতে পারে,
বরং তা'কে ইষ্টার্থে প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,

স্বতঃ-প্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
সত্তাপোষণী ধর্ম্মে, তদনুগ কৃষ্টিতে
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, সেবানুচর্য্যায়
সক্রিয় চালচলনে
ঐ ইষ্টার্থ-প্রবোধনাই যেন
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে তা'র,
সে যেন
তা'র পরিবেশের সহযোগী হ'য়ে ওঠে,
আর, সহযোগিতায় পরিবেশও যেন
পারস্পরিকভাবে সম্বর্দ্ধন-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
তা'তে বরং তুমি অঢেলভাবে
লোকসমর্থন পেতে পার,
লোকের অন্তরে তোমার প্রতিষ্ঠাও
স্থিতি লাভ ক'রবে অমনি ক'রে,
আর, ওতে তুমি কা'রও শোষক না হ'য়েও
স্বার্থবান হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ স্বার্থ অন্যকেও স্বার্থবান ক'রে তুলবে,
তুমিও লাভবান হবে
অন্যেও হবে তেমনি ;
উৎকর্ষী উপচয়ী উন্নতির
এই-ই কিন্তু সোজা পথ,
স্বার্থসিদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠারও
ঐ কিন্তু নির্ঘাত নিরাপদ পন্থা। ২৯৮১।
২৭।৩।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

তোমার কৃষ্টি বা সংস্কৃতি
অন্যের কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে

যেন অবজ্ঞা না করে,
বরং সশ্রদ্ধ সম্বোধির সহিত
একটা সুসঙ্গত অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ঐ কৃষ্টির তাৎপর্য্যকে উদ্ঘাটন ক'রে
সার্থকতায় পূরণ ক'রে তোলে—
সেই কৃষ্টির কেন্দ্রপুরুষের
জীবনচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসু সমীক্ষায়,
অবজ্ঞাত যা' জ্ঞাত ক'রে তা'কে,
অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যে এনে,
খাঁকতিকে পূরণে পরিস্রুত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্দ্ধনী যা'
তা' দিয়ে ও নিয়ে ;—
তোমার কৃষ্টি যেন তা'ই-ই ক'রে,
তবেই তো তা' মহান। ২৯৮২।
২৭।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

গণ-অন্তঃকরণ

সামাজিক সংহতি-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
এই কথাই ব'লে থাকে—
তোমরা অন্যকে
যে-সকল সুযোগ ও সুবিধা দিতে পার,
আমরাও অবস্থামাফিক তা'ই-ই দেব—
যদি তা'
সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যপালী গণসম্বর্দ্ধনী হয় ;
আর, প্রকৃতিও ঐ কথা বলে—

তুমি চ'লবে যেমন, ক'রবে যেমন,
পাবেও তেমন। ২৯৮৩।
২৮।৩।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

প্রয়োজনক্লিষ্ট যা'রা—
তা'রা চাইবেই তোমার কাছে,
যোগাড়হীন, যোগ্যতাহীন যা'রা—
বাঁচার প্রয়োজন পূরণ ক'রে
তা'রাও কিন্তু বাঁচতে চায়
তোমারই যোগ্যতার সাহায্যে,
তাই, তোমার যোগ্যতা বা সঙ্গতি
তা'র জন্য যা' ক'রতে পারে
তা' ক'রতে যেন ত্রুটি না করে,
সাময়িকভাবে
তোমার কিছু সঙ্গতি না থাকলেও
ভরসায় উৎসাহান্বিত ক'রে
বজায়ী চলনাকে সলীল রেখে
অন্ততঃ উদ্বুদ্ধ ক'রে দিয়োই,
ওর সুফল ঘুরে-ফিরে একদিন
তোমাকেও বিবর্দ্ধনে বিবৃদ্ধ ক'রতে
সাহায্য ক'রবে। ২৯৮৪।
২৯।৩।১৯৫১, সকাল ৬-৫৫

যা'রা বিশ্বাসনিবুদ্ধ হ'তে পারে না
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
বিশ্বস্তও হ'তে পারে না তা'রা,
পূরয়মাণ বেত্তা আচার্য্য-সঙ্গই করুক—

সদ্‌গুরু-সঙ্গই করুক—
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুরাগ-উচ্ছল নয়কো তা'রা,
তা'দের অনুরাগ প্রায়শঃই
মান, বড়াই, আত্মম্ভরিতা-অনুস্যূত থেকে
ঐশ্বর্য্যলোলুপ, স্বার্থসংক্ষুধ
পূতিগন্ধী প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
আহত অভিমানে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রান্ত হ'য়েই চলে ;
তা'দের ঐ প্রবৃত্তি-রঞ্জিত অনুরাগ
এমনতরই ক্ষুধার সৃষ্টি ক'রে থাকে
যা'তে অন্তঃসারশূন্য ক'রেই ফেলে তা'দিগকে—
য়তক্ষণ-না সব চাহিদাকে ছাপিয়ে
ইষ্টার্থরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে তা'দের অন্তঃকরণ ;
যত বিজ্ঞতাই থাক্
কর্ম্মতৎপরতা যেমনই হো'ক—
সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সুকেন্দ্রিকতায় সেগুলির অর্থ
কিছুতেই নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে না—
খুঁটোয় বাঁধা গরুর মতন ;
সব গাছেরই সার হয় না—
এমন-কি, সারীগাছের সংসর্গে থাকলেও
যদি না তা' সংহিত হ'তে পারে ;
তাই, কৃতিত্বই যদি চাও,
সার্থকতাই যদি চাও,
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
প্রত্যেকটি কর্ম্মের তাৎপর্য্যকে
সুসঙ্গত ক'রে তাঁ'তে,

পাবেও অনেক—
সার্থকও হবে। ২৯৮৫।
২৯।৩।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত—
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে,
যা'র অন্তরাস তোমাকে অন্তরাসী ক'রে তুলেছে,
যা'র সুখ তোমাকে উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
যা'র দুঃখে তুমি উৎকণ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
অভাবে অবসন্ন হও,
যা'র সম্বর্দ্ধনী, উপচয়ী প্রচেষ্টা
ক্লেশকর হ'লেও
সুখপ্রদ এবং প্রীতিপ্রদ তোমার,
তুমি স্বতঃই তা'তে সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
যা'র প্রাপ্তি তোমাকে পূর্ণ ক'রে তোলে,
এক-কথায়, যা'র সত্তাই তোমার সত্তার সম্পদ,—
স্বভাবসিদ্ধ সে তোমার আপ্ত,
এমন-কি, তা'র ভৎর্সনা বা পীড়নেও
না থাকে তোমার অভিমান,
না থাকে অহঙ্কার,
না থাকে অপমান,
আর, তা'র অভ্যুদয়ী প্রচেষ্টা
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়কে অতিক্রম ক'রে চ'লে থাকে,
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রতে
ঐ আপ্ত যে তা'কে—
স্বার্থক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে—
প্ররোচিত না হ'য়ে তা'তে,

আত্মত্যাগে উপচয়ী ক'রে তুলতে তা'কে,
তাই, তা'র অর্থ ও সম্পদ প্রাকৃতিকভাবেই
তোমাতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
সহজ পারস্পরিকতায়,
কারণ, সে তোমার আপনার,
সে তোমার আত্মীয়। ২৯৮৬।
২৯।৩।১৯৫১, রাত্র ৮-৫৫

পরিচিতই হো'ক আর অপরিচিতই হো'ক
তোমার আওতায় এলে,
অপরিচিতকে স্মিতসৌজন্যে
পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রো,
বুঝতে চেষ্টা ক'রো তা'কে,
সাধ্যমত অনুচর্য্যায় তা'কে স্নিগ্ধ ক'রে তুলো,
ফুল্ল ক'রে তুলো
বাক্যে, ব্যবহারে ও আচরণে;
পরিচিতকে
আপ্তসৌজন্যে নন্দিত ক'রে তুলো,
সাধ্যমত বিহিত যা' করণীয় তা'র প্রতি
তা' ক'রো,
নজর রেখো, অবজ্ঞাত না হয় সে;
এতটুকু করাকেও যদি তাচ্ছিল্য কর—
উপঢৌকনও মিলবে তাচ্ছিল্যই,
নিরাপত্তাও নিথর হ'য়ে রইবে,
এর ফাঁকে
বিপাকও এগিয়ে আসতে পারে;
তাই, যা'ই কর না কেন—

সাবধানতা ও সতর্কতাকে বিসর্জ্জন ক'রো না—
অসৎ যা'-কিছুকে
যথা-সৌজন্যে নিরোধ ক'রে,
আপদের সর্পিল নিঃশ্বাস থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ২৯৮৭।
২৯|৩|১৯৫১, রাত্র ১০-৩০

যে-কোন নারী
বিবাহিতাই হো'ক আর অবিবাহিতাই হো'ক—
পঞ্চবর্হিসমন্বিত দ্বিজাধিকরণভুক্ত হ'য়ে
যে-কোন দ্বিজাধিকরণান্তরের আওতায়ই
আসুক না কেন,
বিবাহিতা হ'লে
কুলশীল ও বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্যে শ্রেয়
সেই স্বামীর স্বামিত্ব
ঐ স্ত্রীতে খারিজ হয় না,
আর, অবিবাহিতা হ'লে তা'র কৃষ্টি-উদ্ভূত
জৈবী-সংস্থিতির স্বতঃ-উদ্‌গতি
যে-দ্বিজাধিকরণের ভিত্তিতে উদ্ভূত হ'য়েছে
তা'রও ব্যতিক্রম কিছু হয় না—
তা', যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও,
অবশ্য কুল-সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পোষণী
বৈধী সবর্ণ বা অনুলোমক্রমিক
পঞ্চবর্হি-প্রপূরণী দ্বিজাধিকরণে
শ্রেয়োৎকর্ষী পরিণয়-নিবন্ধ ছাড়া;
ঈশ্বরের ঈশিত্ব যেমন অবিভাজ্য,—
তাঁ'র নীতিও তেমনি অবিভাজ্য,

প্রাচীন বা শাশ্বত দাঁড়াই
ঐ ভিত্তির পরিমাপক,
ঐ নীতির ব্যতিক্রম যেখানে
তা' কিন্তু বৈধী নয়। ২৯৮৮।
৩০|৩|১৯৫১, সকাল ১০-৩০

প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
যে স্ত্রীরা
স্বামী-অনুবর্ত্তিনী হ'তে পারে না,
স্বামী-স্বার্থী হ'তে পারে না,
সহজ প্রাকৃতিকভাবে
স্বামী ও স্বামীর যা'—তৎসেবানুচর্য্যায়
উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল,
দুর্ব্বিনীতভাবে সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে ভেঙ্গে
অযথা পুরুষ-সংসর্গে
অসমঞ্জস অভিরুচি যা'দের—
স্বামীর দ্বারা পীড়িত না হ'য়েও,
প্রায়শঃই তা'রা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই
ব্যভিচারদুষ্টা,
তা'দের মস্তিষ্কস্থিত কামকেন্দ্রই
অব্যবস্থ,, প্রবৃত্তিপরাভূত,
পিতা, ভ্রাতা বা তদনুরূপ কা'রও প্রতি
অনুকম্পার অজুহাতেই
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত আত্মম্ভরিতা নিয়ে
ওজস্বিনী বা বিনীত সাধু সঙ্কল্পের
খোলস প'রে

নিজেকে বহুপুরুষ-ব্যাপৃতা রাখতে চায়,
—এমনতর লক্ষণই ইঙ্গিত করে
ঐ অন্তর্নিহিত কামকেন্দ্রের
অব্যবস্থ ও অসংহত বিকৃতি,
সুকেন্দ্রিক সেবাসংক্ষুধ জৈবী-সংস্থিতিই
বিপর্য্যস্ত সেখানে—
দ্রোহ-বিজৃম্ভী তৎপরতায় ;
তাই, কামাচারে পুরুষ-স্পর্শ লাভ ক'রেছে
এমনতর মেয়ে বিবাহ করা ঠিক নয়—
যদিও সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণতা
সর্ব্বসংশোধক। ২৯৮৯।
৩০।৩।১৯৫১, বিকাল ৫-২৫

কোন ম্লেচ্ছা স্ত্রীও যদি আর্য্যীকৃতা হ'য়ে
পঞ্চবর্হিপালী কোন শ্রেয়-পুরুষের দ্বারা
বিবাহিতা হয়
এবং তদনুবর্ত্তনে তৎস্বার্থান্বিতা হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলে—
তা' শ্রেয়-মর্য্যাদাপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ২৯৯০।
৩০।৩।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিবাহ-ব্যাপারে
নিকটতম সংশ্রবও যেমন খারাপ,
তেমনি বেশী দূরত্বও
তেমনতর শ্রেয়প্রসূ নয়কো,
কারণ, বেশী দূরত্ব-হেতু
ডিম্বকোষে যে প্রকৃতি-সংশ্রয় নিহিত থাকে

তা' ঐ পুংবীজকে সম্যক্ সুঅঙ্কুরিত
ক'রে তুলতে পারে না,
আবার, রক্তের অতিনৈকট্যও
ডিম্বকোষ ও পুংবীজের অন্তর্নিহিত
প্রকৃতির সমতাহেতু
সন্তানকে
ক্ষয়িষ্ণু আচরণে ক্ষীণ ক'রে তোলে,
তাই, শাস্ত্রে
দ্ব্যন্তর বর্ণে বিবাহ নিষিদ্ধ না হ'লেও
যেমন অপ্রশস্ত ব'লেই নির্দ্দেশিত হ'য়েছে—
নিকট-রক্ত-সংশ্রবে বিবাহও তেমনি। ২৯৯১।
৩০।৩।১৯৫১, রাত্র ৭টা

ভালবাসাই ঐশ্বর্য্যের আধার—
পাত্রানুপাতিক। ২৯৯২।
৩১।৩।১৯৫১, সকাল ৮-১

প্রীতি বা মমত্ব
অন্তরে উদ্‌গতি লাভ ক'রলে
সবার উপর তা' ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েই,
বিশেষতঃ, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিতদের প্রতি আরও—
বৈশিষ্ট্যপালী উদ্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্য নিয়ে। ২৯৯৩।
৩১।৩।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

তোমার ব্যক্তিত্বকে
অচ্যুত ইষ্টার্থনিবদ্ধ ক'রে রেখো—
শ্রেয়ার্থসন্দীপী ক'রে,

যত রকমই প্যাঁচে পড় না কেন
তা' যে ব্যাপারেই হো'ক না—
ঐ ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যকে সুসঙ্গতি নিয়ে
যেন সার্থক ক'রে তোলে
তা'র প্রতিপর্য্যায়ে,
এমনি ক'রেই সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সক্রিয় সম্বেগে ;
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না
যখনই দেখছ—
ঐ ইষ্টার্থনিবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
আপোষরফা বা নতি-স্বীকার ক'রেও
কোন-কিছুতে অবনত হ'য়ে প'ড়েছ
বা তেমনতরই ক'রেছ,
ঠিক বুঝে নিও—
ঐ ইষ্টার্থনিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব পটকানা খেয়েছে,
মচ্‌কে প'ড়েছে
বা মুষড়ে প'ড়েছে ;
অনুবেক্ষী বোধি-বিচক্ষণায়
সন্ধিৎসার সহিত কুশলকৌশলে
ঐ চ্যুতি বা স্খলনজনিত বিপর্য্যয়কে
সংশোধনে সুবিন্যস্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে জমাট ক'রে তুলো
তড়িৎ-সম্বেগে,
তোমার ঐ ব্যক্তিত্ব
পরিপালী পূরণ-প্রেরণা নিয়ে
পোষণ-তৎপরতায়
সুযুক্ত ভাবভঙ্গীতে

সবাইকে যেন আকৃষ্ট ক'রে তোলে,
সুসঙ্গত ক'রে তোলে,
তুমি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যেও না,
তাহ'লে যত বড়ই
বৃত্তি-অর্থী গর্ব্বেপ্সু উন্নত পথচারীই হও,
স্বার্থগৃধ্নু আত্মসেবীই হও,
প্রগল্‌ভ বিজ্ঞ বাহাদুরই হও
বা বিকেন্দ্রিক ঔদার্য্যের বাহানা নিয়েই চল,—
ঐ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নতার পুরস্কার-স্বরূপ
পথচারী কুক্কুরেরই মতন হ'তে হবে কিন্তু,
বুঝে সাবধান হও। ২৯৯৪।
৩।৪।১৯৫১ সকাল ৯-৩০

প্রত্যাশাপীড়িত, দায়িত্বহীন, অশাসিত
কর্ম্মসংশ্রয়
কর্ম্মীদিগকে অসাধু শোষক ক'রে তুলতে
প্ররোচিত ক'রে তোলে। ২৯৯৫।
৪।৪।১৯৫১, সকাল ৯-৪২

তোমাকে যে খতায় না,
অন্তরাসী যে নয় তোমার প্রতি,
তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,
তোমাকে তোষণ-পোষণ ক'রে
তৃপ্তি লাভ করার প্রেরণাই যা'র নাই,—
লাখ দাও তা'কে—
সে-দেওয়ায়

তা'র কিছুই ক'রে তুলতে পারবে না,
অকৃতজ্ঞ হবেই সে,
সুখী হবে না সে কখনও তোমাতে। ২৯৯৬।
৪।৪।১৯৫১, সকাল ১০টা

শুধু নিজ স্বার্থ-কষ্টিতে ফেলেই
ন্যায় বা অন্যায়ের
বিচার বা বিবেচনা ক'রতে যেও না,
তা' কিন্তু সব সময় খাঁটি হয় না,
যে-ন্যায়
তোমার ন্যায্যতাকে সমর্থন ক'রে
অন্যের ন্যায্যতারও প্রতিষ্ঠা করে—
তা'ই-ই কিন্তু শুভদর্শী ন্যায়;
আবার, যে-অন্যায় তোমার প্রতি
অত্যাচার ক'রে বা অবিচার ক'রে
অন্যের প্রতিও তা'ই করবার সাহস
ফুটন্ত ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু বিষ-বিস্ফোরণী,
তা'কে নিরোধ না ক'রলে
তুমি তো বিমর্দ্দিত হবেই,
অন্যকেও বিমর্দ্দিত করবার
সুদীপ্ত সুযোগ প্রদান ক'রবে;
নিজের প্রতি অমনতর অন্যায় বরং ক্ষমা ক'রো,
কিন্তু অন্যের প্রতি তা' না হ'তে পারে
এমনতর প্রতিষেধী ব্যবস্থা রেখো—
তা' বুঝিয়েই হো'ক

আর বাধা দিয়েই হো'ক;

সততা ভাল,

কিন্তু ক্লীব সততা ভাল নয়। ২৯৯৭।

৪।৪।১৯৫১, দুপুর ১টা

নিজ বা নিজের যা'

তা'র বিপদাশঙ্কার থেকে আসে ভয়,

প্রীতি বা স্নেহের পাত্র যা'রা—

তা'রা কষ্ট পাবে

এই আশঙ্কা থেকে আসে আতঙ্ক,

যা'র প্রতিক্রিয়ায়

নিজেরই কষ্টের উদ্ভব হ'য়ে থাকে। ২৯৯৮।

৪।৪।১৯৫১, রাত্রি ৭-৫

তোমার বিশ্বাস যতক্ষণ না

কর্ম্মে স্ফুরিত হ'য়ে উঠছে—

বাস্তবায়িত হয়নি তা' তখনও। ২৯৯৯।

৫।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

ঈশ্বর যেমন অনন্ত হ'য়েও এক,

তাঁ'র বাণীও তেমনি অনন্ত—

যদিও তা' নিতান্তই একান্ত। ৩০০০।

৫।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

ঈশ্বর ব্যষ্টিতে যেমন বিশেষ—

আবার, সমূহে তেমনি নির্ব্বিশেষ হ'য়েও

এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান। ৩০০১।

৫।৪।১৯৫১, দুপর ১২-৩০

দুনিয়ায় এক রকমের যেমন দুটো
দেখতে পাওয়া যায় না,
কিন্তু সেই রকমের অথচ ঠিক তা' নয়
তা' দেখতে পাওয়া যায় অনেক,
তেমনি এই দুনিয়ার বুকে যখনই
পূর্ব্বপূরয়মাণ পর-প্রদীপী প্রেরিত
গ্লান্যপহা গুরুপুরুষোত্তম, লোকশিক্ষক বা গণশিক্ষক
আবির্ভূত হন ধর্ম্মসংস্থাপনে,
তখন তিনিও এককই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন
তাঁ'র গণপরিবেশ নিয়ে
বা যখনই যেমন প্রয়োজন ;
তেমনতর আর কেউ নন,
তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়, সমাজ
বা দেশেরই হ'য়ে আসেন না,
তিনি গণ-সংস্থিতি-উদ্গাতা হ'য়েই
আবির্ভূত হন ;
আর, কেবল তাঁ'তেই পূর্ব্বতন যাঁ'রা
সঞ্জীবী সন্দীপনায় জাগ্রত হ'য়ে থাকেন,
তাই, তিনি সর্ব্বদেবময়,
সমস্ত পূর্ব্বতনেরই সংহতি-কেন্দ্র,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বে অন্বিত সামঞ্জস্যে
পূর্ব্বতন যাঁ'রা প্রকট হ'য়েই থাকেন,
তাঁ'তে অনুরাগ-উচ্ছল আয়তি
পূর্ব্বতন যাঁ'রা প্রত্যেকেরই অর্ঘ্য-আরতি ;
তাই, তাঁ'কে বাদ দিয়ে
পূর্ব্বতনেই অভিভূক্ত হ'য়ে
যা'রা জীবন-যাপন করে,—

ঐ পূজা, ঐ অনুবর্ত্তনা তা'দের
অবিধিপূর্ব্বক তাঁ'কেই পূজা ক'রে থাকে,
তা'দের পুরশ্চরণ স্তম্ভিত হ'য়ে
ক্রম-পশ্চাৎপদবিক্ষেপে
বিপরীত গতি লাভ করে;
তাই, সংস্কারের অন্ধ আবেষ্টনে থেকো না,
তাঁ'কে যদি পাও, অনুসরণ কর—
তোমার আরাধ্য ও আরাধনা
সার্থক্ হ'য়ে উঠবে তাঁ'তে। ৩০০২।
৬।৪।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

ইষ্টার্থপরায়ণ লোকপোষক হও,
স্বার্থগৃধ্নু শোষক হ'তে যেও না,
আর, ঐ ইষ্টার্থী লোকপোষণ-প্রসাদই
তোমার বিত্ত ও সম্পদ হ'য়ে উঠুক,
নন্দিত হ'য়েই চ'লবে। ৩০০৩।
৬।৪।১৯৫১, বিকাল ৬টা

তোমরা স্বামী-স্ত্রী
অনুরাগ-সন্দীপিত অন্তঃকরণ নিয়ে
ইষ্টার্থী শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ, সুসঙ্গত সৎ-সমর্থন
ও প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ থেকে
দুষ্ট যা' তা'কে আবৃত ক'রে, শুধরে নিয়ে,
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম ও ইষ্টানুগ সদাচারে
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ প্রণোদনাকে

অভিব্যক্ত ক'রে তোল,
পরিবেশের পোষণ-প্রদীপী
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপালী
সংহতি-কেন্দ্র হ'য়ে ওঠ,
ঐ বাক্য, ব্যবহার ও আচরণ তোমাদের
পারস্পরিকতা নিয়ে সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক,
শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে উঠুক,
তপদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
কথা ও কাজের ভিতর-দিয়ে
তা' সংহিতি সৃষ্টি করুক,
যেন পরস্পরের ভিতর
কোন দ্রোহের অবকাশ না থাকে—
পোষণ ও পূরণ-সম্বর্দ্ধনায়
ঐ ইষ্টানুরাগরঞ্জিত হ'য়ে ;

এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠ,
সলীল হ'য়ে ওঠ,
আর, ওতে অনুস্যূত থেকেই
ঈশ্বরের নিকট সন্তান কামনা কর
সুপ্রজনন-নীতির সদ্ব্যবহারে—
যেন তা'র জৈবী-সংস্থিতি
এমনতরভাবেই সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, বল, বর্ণ, আয়ু, যশ
ও সম্বর্দ্ধনী অঙ্কুরণায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সন্তান তোমার—
অসৎনিরোধী ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
যা'তে ঐ সন্তান সুখে, স্বস্থি নিয়ে

সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় অবাধ হ'য়ে উঠতে পারে—
ইষ্টানুরঞ্জিত অধ্যবসায়ী সুকেন্দ্রিক তপপ্রাণনায়,
তোমাদের ঐ সংবুদ্ধ চরিত্রই
তা'দের স্বতঃ-শিক্ষক হ'য়ে উঠবে,
তোমরাও সুখী হবে,
সন্তান-সন্ততিও
তোমাদিগকে উপভোগ ক'রতে পারবে,
ঐ ইষ্টার্থ-সন্দীপ্ত জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন
সন্তান-সন্ততি নিয়ে
তোমরাও ভোগোদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে পারবে—
ঈশ্বরের করুণোচ্ছল আশীর্ব্বাদে
অভিষিক্ত হ'য়ে। ৩০০৪।
৬।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

কেউ কা'রও হো'ক
তা'ই যদি চাও,
পরস্পর পরস্পরের হো'ক
পোষণ-সন্দীপনা নিয়ে
তা'ই যদি চাও,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের বল বা সমৃদ্ধি হ'য়ে উঠুক
তা'ই যদি চাও,—
বাক্যে, আচারে ও ব্যবহারে
তুমিই প্রথমতঃ তা'ই হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রত্যেককে তেমনি ক'রে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল সক্রিয়ভাবে,
আর, এই উদ্বোধনা যেন

অনুকম্পায় ও অভ্যাসে সার্থক হ'য়ে ওঠে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
তোমাকে প্রথমেই ঐ চলনে চ'লতে হবে,
একটুকুও ন'ড়লে চ'লবে না,
আর, তোমার ঐ প্রণোদনাকেও
অমন ক'রে চারিয়ে দিতে হবে অজচ্ছলভাবে—
ওতেই সক্রিয় ক'রে সবাইকে
ইষ্টানুগ চলনে
ইষ্টার্থী পরিবেদনায় ;
চল যদি এমনতর,
দেখবে একদিন—
সবাই সবার হ'য়ে উঠছে,
তুমি সোনার দেশে সোনার মানুষ হ'য়ে উঠেছ,
ঈশ্বরের আশিস্ তোমাদিগকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে চ'লেছে। ৩০০৫.।

৬।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

অজ্ঞাত কারণে
আজগবী অভিব্যক্তি দেখেই
হতভম্ব অবাক হ'য়ে
ঈশ্বরে আস্থাবান হওয়াই
ধর্ম্ম-সন্ধিৎসা নয়কো,
ইষ্টার্থী সন্ধিৎসু পরিচর্য্যায়
ব্যাপারকে অনুধাবন ক'রে
তা'র তাৎপর্য্যানুসন্ধানে
কার্য্যকারণের সম্ভাব্যতাকে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে আবিষ্কার ক'রে

তা'র ধর্ম্মকে নিরূপণ-করতঃ
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলবার পরিচর্য্যায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
সশ্রদ্ধ পর্য্যালোচনায়
সুসঙ্গত পারম্পর্য্যে চলাই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা বা ধর্ম্ম-সন্ধিৎসা—
যা' মানুষকে প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে। ৩০০৬।
৬।৪।১৯৫১, রাত্রি ১০-৩৫

তোমার কন্যাকে
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রদ্ধার্হ-চলনসম্পন্না ক'রে
সন্ধিৎসু সেবানুচর্য্যায়
এমনতরই দক্ষ ক'রে তুলো,
বাক্য, ব্যবহার, সৌজন্য, সভ্যতা, ভব্যতায়,
কাজে, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায়
এমনই সৌকর্য্যশীলা ক'রে তুলো,
অধিগমনী ধীকে এমনই তুখোড় ক'রে তুলো,
এমনই সুব্যবস্থাসম্পন্ন ক'রে তুলো,—
যেন না বলতেই সে বুঝে ক'রতে পারে
যেখানে যেমন ক'রে যা'র যা' প্রয়োজন,
প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতিকে
এমনতর স্বতঃ ও সলীল ক'রে তুলতে
অভ্যস্ত ক'রো
যেন অভাবের বিড়ম্বনায়
অব্যবস্থ না হ'তে হয়,
আর, তা'র প্রত্যেকটি চলন যেন

ইষ্টানুগ হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনী পরিচর্য্যামুখর হ'য়ে,
বিশ্রামও যেন তা'র কৃষ্টিতপা হয়,
তোমার কন্যা যেন
শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠ তৃপ্তিতে
সকলকে অঢেল ক'রে তুলতে পারে,
বুঝে রেখো—
এমনতর কন্যাই তুল-উজ্জ্বলা। ৩০০৭।
৬।৪।১৯৫১, রাত্র ১১টা

শোন বলি! ভুলে যেও না,
ছোটবেলা থেকেই তোমার কন্যাকে
এমনভাবেই অভ্যস্ত ক'রে তুলো
যেন সে বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্ব্বে
কোন পুরুষ সম্বন্ধে
স্বামী-ভাবান্বিত চিন্তায়
চিত্তকে উদ্বেলিত না ক'রে তোলে,
যেন সে সেবাপ্রাণা, শ্রদ্ধার্হ-চলনশীলা
সর্ব্বান্তঃকরণে
বৈশিষ্ট্যপালী শ্রেয়পরায়ণা
সতীত্ব-সম্বুদ্ধা হ'য়ে ওঠে
সুনিষ্ঠ, অচ্যুত, অচলা হ'য়ে;
কন্যাদিগের শিক্ষার মৌলিক ভিত্তিই কিন্তু
এইখানে। ৩০০৮।
৬।৪।১৯৫১, রাত্র ১১-৫

অভ্যাস কর,
অভ্যস্ত হও,
বিচক্ষী বিবেচনা নিয়ে—
যা' শ্রেয়প্রসূ তা'তেই। ৩০০৯।
৭।৪।১৯৫১, সকাল ৯-১০

ভাল কিছু মনে এলেই
বিবেচনায় সমীচীন হ'লেই
তা' ব'লো যা'কে ব'লতে হবে,
আর, পারলে ক'রোও তা'—
এতে তোমার চিন্তা ও চলন
অবচেতনায় ডুবে যাবে কমই,
বরং সক্রিয়ই হ'য়ে উঠবে। ৩০১০।
৭।৪।১৯৫১, সকাল ৯-২০

বোধিপ্রাঞ্জল শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
মানুষকে সৎপ্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলে
সক্রিয় শ্রেয়ার্থপরায়ণ ক'রতে পারলে
সে শ্রেয়-তৎপর হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ। ৩০১১।
৭।৪।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

শ্রেয়বিধায়ী প্রয়োজনে
যেখানে যাবার প্রয়োজন—
পার তো, নিজেই যেও সেখানে,
বোধিপ্রাঞ্জল সুসঙ্গতি নিয়ে
চিত্তাকর্ষক সৌজন্যে
তোমার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ক'রে তুলো তা'কে,

তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায়
অনুরোধ-প্রতিপালনে
কৃতার্থ হওয়ার আকূতি
তা'কে যেন পেয়েই বসে,
আর, স্বতঃ-সন্দীপনায়
প্রতিপালন ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তা'
সে যেন নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে,
ঐ প্রেরণাপ্রবুদ্ধ অন্তঃকরণ
যোগ্যতার মঞ্জুল গতিতে
তা'কে যেন
আরো হতে আরোতরে নিয়ে যায়,
তুমিও কৃতার্থ হবে,
আর, কৃতার্থতার উৎসর্জ্জনী অনুপ্রেরণা
তা'কেও উদ্দীপ্ত ক'রে রাখবে। ৩০১২।
৭।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

যে-প্রীতি বা অনুকম্পা
প্রিয়তে অন্তরাসী ক'রে তোলে না,
প্রীণন-প্রত্যাশী ক'রে তোলে না,
বেদনায় দরদী ক'রে তোলে না,
নিরাকরণ-প্রচেষ্ট ক'রে তোলে না,
পরাক্রম-প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না,
তা'র জন্য ক্লেশসুখপ্রিয়তা
সক্রিয়ভাবে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ায় না—
অথচ শঙ্কাশাসিত আপসোস-আকুল হ'য়েই
দিন কাটায়,

তা' কিন্তু অন্তঃসারশূন্য,
ক্লীব সে প্রীতি,
সে-অনুকম্পা নংপুসক,
ভাবালুতার মদির উপভোগ মাত্র। ৩০১৩।
৮।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-১৫

সাত্ত্বিক যিনি, শুভ যিনি,
সুন্দর যিনি,
এক-কথায়, সত্য, শিব ও সুন্দর
যে-ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়ে উঠেছে,
যিনি পূরয়মাণ পুরুষোত্তম—জীয়ন্ত শরীরী,
জীয়ন্তেই যদি তাঁ'র শরণাপন্ন
না হ'য়ে উঠতে পারলে,—
পরকালে তাঁ'তে যতই
প্রীতি-উদ্দাম হ'য়ে ওঠ না কেন,
তুমি মহাভাগ্যবান হ'লেও
দুর্ভাগ্যেরই অঙ্কশায়ী কিন্তু;
তাঁ'র স্তুতি
আত্মিক প্রস্রবণে
মন ও শরীর উপ্‌চে
চরিত্রে প্রকট হ'য়ে উঠে
ঐ জীয়ন্ত বেদীমূলেই সংহতি লাভ ক'রে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়েই যদি না উঠল,—
তাঁ'র অবর্ত্তমানে ভক্তির ঐশ্বর্য্যে
তুমি যদি বিশ্বে ঐ তাঁ'রই পূজার
জ্যোতিষ্মান টাট বা স্থালী-স্বরূপও হ'য়ে ওঠ,

তাহ'লেও সবটার অন্তরালে
একটা আপসোসের দীর্ঘনিঃশ্বাস
তোমাকে ব্যঙ্গ ক'রতে ছাড়বে না,
তবুও তুমি ধন্য—
কারণ, বিশ্ব-সংহতির শুভ্রস্থণ্ডিল তুমি। ৩০১৪।
৮।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-৩৫

অর্থের অভিচারে
মানুষকে মুহ্যমান ক'রে
যেখানে যতরকমে যে-কাজই
হাসিল ক'রে চল না কেন,
বুঝতে হবে—
তোমার চারিত্রিক সম্পদ
সম্বর্দ্ধিত হয়নি ;
আবার, যেখানে আর্থিক ধান্ধার খতিয়ানে
প্রত্যাশাপীড়িত না হ'য়ে
মানুষ সম্বুদ্ধ স্বার্থত্যাগে
তোমার চাহিদা পরিপূরণ ক'রতে
তৎপর হ'য়ে উঠছে
ও নিষ্পন্নও ক'রছে তেমনি
তড়িৎ-সম্বেগে—যোগ্যতার পুণ্য পদক্ষেপে
তোমারই প্রীতি-সম্পাদনী কৃতার্থ প্রত্যাশায়,
বোঝা যাবে—
তোমার চারিত্রিক সম্পদ
সুকেন্দ্রিকতায়
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্ম-সমন্বয়ে
উদ্দীপনাময়ী এমনি আকর্ষণ-শক্তি লাভ ক'রেছে,

যা'তে মানুষের অর্থ ও বিত্তস্বার্থ
নিজেদের কাছে নগণ্য হ'য়ে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে
উৎসারিত হ'য়ে চ'লেছে,
তুমিও সুকেন্দ্রিক, কর্ম্মতৎপর, ধীমান
হ'য়ে উঠছ ক্রমশঃই। ৩০১৫।
৮।৪।১৯৫১, বিকাল ৬-৫

ইষ্টার্থ যা' তা'র অপচয় ক'রে ইষ্টার্থপূরণ
যোগ্যতাবিহীন বাগ্‌বৈখরী অনুরাগেরই লক্ষণ। ৩০১৬।
৮।৪।১৯৫১, বিকাল ৬-১০

পুরা-ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
যদি নিজেকে সংস্কৃত ক'রে তুলতে চাও,
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত হ'তে চাও,—
তোমার অন্তর্নিহিত
ঐ প্রাচীন স্রোতনিঃসৃত সংস্কারগুলিকে
সজাগ ক'রে তুলে
পরিস্থিতি হ'তে পূরক ও পোষক যা'
সেগুলিকে আয়ত্তে আপ্ত ক'রে নিয়ে
আরোতর প্রগতির পথে চ'লতে চাও,—
তবে সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা ক'রে তোল;
ঐ চর্চ্চাই তোমাদিগকে বর্দ্ধন-চর্চ্চিত ক'রে তুলবে
প্রাদেশিক ভাষাকে প্রবুদ্ধ রেখে;
নয়তো, প্রাচীনের ভূমা প্রসার হ'তে
বঞ্চিত হবে তোমরা,
উৎসহারা ভ্রান্ত পথিক হ'য়ে চ'লবে;

মূলহারা ডালপালা যেমন
উপযুক্ত অন্য কিছুতে সংবদ্ধ হ'য়ে ছাড়া
আত্মরক্ষা ক'রতে পারে না,
তোমাদেরও অমনতর ক'রেই
আত্মরক্ষা ক'রতে হবে,
তোমরা কখনও স্বয়ং হ'তে পারবে না,
স্বরাট হ'তে পারবে না,
দেবার আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে হবে,
যা'ই হও না কেন—
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'য়েই বাঁচা ছাড়া
পথই থাকবে না। ৩০১৭।
৯।৪।১৯৫১, সকাল ৯টা

প্রিয় বা প্রীতির অনুপোষক যা' বা যা'রা
তা'দের তুমি যদি সহ্য ক'রতে না পার,
সম্ভ্রমাত্মক বাক্য, ব্যবহার বা আচারে
পোষণ ক'রতে না পার,—
ঐ প্রীতি বা প্রিয় তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
অনুকম্পী দরদী হ'য়ে ওঠনি
তুমি তোমার প্রিয়র প্রতি,
তোমার ভালবাসা প্রত্যাশাপূরণী বুভুক্ষা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো—তখনও। ৩০১৮।
৯।৪।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

প্রীতি ছাড়া কর্ত্তব্য
আর না জেনেও মন্তব্য—
দুই-ই সমান। ৩০১৯।
৯।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-১০

অসৎ ও অহিত কথা বা আচরণ যেখানে—
মিথ্যাও সেখানে। ৩০২০।
৯।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-১৬

যে কথা ও ব্যবহারে
মিলনের পরিবর্ত্তে দ্রোহের সৃষ্টি ক'রে থাকে—
ঔচিত্য তা' হ'তে অনেক দূরে। ৩০২১।
৯।৪।১৯৫১ বিকাল ৪-১৮

বিষয় ও ব্যাপারকে হজম ক'রে
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞতায় উপস্থিত হ'তে পারেনি যা'রা—
নির্দ্দেশও
নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে,
কারণ, বোধই তা'দের কাছে অবোধ। ৩০২২।
৯।৪।১৯৫১ বিকাল ৪-২৫

অনুরাগ যেখানে বিক্ষিপ্ত—
বোধিও সেখানে বিমর্ষ। ৩০২৩।
৯।৪।১৯৫১ বিকাল ৪-৪৫

আশ্রয় দিও,
কিন্তু কা'রও অহিতবুদ্ধির প্রশ্রয় দিও না,
বরং তা' নিরসন ক'রো সর্ব্বতোভাবে,
সে-আশ্রয়
তোমারও সাশ্রয়ী হ'য়ে উঠবে একদিন। ৩০২৪।
৯।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

কোনও মন্দ বা অসৎ বুদ্ধিকে
চিরদিনই অসৎ ব'লে ধ'রে রেখো না,
মন্দ ব'লেই অভিহিত ক'রো না তা'কে,
বরং নজর রাখ,
সৎ-এ ছন্দায়িত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়,
তুমিও বিপাক হ'তে রেহাই পাবে,
সেও স্বস্তিলাভ ক'রতে পারবে,
এতে লাভবান হবে উভয়েই। ৩০২৫।
৯।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-২৮

যোগ্যতাকে ছাপিয়ে যা'কেই যত দেবে—
অধঃপাতও তা'র দিকে অগ্রসর হবে তেমনই,
পারলে,
নেহাৎ না হ'লেই নয়
এমনতর বজায়ী প্রয়োজনকে
ব্যাহত ক'রো না। ৩০২৬।
৯।৪।১৯৫১, রাত্রি ১০-৪৫

তোমার যথার্থ ভাষণ
যতই লোকহিতী হ'য়ে উঠবে,
সত্যব্রতও হবে তুমি তেমনি। ৩০২৭।
৯।৪।১৯৫১, রাত্রি ১১টা

যথার্থ বল এমনভাবে
যা'তে ব্যাপারকে
ভাষায় অভিব্যক্ত ক'রে তুলতে পার,

নজর রেখো, তা' যেন
শ্রেয়ার্থসন্দীপী হিতপ্রসূ হ'য়ে ওঠে। ৩০২৮।
৯।৪।১৯৫১, রাত্র ১১-৫

অনুবর্ত্তনী প্রীতি
যদি স্বার্থপ্রত্যাশাপীড়িত না হয়,—
তা' প্রায়ই প্রিয়স্বার্থ-অন্তরাসীই হ'য়ে থাকে,
তাই, প্রীণনপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
উপচয়ী প্রিয়ার্থ-পরিসেবায়
স্বতঃ-নন্দিতই হ'য়ে চলে,
আর, প্রিয়র মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভনে
আত্মনিয়ন্ত্রণবুদ্ধি প্রখর হ'য়ে ওঠে,
তা'র বাক্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে
ঐ প্রীতি ফুটন্ত হ'য়ে
জলুস বিকিরণ ক'রেই চলে
যোগ্যতার যোগ-উৎসারণায়,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সক্রিয় ভজনানন্দ-পরাক্রমী
সে স্বভাবতঃই ;
আবার, প্রত্যাশাপীড়িত অনুবর্ত্তনী প্রীতির জীবন
ততটুকুই—
ঐ প্রত্যাশা পূরণ বা ভঙ্গ যতদিন না হয়,
তাই, তা' ছেদসঙ্কুল। ৩০২৯।
১০।৪।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

যা'দের বৃত্তিগুলি শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
শ্রেয়কেন্দ্রিক নয়কো,
শ্রেয়ার্থী হ'য়ে সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠেনি

সহজভাবে,—
সেগুলি স্বভাবতঃই
পরিস্থিতির নানারকম প্রেরণায় রুচামান হ'য়ে
সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে ফেলে,
মানুষের অহং-বুদ্ধি ওতেই অভিভূত হ'য়ে
তৎস্বার্থীই হ'য়ে ওঠে,
ওদের কোন একটা বা কতকগুলিই হয়
তা'দের আন্তরিক চাহিদা,
কোন কথা, ঘটনা বা ব্যাপারকে
তা'দের পছন্দ-মতন বাঁক দিয়ে
অভিব্যক্ত ক'রে তোলে,
তাই, বাক্য, বিষয় বা ব্যাপারের
যথার্থ, বিহিত অভিব্যক্তি
তা'দের কাছে পাওয়া কঠিন,
কারণ, ওতে রং ফলিয়ে
তা'রা ঐ বিষয়ের অভিব্যক্তি দেয়,
আবার, শ্রেয়ার্থী কোন উদ্দেশ্যকেও
তা'রা সুসঙ্গত পর্য্যায়ে সার্থক ক'রে
সার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে না,
তা'তেও তা'রা ঐ রকমই ক'রে থাকে
নানারকম ব্যতিক্রম এনে,
এমন-কি, নিজের বেলায়ও
কোন উদ্দেশ্যের আপূরণে
অমনতর বিক্ষেপী জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে ফেলে,
সাত নকলে আসল খাস্তাই
হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে,
কোন ব্যাপারে তা'রা সামগ্রিকভাবে

কৃতকার্য্য হ'তে পারে না,
ত্রুটিবহুল খুঁতো হ'য়ে চ'লে থাকে তা'রা,
আর, ঐ জন্যই তা'রা কোন
দায়িত্বশীল কর্ম্মে নিয়োজিত হ'লে
কুকৃতি-পরিচর্য্যায়
সর্ব্বনাশেই সব নিকেশ ক'রে ফেলে;
তাই, সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রবৃত্তি নিয়ে
যতই শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠবে,—
প্রবৃত্তিগুলিও সুসঙ্গত হ'য়ে
তদনুবর্ত্তী অনুগমনে
সুসঙ্গতির সহিত
কৃতিত্বকে অর্জ্জন ক'রতে পারবে ততই। ৩০৩০।
১০|৪|১৯৫১, বিকাল ৫-৫০

তোমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা,
দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদিকে
বর্জ্জন ক'রো না,
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি সংহিতাকার
ও সংহিতাগুলিকে স্মরণ রেখো,
শুক্রনীতি, কৌটিল্য, কামন্দক
ও তাঁ'দের বিজ্ঞান-পরিসেবনা
যেখানে যা'-কিছু আছে,
ঋষিদের দর্শনসমূহের ভিতর যা'-কিছু—
তা'র তত্ত্বাবধানে বিন্দুমাত্র বিমুখ হ'য়ো না,
ওগুলি তোমাদেরই কৃষ্টিপ্রজ্ঞাবেদী;
সার্থক অনুধ্যায়িতা নিয়ে

তাৎপর্য্য-অনুসন্ধানে
তা'র অধিগমন ক'রে
বিহিত বোধিতে পুরশ্চরণ ক'রে চ'লো,
আর, ঐ বেদীর সংস্থাপক
পূরয়মাণ পরবর্ত্তী যাঁ'রা
তাঁ'দের স্মারক জীবনী সহ
বাণী-সন্দর্ভ সংগ্রহ ক'রে
একসূত্রসঙ্গতির সার্থকতায়
নিজেদের সার্থক ক'রে তুলো;
কোরাণই বল, বাইবেলই বল,
জেন্দ্-আবেস্তাই বল,
গ্রন্থসাহেব বা জৈনগ্রন্থই বল,
আর বৌদ্ধবিজ্ঞানই বল,
সংহতির সমদর্শিতায়
তা'দিগকে সুসঙ্গত ক'রে
সম্যক সন্দীপনায়
নিজেকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলো;
পূরয়মাণ মহান যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রত্যেকের জীবন ও বাণীর সঙ্গে
প্রত্যেকের সঙ্গতি আছে
দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক,
তাঁ'রা সেই একেরই বহুধা অভিব্যক্তিমাত্র;
তাই, দুনিয়ার মহান আচার্য্যদের
মহান বাণীগুলিকে অবজ্ঞা ক'রো না,
তা'তে তোমাদের প্রজ্ঞাই অবজ্ঞাত হবে কিন্তু,
সীমায়িত হ'য়ে উঠবে,
একপেশে হ'য়ে উঠবে,

সার্থক সংহিতির সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই বলি, নতজানু হ'য়ে
সশ্রদ্ধ সমীক্ষায়
পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি
তাঁ'তে আলম্বিত হ'য়ে
স্মিত সম্বর্দ্ধনায়
তাঁ'দের প্রজ্ঞাপূরিত জীবনকে
নমস্কার ক'রো,
আবাহন ক'রো, অধিগমন ক'রো। ৩০৩১।
১১।৪।১৯৫১, সকাল ৯-৮

ভাব যেখানে
হওয়াকে আমন্ত্রণ করে না,—
বুঝে নিও,
হওয়ার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সেখানে নাই,
পাওয়া বা হওয়ায় বিমুখই হ'য়ে থাকে তা'রা। ৩০৩২।
১১।৪।১৯৫১, সকাল ৯-১০

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যেখানে যেমন
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছে,
দেবত্বও সেখানে তেমনি। ৩০৩৩।
১১।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যে-ব্যক্তিত্বে
উর্জ্জী হ'য়ে উঠেছে—
তিনিই মানুষ-দেবতা,

আর, অনুভূত ভাবের সুসঙ্গতি নিয়ে
যা' রূপায়িত হ'য়েছে—
তা'ই-ই রূপক দেবতা ;
তাই, পূজনীয় তাঁ'রা, স্মরণীয় তাঁ'রা,
কিন্তু প্রাপ্তব্য একমাত্র ঈশ্বরই,
আর, পূরয়মাণ সদ্‌গুরুই হ'চ্ছেন
সর্ব্বদেবতার জীবন্ত বেদী,
ঐ বেদীমূলেই ঈশ্বর অর্চ্চিত হ'য়ে থাকেন,
তাই, যে-কোন পূজাই কর না কেন,—
ঐ জীয়ন্ত বেদীতে যদি সার্থক হ'তে না পার,
তবে সব পূজাই
বোধি-সঙ্গতিহারা, নিরর্থক । ৩০৩৪ ।
১১।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-২৫

যা'দের বৃত্তিগুলি
শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি,—
যথার্থ কথা, যথাযথ ব্যবহার বা কর্ম্ম
তা'দের কাছে একটা দিগ্‌দারী ব্যাপার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ৩০৩৫ ।
১১।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫০

তোমার চরিত্রে যদি
কথায়-কাজে সুসঙ্গতি না থাকে,—
যা'ই বল না কেন,
আর, তা' যে-বোধই সৃষ্টি করুক
মানুষের অন্তঃকরণে—
তা' প্রেরণাপ্রদীপ্ত হ'য়ে

মানুষের অন্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তো কমই,
তা' ছাড়া, তোমার চরিত্রই তা'দিগকে
ব্যতিক্রমের পথিক ক'রে তুলবে। ৩০৩৬।
১১।৪।১৯৫১, রাত্র ৭-২০

ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
সৎ-অসতের অতীত,
এই বিধির অধিগমনে
ইচ্ছানুরূপ মানুষ বিবর্দ্ধনেও চ'লতে পারে,
আবার অধোবর্ত্তীও হ'তে পারে;
যদি শ্রেয়ই চাও—
ঈশ্বরানুরাগী হ'য়ে
শ্রেয়ার্থপরায়ণতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উদ্বর্দ্ধনে উন্নত-চলৎশীল হও,
নয়তো, অধঃপাত
প্রবৃত্তির মোহজাল সৃষ্টি ক'রে
তা'র দিকে টেনে নেবেই কি নেবে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে শয়তানের ডাইনী আকর্ষণ। ৩০৩৭।
১১।৪।১৯৫১, রাত্র ৮-৩২

তুমি অকামহত হও,
অলোভী হও,
অক্রোধী হও,
এই কাম-ক্রোধ-লোভ যখন তোমাকে
পরাভূত ক'রতে পারবে না,
শ্রেয়ার্থী সেবায় তোমার সহকারী হ'য়ে উঠবে,—
সংস্থ, সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে ততই। ৩০৩৮।
১১।৪।১৯৫১, রাত্র ৮-৩৫

শুধু কামুক চাহিদাই কিন্তু কাম নয়কো,
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিলিপ্সু
যে-কোন চাহিদাই কাম। ৩০৩৯।
১১।৪।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

যেদিন পুরুষ
পূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
পরিবেশে আত্মবিস্তার ক'রে
সানুকম্পী সহযোগিতায়
সংহত হ'য়ে উঠবে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-পরিচর্য্যায়—
ঐ ইষ্টার্থস্বার্থী পরার্থপরতায় উদ্দিপ্ন হ'য়ে,
আবার, নারী যেদিন
বৈশিষ্ট্যপালী, শ্রেয়ার্থসেবী হ'য়ে
স্বামী-স্বার্থ-অনুবর্ত্তিতায়
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংহত ক'রে
সাধ্বী মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রবে,
ভ্রষ্ট ব্যভিচার-প্রবৃত্তির
বিস্ফোরণী বিপর্য্যয়ই যখন থাকবে না,
নিবাহ-নিবন্ধের প্রয়োজনই লোপ পাবে,—
সমাজ ও রাষ্ট্র তখন থেকেই
স্বর্গপন্থী হ'য়ে উঠবে সুনিশ্চয়। ৩০৪০।
১১।৪।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

বৃদ্ধেরা বহুদর্শিতার চাবিকাঠি,
শিশুরা স্বর্গেরই সুষমা। ৩০৪১।
১২।৪।১৯৫১, সকাল ৭-২৫

যা'রা পঞ্চবর্হিকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কোন মতবাদে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে
ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত,
বা যা'রা কোনদিনই পঞ্চবর্হিকে
অনুশাসনী স্বীকার ব'লে গ্রহণ করেনি,
তা'রা যদি স্বেচ্ছায়
পঞ্চবর্হিকে আত্মীকৃত ক'রে
শুদ্ধিযাগে আর্য্যীকৃত হয়,—
তা'দের কৌলিক সাংস্কৃতিক স্বভাব
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির বহুলতা অনুপাতিক
অন্বিত সামঞ্জস্যে
যে বর্ণের উপযুক্ত হয়,
সেই বর্ণেই অনুক্রমিক পর্য্যায়ে
তা'দের স্থান নিরূপিত হওয়াই স্বাভাবিক—
ঐ বর্ণোচিত নামের পূর্ব্বে
'পূতি' অর্থাৎ 'পবিত্রীকরণ' শব্দ যোজনা ক'রে,
এবং ঐ পঞ্চবর্হির নিয়মানুক্রমিকতায়ই
তা'দের ক্রিয়াকর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হওয়া বিধেয়। ৩০৪২।
১২।৪।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

ঈশ্বরের বীচি-বিকিরণী
আশিস্-প্রস্রবণ হ'তেই
সৃষ্টির উদ্ভব,
প্রত্যেকটি বীচিতেই সৃজনবীজ নিহিত
উৎসৃজনী বৈশিষ্ট্য-পরম্পরায়,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে জীবের জীবনসত্তা,

প্রতি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সত্তাসংরক্ষণী যা'-কিছু
তা'ই তা'র পক্ষে সৎ,
এবং সত্তাক্ষয়িষ্ণু যা' তাই-ই হ'চ্ছে অসৎ,
আবার, ঐ বীচি-উৎসৃজী জীবনের
সানুধ্যায়ী, পূরয়মাণ বেত্তা ব্যক্তিত্বে
সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-প্রকৃতির পরিচরণ হ'তেই
আসে তা'র বিবর্ত্তন,
আর, তা'রই উল্টো যেখানে—
তা' হ'তেই আসে অধঃপতন,
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
সত্তাসংরক্ষণী যা'
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, বিবেচনায়
সেগুলিকেই অধিগত ক'রে তোল;
তোমার পক্ষে যা' জীবনীয়
অন্য বিশেষ ও বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছের কাছে
তা' হয়তো সত্তাক্ষয়িষ্ণু,
তাই, ক্ষয়িষ্ণু যা' তা'কে এড়িয়ে
বর্দ্ধিষ্ণু যা' তা'কেই গ্রহণ কর,
নিজে নিজের গুচ্ছকে সংহত রেখে
অন্য গুচ্ছকে অনুপাতী-ক্রমে
বৈধী-পরিচর্য্যায় আয়ত্তে এনে
এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে,
পূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী সুকেন্দ্রিক পরিচর্য্যায়
নিজেকে সংহত ক'রে
পরিবার ও পরিবেশ-সহ
শ্রেয়ার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
এগুবে যতই—

কর্ম্মে অধিগত হবে তা' যতই—
বিবর্ত্তনী আত্মপ্রসাদে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনি ততই,
সার্থকও হবে তেমনই—ততই। ৩০৪৩।
১২।৪।১৯৫১, সকাল ১০-২৫

হে সৎ-অসদতীত অব্যক্ত! অনামী!
অদ্বিতীয়! প্রাচীন নবীন!
ঐ সবিতা লোললালিমারঞ্জিত
বীচি-বিকিরণী রাগদীপনায়
অভ্যুদয়ী আবেগে
অস্খল চলনে চ'লেছে—
ভূর্ভুবস্বঃ উদ্ভাসিত ক'রে
অন্তরীক্ষে স্ফোটনাবেগে
তোমারই আশিস্-উৎসারিত
অন্তর্বিকাশী ঐশীবিকিরণে
চেতনাসন্দীপ্ত ক'রে,
শ্লথমন্থর মদির আবেগে
জীবন-ধীকে নিদ্রালু চেতনায়
শ্রমবিলোল ক'রে;
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ,
রাত্রি সমাগত,
আমাদের এই চেতনদীপনা
ইষ্টার্থ-অনুকম্পী হ'য়ে
প্রাঞ্জল রাগে সমাহিত হ'য়ে উঠুক,
সুপ্তি আমাদের বোধিকে

প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
স্বস্তি সলীল নির্ঝরে
সুস্থিকে সুপুষ্ট ক'রে তুলুক,
আমাদের পরিবার, পরিজন, পরিবেশ
সবাই সম্বুদ্ধ আবেগে
সংহত হৃদয়ে
সানুকম্পী সহযোগিতায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
উদ্দীপ্ত আনতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
সুদীর্ঘজীবী হো'ক সবাই,
সুস্থিতে সুপুষ্ট হো'ক সবাই,
শান্তিতে সম্বৃদ্ধ হো'ক সবাই,
সবারই অন্তর সানন্দ সংহিতি নিয়ে
প্রীতি-ছন্দে জেগে উঠুক,
গেয়ে উঠুক—তুমি সবারই নমস্য,
তুমি সবারই সত্তা। ৩০৪৪।
১২।৪।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

দয়াল! সৃজন-সংরক্ষক!
জীবনজ্যোতি!
উষা তা'র রূপলাবণ্যে
দিগ্বলয়কে
নানা রঙ্গিল ছন্দে
ললিতরাগিণী মূর্চ্ছনায়
মধুদীপ্ত ক'রে তুলেছে;
নবীন অরুণ

অভ্যুদয়ী প্রণব-ছন্দে
বীচি-বিকিরণ বিচ্ছুরিত ক'রে
উদ্দৃপ্ত উদ্যমে জেগে উঠল,
ক্রমপদবিক্ষেপে সবিতা
আত্মবিকাশ ক'রে চ'লেছে,
জীবনমন্দিরে ঘণ্টা, শঙ্খ, কাঁসর
বেজে উঠল,
ধী চকিত চেতনায়
মলয়-রঞ্জনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে,
চেতনা শ্লথতন্দ্রামুক্ত হ'য়ে
কর্ম্মঠ আবেগে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে—
তপস্তৃপ্ত মধু সন্দীপনায়
মধু ছন্দে
আবেগফুল্ল মধু কম্পনে ;
সবিতা-দীপ্ত ঐ সংরক্ষণী আবেগ তোমার
আমাদের শ্রদ্ধাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক,
শ্রমকে সুখদীপ্ত ক'রে তুলুক,
মেধাকে স্নিগ্ধ অচ্যুত ক'রে তুলুক,
শ্রেয়তে আমাদের হৃদয়
সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছলিত অন্তরে
আমাদের সেবানুচর্য্যা
প্রীতি-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
আবেগ
একনিষ্ঠ অন্তরে নিয়োজিত হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় আমাদের কৃতী ক'রে তুলুক,
সম্বুদ্ধ, ক্ষিপ্র সম্বেগী,

ভ্রান্তিরহিত সমাহিত প্রত্যয়ের
অধিকারী ক'রে তুলুক ;
শ্রদ্ধা আসুক,
শান্তি আসুক,
স্বস্তি আসুক,
আনত সম্বেগে
তোমাতেই সবাই সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৩০৪৫।
১২।৪।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

নববর্ষের আশীর্ব্বাণী

আজ নব বৎসরের নব উদয়ন,
প্রভাতী কাকলী-সম্বর্দ্ধনায়
অর্ক-দেবতা অরুণ আবেগে
লালিভঙ্গিমায় আত্মবিকাশ ক'রে
উদীয়মান হ'য়ে চ'লেছে—
নবীন আবেগে
অভ্যুদয়ী নবীন আনন্দে
নবীন লাস্য-বিকিরণে ;
মলয়ের মধু সঙ্গীতে
ভ্রমরের মধু গুঞ্জনে
বিহঙ্গের মধু-আহ্বানে
দোদুল নৃত্যে
কম্পিত অনুকম্পায়
জীবন-দীপনা উৎচেতিত ক'রে
ঐ অরুণ উদিত হ'ল
কলকণ্ঠের আশিস্ মূর্চ্ছনায় ;
তোমরাও জাগো,

সানুকম্পী, সহযোগী ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
অভ্যুত্থানের উদিত আবেগে
আত্মবিকাশ ক'রে তোল,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
তোমাদের উচ্ছলিত জীবনস্রোতে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক—
সাত্ত্বিক সুনিষ্ঠ সম্বেগে
স্বতঃ-স্বয়ং অভিদীপনায় ;
তোমরা সুখে থাক,
সুস্থি তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
পরিবার-পরিবেশ নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হও ;
তোমাদের এক মন্ত্র হো'ক,
এক উদ্দেশ্য হো'ক,
সত্তাবরণী সমবেদী
সানুকম্পী সহযোগিতায়
বিশিষ্ট থেকেও
একত্বে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রান্ত অনুচর্য্যা নিয়ে
সম্বেগী সৌজন্য-শীতল সম্বর্দ্ধনায় ;
ইষ্টানুগ সংহতিতে সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনের
স্বার্থসম্ভূত হ'য়ে উঠুক,
পরিবার-পরিজন একত্বানুধ্যায়ী হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবেশ নিয়ে
ইষ্টার্থী এক-সম্বর্দ্ধনায়

একান্ত হ'য়ে চলুক ;
যা'রা দূরে, এগিয়ে চল তা'দের কাছে,
অমৃত-মন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
নিকটে আন ;
নিকট যা'রা, আপ্তীকৃত ক'রে তোল
পরস্পর পরস্পরকে,
বহুজীবন ঐ ইষ্টার্থকেন্দ্রে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
একজীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
অভ্রান্ত-বোধসম্পন্ন হও তোমরা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
তোমাদের অসৎ যা'-কিছু সবকে
তিরোহিত ক'রে তুলুক ;
অমৃতের অধিকারী হও,
অমৃত-নিষিক্ত ক'রে তোল সবাইকে,
অমর ছন্দে পদক্ষেপ ক'রে
অমরার অমৃত উপভোগ কর,
শান্তি, স্বস্থি ও সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যর্থিত হো'ক
প্রতিটি-তুমি প্রতিটি-অন্যের
আন্তরিক অভিদীপনায়,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠুক যা'-কিছু
সেই একান্তে—ঈশ্বরে—অনুপমে। ৩০৪৬।
১৩।৪।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
বোধিস্থানের উদ্ভব হয়,

এই বোধিসম্পন্ন অনুষ্ঠানই প্রথার উদ্দীপক,
আর, বোধিহারা অনুষ্ঠান
প্রথার কঙ্কাল যদিও,
তথাপি ঐ বোধিরই সম্ভাব্য উদ্গাতা,
তাই, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ",
আর, অনুষ্ঠান যেমন সৎ
প্রথাও তেমনি সৎ-সম্বুদ্ধ,
আবার, ওর বাড়াবাড়িও
পীড়াপীড়িই সৃষ্টি করে। ৩০৪৭।

১৩।৪।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

শ্যামকে যদি রাখ,
আর চরিত্রও যদি তোমার
শ্যামপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
পেছটানের তোয়াক্কা যদি না কর কিছু,
কুল কলগতিতে আপনিই
উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে,
শ্যামকে ছেড়ে কুল যদি রাখতে চাও—
শ্যামও থাকবে না,
কুলও বিপর্য্যস্ত হবে ;
তাই, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি
এমনতর দ্বন্দ্বে দিকহারা হ'য়ো না। ৩০৪৮।

১৩।৪।১৯৫১, সকাল ১০-৪৫

ঈশ্বরকেই ভালবাস,
আর, ঐ ভালবাসার অর্ঘ্য
তোমারই পূরয়মাণ বেত্তা ইষ্টপাদমূলে

নিবেদন কর,
কারণ, তিনিই তাঁ'র আশিস্-মূর্ত্তনা ;
তাঁ'র ঐশ্বর্য্যকে যত্ন কর
সম্ভ্রান্ত পরিচর্য্যা নিয়ে,
কারণ, ঐ ঐশ্বর্য্য তাঁ'রই,
আর তাই ব'লে, তোমার পোষণীয়
পালনীয়, পূরণীয় তা'—
তা' মানুষই হো'ক,
বিত্তসম্পদ যা'ই হো'ক না কেন ;
ঐ যত্ন সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমারই পূরয়মাণ ইষ্টপাদমূলে
অর্ঘ্য-অন্বিত হ'য়ে ঐ তাঁ'তেই—
ঐ ঈশ্বরেই,
তবেই তুমি ও তোমার যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
নয়তো, ব্যর্থ হবে তুমি,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ ভোগলালসা ও বিত্ত-এষণা
ব্যাহত ক'রবে তোমার সব যা'-কিছুকে—
তা' তোমাতে
আগ্রহ উদ্দীপ্ত যতই হো'ক না কেন। ৩০৪৯।
১৩।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-১০

তোমার অনুরোধে
তোমার কোন কাজ
নিষ্পন্ন করবার জন্য
তোমাকে অনুগ্রহ ক'রে
কেউ যদি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে—

সে-দায়িত্বের অংশীদার হ'তে যেও না,
সে করুক বা না করুক
ঐ দায়িত্বের চাপ
যেন তা'র মাথায়
অর্থাৎ বোধে
অব্যাহত হ'য়েই চলে,
ঐ দায়িত্ববোধকে
পিচ্ছিল হ'তে দিও না,
এড়ানো সম্ভবপর
এমনতর কোন কিছুই ক'রো না,
এমনতর ক'রেও
তোমার সাধ্যে যতটুকু কুলায়
সাহায্য কর তা'কে—
সতর্ক নজর রেখো,
আর, তা'র পরিপূরণ ক'রতে
যেখানে যেমন সুযোগ ও সুবিধা পাও
তুমিও সাধ্যমত
গ্রহণ ক'রো তা';
এই চলনে তুমিও তোমার
যথাসৌষ্ঠব যোগ্যতাসম্পন্ন
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
অনেকখানি কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে পারবে,
আর, যিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন অনুগ্রহ ক'রে
তাঁ'কেও নিষ্পাদন-তৎপর হ'তে
সাহায্য করাই হবে। ৩০৫০।

১৪|৪|১৯৫১, সকাল ৯-১০

প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে যা'র যেমনতর—
প্রীতিও পাবে তা'র তেমনিই। ৩০৫১।
১৪।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-৪০

স্বার্থগৃধ্নুতার অভিভূতি পেয়ে বসবে যেমন
পরার্থপরতা অবজ্ঞাত হ'য়ে—
তোমার স্বার্থের মূলে
কুঠারাঘাত তেমনিই হবে। ৩০৫২।
১৪।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-৪৫

যা' আদর্শপরায়ণ উদ্দেশ্যে অটুট থেকে
তাঁ'রই উপচয়ে
তাঁ'রই স্বার্থে, সমর্থনে, প্রতিষ্ঠায়
যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠাকে নিষ্পন্ন ক'রতে পারে,
তা'ই হ'ল ব্যক্তিত্ব;
আবার, যে-ব্যক্তিত্ব
গণস্বার্থ, গণধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
যেমন ক'রেই হো'ক
উপচয়ী হিতী সম্বর্দ্ধনায় নিয়োগ ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,—
সেই ব্যক্তিত্বে সত্যনিষ্ঠা
সহজ কুশল তাৎপর্য্যদীপ্ত। ৩০৫৩।
১৪।৪।১৯৫১, রাত্রি ৭-৩০

যা'ই বল, যা'ই কর, আর যেমনই চল,
তা'তে যেন

পরিবেশে যে বা যা'রাই থাকে তোমার কাছে
আন্তরিক দীপনা নিয়ে
তোমাতে লগ্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ লগ্ন-সংহতিতে উচ্ছল হ'য়ে
তোমার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে উপচয়ী হয়ে
তোমার ইষ্টার্থকে
উপচয়ে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
তবে তোমার ঐ করা-বলা-চলা
সার্থক হ'য়ে উঠবে
উপচয়ী ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠায় ;
তাই, পরিবেক্ষণী পরিচর্য্যা নিয়ে
ভাবভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ নজর রেখে
লগ্নকে লাগোয়া ক'রতে ভুলো না,
স্মিতশুভ্র পরিবেদনা
বোধে উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রসাদের মন্দারমালা
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রবে। ৩০৫৪।
১৫।৪।১৯৫১, বেলা ১১-৫

উন্নতির কীলকই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থপরায়ণতা,
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতা যত খাঁটি হ'য়ে চ'লবে—
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অবজ্ঞা ক'রে,
চিন্তা, চলন, আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে
কর্ম্মাশুপ্রেরণায়,
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধানতিতে,—

উন্নতিও তত কম্বুকণ্ঠে
তোমার জয় ঘোষণা ক'রবে,
উপচয়ী ক'রে তুলবে ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ
তোমাতে সেবানন্দিত হ'য়ে
উদ্‌গতিতে বিবর্ত্তনদীপ্ত হ'য়ে চ'লবে,
এর খাঁকতি যেখানে যেমন
টানাটানিও সেখানে তেমনি ;

নারায়ণকে ভালবাস,
তাঁকেই মুখ্য ক'রে তোল—
নারায়ণী লক্ষ্মীতে আরতিসম্পন্ন হ'য়ে,
তবেই তিনি পদ্মহস্তে
তাঁ'রই স্নেহল অঙ্কে
পোষণপুষ্ট ক'রে তুলবেন তোমাকে,
তোমার উত্তর-সাধক যা'রা
অভীঃরবে
উচ্চলে সচ্ছলগতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে তোমাকে,
পরার্থপর ত্যাগ
উপভোগে সার্থক হ'য়ে উঠবে। ৩০৫৫।
১৫।৪।১৯৫১, বেলা ১১-২৫

যদি জীবন ও জাতিকে
জাজ্বল্যমান জীয়ন্ত ক'রে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে চাও
সব-দিক-দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে,
তবে, শ্রেয়সন্দীপী বৈশিষ্ট্যপালী
সুষ্ঠু বিবাহ ও সুপ্রজনন-নীতিকে

এখন থেকেই আঁকড়ে ধর,
অভ্যাসে প্রথাগত ক'রে ফেল,
সুসন্তানের অধিকারী হবে,
সম্বর্দ্ধনায় সঞ্চরণশীল হ'য়ে চ'লবে ;
নয়তো, ঐ সন্তান-সন্ততি
তোমার বিপাক-বিধ্বস্তির ইন্ধনই হ'য়ে চ'লবে,
রোগ-শোক-দারিদ্র্যাকুলিত অভিসম্পাতে
ক্ষয়িষ্ণু হ'য়েই চ'লতে হবে। ৩০৫৬।
১৫।৪।১৯৫১, রাত্রি ৮-১০

পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মী যা'
তা' তোমার বহুদর্শী বোধিবৃত্তির কাছে
সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
প্রয়োজনমাফিক যখন যেমনতর যতই
সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠবে,
যেমন জল-আগুন, খাদ্য-অখাদ্য,
ন্যায্য-অন্যায্য, দয়া-দাক্ষিণ্য-সেবা,
কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি—
বোধি-তাৎপর্য্যে অন্বিত হ'য়ে
শুভ-সামঞ্জস্যে,—
কর্ম্মনিপুণ প্রয়োগ-প্রজ্ঞা
ততই তোমাকে বিবর্ত্তনে
ভগবত্তায় উৎসর্গীকৃত ক'রে তুলবে—
সুকেন্দ্রিক, ইষ্টার্থদীপনী
পরমার্থপ্রবুদ্ধ হ'য়ে। ৩০৫৭।
১৫।৪।১৯৫১, রাত্রি ৮-৫৫

প্রবৃত্তির অসৎ-অভিভূতির হীনম্মন্য প্ররোচনা
কূট নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
যখনই বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির সংঘাতে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে আহত হ'য়ে চলে,—
সৎ ততই স্বকেন্দ্রিক বিবেক-বিচ্ছুরণে
এগিয়ে আসতে থাকে সেদিকে,
নারায়ণের নিরাকরণী পদ্মহস্ত
ততই উত্থিত হ'তে থাকে—তা'র দিকে। ৩০৫৮।
১৬।৪।১৯৫১, রাত্র ২-৫০

তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যই হো'ক,
সহৃদয়তাই হো'ক,
আর ঔদার্য্যই হো'ক,
যখনই দেখবে, অসৎ যা', শাতনী যা'
তা'কে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলছে,
তা' কিন্তু সদ্‌গুণ নয়;
অসৎ-অভিভূত পরাজয়ই দুর্ব্বলতা,
তা'তে তুমি বিপাকবিধ্বস্ত তো হবেই,
তা' ছাড়া, পরিবার-পরিবেশও
রেহাই পাবে না তা' হ'তে। ৩০৫৯।
১৬।৪।১৯৫১, রাত্র ২-৫৫

সর্ব্বান্তঃকরণে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়েও
অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত
স্থিরচঞ্চল হ'য়ে চ'লো,
প্রত্যেকটি ব্যাপার, বিষয় ও অবস্থাকে
অন্তর্ভেদী চক্ষুষ্মান চকিত দৃষ্টি নিয়ে

মুহূর্ত্ত পর্য্যালোচনায়
তা'র প্রত্যেকটি পরতকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন ক'রে
অধিগমনী ধারণায় নির্দ্বন্দ্ব হও,
আর, অনুকূল নিয়ন্ত্রণে
তা'কে শুভ সংস্থিতিতে সংস্থ ক'রে তোল
ক্ষিপ্র তৎপরতায়;
তোমার বহুদর্শিতা এমনি ক'রেই
বোধিবিজ্ঞতায় উৎসরণশীল হ'য়ে চ'লবে,
ধৃতিশক্তিও বোধি-সমন্বিত বিবেচনাবেক্ষণ নিয়ে
তৎপর হ'য়ে উঠবে,
কর্ম্মঠ যোগ্যতায়, দৃপ্ত কৃতিত্বে
কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি,
এমনতর অনুশীলনী সঙ্কল্প নিয়ে চল
প্রতিপদক্ষেপে,
আক্ষেপে অবশ হ'য়ে থাকতে হবে না। ৩০৬০ ।*
১৬।৪।১৯৫১, রাত্রি ১১-৪০

কোন মেয়ে যদি অপহৃতা হ'য়েও
কামবৃত্তি চরিতার্থতার ইন্ধন না হ'য়ে ওঠে,
তা'কে ধর্ষিতা ব'লে গ্রাহ্য করা
ঔচিত্যেরই অবমাননা,
তা'র কামুকবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি—
এমনতর প্রমাণ যদি পাওয়া যায়
তা' তো ভালই,
তা' যদি নাও পাওয়া যায়—

*থিয়েটার দেখতে-দেখতে রঞ্জন ভিলার মাঠে বসে দেওয়া।

সে সম্বন্ধে তা'র কথাই
যথেষ্ট ব'লেই গ্রহণীয়,
অপহৃতাকে ধর্ষিতা ব'লে আখ্যাত করা—
গণসমাজের পাপ, কলঙ্ক ও ক্ষতি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
আর, গর্হিত কিছু ক'রেছে
এমন সন্দেহও যদি হয়—
ঋতুস্নাতা হ'লেই সে পরিশুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
এটা স্মৃতিরই উপদেশ ;
ভগবান অত্রি বলেছেন ঃ—
"ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী, ন কামোঽস্যা বিধীয়তে
ঋতুকাল উপাসীত পুষ্পকালেন শুধ্যতি ।" ৩০৬১ ।
১৭।৪।১৯৫১, রাত্র ১-১৫

যে-কোন পুরুষ
তা'র বৈশিষ্ট্যে, বর্ণে অটুট থেকে
পঞ্চবর্হিকে অক্ষুণ্ণ রেখে
বিহিত অনুলোমক্রমে
যে-কোন জাতীয়া স্ত্রীতে
বিবাহনিবদ্ধ হো'ক না কেন,
সে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণ ও জাতি হ'তে
এতটুকুও স্খলিত তো হবেই না,
বরং তা' বহুত প্রশংসনীয়ই ;
পরিবার বা সমাজ যদি তা'কে ত্যাগ করে—
জাতি ও বর্ণঘাতী পাতিত্য
সেই পরিবার বা সমাজকে রেহাই দেবে না । ৩০৬২ ।
১৭।৪।১৯৫১, রাত্র ১-৩০

বিপর্য্যয়ী দূষক-জনন-জাতক
অব্যবস্থচিত্তই হ'য়ে থাকে,
অনুক্রমিকভাবে
ভাল-মন্দের উপর্য্যুপরি আনাগোনা
তা'দের অন্তঃকরণকে আলোড়িত ক'রেই চলে,
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
স্থিরচঞ্চল প্রতিভাদীপ্ত
হ'য়ে উঠতেই পারে না তা'রা,
বোধ ও চিন্তার বিপর্য্যয়ও তা'দের
অব্যবস্থরূপই পরিগ্রহ করে,
অসৎনিবন্ধী প্ররোচনাই তা'দের পেয়ে বসে
প্রায়শঃ,
তাই, তা'রা সাধারণতঃ
অসৎকর্ম্মাই হ'য়ে থাকে—
যদিও সৎ-অভিদীপনা
বিদ্যুৎঝলকের মত উদিত হ'য়ে
পুনঃপুনঃ ঘোর তমসারই সৃষ্টি ক'রে দেয়,
প্রায়ই আত্মঘাতী গণদূষক সংক্রামকতাতেই
পরিচালিত হ'য়ে চলে তা'রা—
কখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত
কখনও বা বিপর্য্যয়ী বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে;
সত্তাসম্বর্দ্ধনী শঠতা বা অনুপ্রেরণা
অকিঞ্চিৎকরই তা'দের কাছে,
ক্রূর-নিষ্ঠুর-প্রবৃত্তি-প্রতিষ্ঠই তা'রা হ'য়ে থাকে,
আর, তাই-ই তা'দের শ্রেয়ার্থ-পরিসেবনা,
ঐগুলিই তা'দের দুষমনী দৌলত,

অনুবেক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখো,
আর, হিসাব ক'রে চ'লো। ৩০৬৩।
১৭।৪।১৯৫১, রাত্রি ২-৪৫

সত্তাঘাতী যদি কোন বিপাক হয়—
সত্তাসংরক্ষণী উপায়স্বরূপ
ছল, মিথ্যাচার, আত্মগোপন
ভান বা কুটিল কপটতা,
এমন-কি, প্রয়োজনমত আক্রমণকারীর অপলোপ ক'রেও
যদি সত্তা-সংরক্ষণ করা যায়,
তা'তেও পাতক হয় না,
আর, তা' দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নয়কো—
বরং উপস্থিতবুদ্ধিরই বিকাশ;
সত্তানিষ্ঠ যা' তা'ই সত্যনিষ্ঠা,—
যদি তা' অন্যান্যের ক্ষতিকারক না হয়,
বা সংহতি বা ইষ্টার্থের পরিপন্থী না হয়। ৩০৬৪।
১৭।৪।১৯৫১, রাত্রি ৩-২০

যে কলা বা সাহিত্যে বিপর্য্যয় আছে—
কিন্তু তা'র অতিক্রমী পরিবেদনা নাই,
তা' মানুষকে বোধিদীপ্ত ক'রতে পারে না,
নিরাশায় আশা সঞ্চার ক'রে তুলতে পারে না,
অন্ধকারে আলোক ধ'রতে পারে না,
তাই, তা' অমৃতপন্থী নয়কো—
সৌন্দর্য্যে তা'
যতই দীপ্তিপ্রভ হো'ক না কেন। ৩০৬৫।
১৭।৪।১৯৫১, রাত্রি ৩-৫০

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্তার অপচয়ী না হ'য়ে ওঠে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ যেমন তা'র
কোন দূষিত বা বিকৃত অঙ্গকে
ত্যাগ না ক'রে
তা'র শুদ্ধিতে প্রয়াসশীল হয়,—
আবার, ত্যাগ বা ছেদ ক'রলেও
সে-অঙ্গ তা'রই দূষিত অঙ্গ ব'লেই
আখ্যাত হ'য়ে থাকে,—
তা' অন্যের—এ পরিকল্পনা
স্বভাবতঃই ধারণায় আসে না,
পুরুষের স্ত্রীও তেমনতরই,
ভ্রষ্টা, নষ্টা বা বিকৃত হ'লেও
তা' অপরিহার্য্যই হ'য়ে থাকে,
পরিহারের প্রয়োজন কেবল তখনই হয়—
যখন সত্তার অপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
আবার, সে ত্যাগ বা পরিহারেও
তা'র স্বামিত্ব লোপ পায় না—
যদিও ঐ স্ত্রী নষ্টা বা বিকৃতা ;
ঈশ্বরের নিবন্ধ অমনতরই। ৩০৬৬।
১৭।৪।১৯৫১, বেলা ১১-৫

তোমার অহং ইষ্টার্থ-পরিসেবী হো'ক,
হামবড়াই
উপচয়ী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
আত্মপ্রসাদ-গুরু-গৌরবী হো'ক,
ওর নিজত্বের হীনম্মন্য বড়াই গলিত হ'য়ে
ইষ্টার্থনিবদ্ধ হো'ক,

যখনই দেখছ, তোমার ব্যাহত প্রবৃত্তি
হীনম্মন্যতায় সংঘাতক্ষুব্ধ হ'য়ে
দ্রোহের সৃষ্টি ক'রে চ'লেছে
বা মুহূর্ত্তেই দ্রোহদৃপ্ত হ'য়ে পড়ে,
তখনই বুঝবে, অকপট হৃদয়ে
তোমার প্রিয়পরম ইষ্টকে
ভালবেসে উঠতে পারনি,
তোমার অন্তরে ঐ হীনম্মন্য অহং সম্বদ্ধ হ'য়ে
মান, বড়াই, প্রতিষ্ঠাপ্রত্যাশা
কিলবিল ক'রছে,
ইষ্টার্থ তখনও তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি
স্বাভাবিকভাবে,
ইষ্টার্থ তোমার অহঙ্কার হ'য়ে ওঠেনি
স্বাভাবিকভাবে,
তোমার প্রবৃত্তিপীড়িত অহং
সংঘাত-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
এমনতর কল্পনার সৃষ্টি ক'রতে পারে
যে-আকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে
ঐ প্রিয়পরম-প্রীতিকে
এক লহমায়
টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলতে পার তুমি,
তখন পর্য্যন্ত তুমি
সেই হীনম্মন্য অহং-অভিভূতি-গ্রস্ত হ'য়ে আছ,
একটা কাঁচা, উত্তেজনা-অভিদীপ্ত
আত্মপ্রতিষ্ঠ অহঙ্কার নিয়েই
বসবাস করছ তুমি,
তখনও তোমার হৃদয় সঙ্কীর্ণ,

উন্নতির পথে যা' চ'লছ
তা' তোমার ঐ প্রিয়পরমেরই বিনিময়ে,
তোমার অন্তঃকরণের বিনিময়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তুলবার
দুরাগ্রহ আগ্রহ ধূমসঙ্কুল,
জ্বলন-দীপনায় জ্বলে ওঠেনি তা' ;
তাই, তুমি কা'রও নিয়ামক হবার
বাস্তব উপযোগিতা লাভ করনি তখনও,
আত্মপ্রসাদী ইষ্টার্থপরায়ণ নেতৃত্ব
তোমার জন্য হয়তো নিকটেই অবস্থান ক'রছে,
কিন্তু তা'র স্পর্শ লাভ করনি,
নিজার্থ-পরিচর্য্যায়ই পরিসেবিত তুমি তখনও ;
নিজেকে বোঝ,
আরও অনুসন্ধান কর,
অনুধাবনায় ইষ্টার্থ-ধৃতিসম্পন্ন হও
সর্ব্বান্তঃকরণে—
স্বর্গ পুষ্পবৃষ্টি করুক ;
নয়তো, জেনে রেখো—
শাতনের কোটর চক্ষু
কুটিল কটাক্ষে মিটির-মিটির ক'রে
তোমারই পিছু নিয়ে চ'লবে ;
পরাক্রমী প্রীতি-আরতি-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ অভিদীপনায়
তা'কে ব্যাহত ও বিতাড়িত ক'রে দাও,
তোমাকে অনুসরণ তা'র পক্ষে যেন
ভয়াল হ'য়ে ওঠে,
উর্জ্জী ভক্তি অমন হৃদয়েই বসবাস করে। ৩০৬৭।
১৭।৪।১৯৫১, বিকাল ৬-৫

হজরত রসুলই হোন—
বা তাঁ'র পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতপুরুষই হোন—
আর পরবর্ত্তী যাঁ'রাই হোন—
তাঁ'দের পরস্পরকে পরস্পরের
প্রতিবাদক ব'লে যা'রা মনে করে—
তা'রা ভুলই করে ;
তাঁরা প্রতিবাদক তো ননই,
বরং পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক,
কারণ, প্রত্যেকে তাঁ'রা
এক অদ্বিতীয়েরই অনুপ্রেরিত বার্ত্তিক,
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে
যে-সমস্ত সত্তানুপূরণী বিধান আছে—
আপাতদৃষ্টিতে সেগুলির গরমিল দেখলেও
বিবেচনার বিহিত অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে
মীমাংসা সলীলই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, প্রেরিতদের ভিতর ভেদ দেখতে যেও না,
কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
তাঁ'দের থেকে অনুপূরণী যা'-কিছু সংগ্রহ ক'রে
আরো হ'তে আরোতরে
বিবর্ত্তিত ক'রে তোল নিজেকে ;
প্রত্যেক পূর্ব্বতন যাঁ'র
প্রত্যেক বর্ত্তমানও তাঁ'র,
তাই, প্রত্যেক বর্ত্তমান
প্রত্যেক পূর্ব্বতনকে অনুপূরণী ধ'রে
তাঁ'র অনুপূরণী হ'য়ে যদি না দাঁড়ান—
তাঁ'র ভিতরে ঐ পূর্ব্বতন

আবির্ভূতও হ'তে পারেন না,
অন্বিতও হ'তে পারেন না ;
পূর্ব্বতনের প্রতিবাদক যাঁ'রা তাঁ'রাই পর,
অনুপূরক যাঁ'রা, তাঁ'রাই আপ্ত। ৩০৬৮।
১৮।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

যা'রা ঈশ্বরের নামে অনুবদ্ধ হ'য়েও
প্রতিবাদক-চলন-সম্পন্ন,
অন্বয়ী-অনুপূরণ-হীন—
কাপট্যই তা'দের অন্তর্নিহিত সমাবেশ। ৩০৬৯।
১৮।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-৩৫

বিচক্ষী অনুসন্ধিৎসা যেখানে নাই
ত্রুটির বহর সেখানে যথেষ্ট,
অসুবিধার আমদানী ও অকৃতকার্য্যতাও
সেখানে অজচ্ছল। ৩০৭০।
১৩।৪।১৯৫১, বেলা ১১-৪

বোধি যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ,
উপচয়ী, কর্ম্মঠ না হয়,
তা' প্রজ্ঞাকে অভ্যর্থনা ক'রতে পারে না। ৩০৭১।
১৯।৪।১৯৫১, দুপুর ১২-২৫

যা'কে শ্রেয় ব'লে অবলম্বন বা গ্রহণ ক'রেছ,
তাঁ'র শাসন বা ভর্ৎসনা যদি
তোমাকে বিক্ষুব্ধ বা চ্যুত ক'রে তোলে,
বুঝতে হবে—

তুমি তাঁকে শ্রেয় ব'লে ধরনি,
তোমার প্রতি তাঁ'র তোয়াজই
তোমার কাছে শ্রেয় হ'য়ে ব'সে আছে,
তাই, উৎকর্ষও অবগুণ্ঠিত হ'য়ে চ'লেছে। ৩০৭২।
১৯।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

তোমার সমক্ষে কেউ যদি
কা'রও সুখ্যাতি করে,
আর, তা' যদি অসৎ-উদ্দীপী না হয়,
তা'তে তুমি সুখী না হ'য়ে
ক্ষোভান্বিত, বিরক্ত হ'য়ে উঠছ যখনই,
বুঝে নিও—
দৈন্যপীড়িত প্রবৃত্তি-অভিভূতি
তোমার অহংকে হীনম্মন্য ক'রে তুলেছে,
আর, এই নীচু অহং
তোমার নীচু পথের সাথীয়া,
তাই, বিড়ম্বনার উপঢৌকনই
তোমাকে
স্রিয় বর্দ্ধনার অতলে টেনে নিয়ে যাবে। ৩০৭৩।
১৯।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

ক'রতে ক'রতে যে-জন যায়
কৃপার আশিস্ সেই তো পায়। ৩০৭৪।
১৯।৪।১৯৫১, রাত্র ১০টা

প্রীতি ক্ষরিত হয় বিরহের অশ্রুজলে,
আর, শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
প্রেয়ার্থী উপচয়ী কর্ম্মদীপনায়। ৩০৭৫।
২০।৪।১৯৫১, সকাল ৭-৪০

জীবনের তীব্র প্রীণন-অভিযানই
কৃপাকে আহরণ ক'রতে পারে। ৩০৭৬।
২০।৪।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

আস্থা, কৌশল, চাপ
তিনই বলের মাপ। ৩০৭৭।
২১।৪।১৯৫১, সকাল ৬-৩০

যে-স্ত্রী ইষ্টানুগ শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
স্বামী-স্বার্থী ও তদনুবর্ত্তিনী নয়কো,
তৎপ্রতিষ্ঠাত্রী নয়কো,
পাতিব্রত্য যা'র
বিকৃত, ভ্রষ্ট বা অন্য-অনুরতিসম্পন্ন,
বাক্য, ব্যবহার ও পরিচর্য্যা তৎপোষণী নয়,
যে সুষ্ঠু সদাচারসম্পন্না নয়কো,
গুরুজন ও নির্ভরশীল যা'রা—
তা'দিগের সুনিয়ন্ত্রণী ও পরিপালী নয়কো,
অথচ তাচ্ছিল্যপ্রবণ, মুখরা, দোষদৃষ্টিপরায়ণা,
শ্রেয়ার্থ-উপেক্ষী-চরিত্র—
তা'র সহিত যৌনসংশ্রব
বা তা'র প্রদত্ত আহার্য্য ও পানীয়
সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে থাকে না,
কারণ, ঐ ক্ষুব্ধ মানসিক বৃত্তি ও ব্যবহারই
তা'র যা'-কিছু কর্ম্ম ও চর্য্যাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,

ঐ নিয়ন্ত্রণ ঐগুলিকে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
সুষ্ঠু সঙ্গত ক'রে তোলে না,
বরং দোষবহুলই ক'রে তোলে ;
তাই, যতদিন সশ্রদ্ধ সান্বয়ী সামঞ্জস্যের সহিত
তা'রা
নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না ক'রে চলে,—
ততদিন পর্য্যন্ত
তা'দের হাতের অন্ন বা পানীয়
পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
তা'রা সংসারের পক্ষে অপলাপ-স্রজী হ'য়ে থাকে,
বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-পরিচর্য্যায়
ব্যাঘাতই সৃষ্টি করে তা'রা। ৩০৭৮।
২২।৪।১৯৫১ সকাল ৮-৪৫

শ্রেয়প্রবর্ত্তক !
সন্ধিৎসু মানসনেত্রে
তোমার অন্তর ও বহির্জগতের দিকে
একটু নজর দাও,
দেখ, একটু নিবেশ-দৃষ্টিতে দেখ—
শাতন-অভিভূত প্রবৃত্তি তোমার চলার পথে
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার কণ্টকাকীর্ণ
কী জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে ;
তোমার সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে ছিটিয়ে রেখেছে
মান, অভিমান, আত্মম্ভরী স্বার্থগৃধ্নুতার
বিষাক্ত কঙ্কাল,

আর, পেছনে—
মমতাবিলোল, প্রগতিসঙ্কোচী পেছটানের
ভীতিসঙ্কুল, বিষাক্ত, ফণীনী গর্জ্জন,
প্রত্যাশার পূতিগন্ধময় পচা-গলিত মাংসের
পিচ্ছিল পঙ্কে তোমার চলার পথ
কেমনতর শোচনীয় ক'রে রেখেছে,
তা'রা তোমাকেই চায়—
জীয়ন্ত সত্তাহারা ক'রে
ঐ জড়জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে
পেছনে যা'রা আসছে
তা'দিগকেও প্রতিরোধ ক'রতে,—
তোমার সম্মুখে যেমনতর ক'রে
তা'রা দুষ্টজাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে
তেমনি ক'রেই;
তুমি সাবধান হও,
ইষ্টার্থপরায়ণ জ্বালামুখী অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে
দাউ-দাউ ক'রে পুড়িয়ে দিতে-দিতে চল;
যতই চ'লবে অমনতর—
বাতাস আর পূতিগন্ধ বইবে না,
তা'র মলয় চলনে ফুরফুরে অভিব্যক্তির সাথে
স্বর্গের সুষমা পরিবেষণ ক'রবে;
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ চরিত্র
অনুরাগ-দীপ্তিতে বিকীর্ণ হ'য়ে
তোমার বাক্য, ব্যবহার, উদ্যোগ, কর্ম্ম ও কৃতিত্বকে
প্রীতি-সম্বর্দ্ধনায় অভিষিক্ত ক'রে
লাখো তমসার বুক বিদীর্ণ ক'রে
উদ্ভাসিত আলোকে

তোমার পেছনে যা'রা,
আশেপাশে যা'রা,
তা'দের প্রত্যেকেরই পথ পরিষ্কার ক'রে দেবে ;
ঈশ্বরের জয় তোমার অন্তরে
স্ফোটন-আবেগে উদ্‌গত হ'য়ে
ছন্দায়িত লালিম অনুকম্পায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে সবাইকে,
শ্রান্তিহারা ক'রে তুলবে সবাইকে,
ক্লান্তিহারা ক'রে তুলবে সবাইকে—
প্রীতিপ্রসন্ন ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
অবিশ্রান্ত ক'রে সবাইকে
ক্লান্তিহারা শ্রম-পরিচলনে ;
তাই, ওঠ, জাগ,
দাঁড়াও, দেখ,
ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণে
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে
আগ্রহমদির আবেগ নিয়ে
সুষমায় মাতাল হ'য়ে
প্রীতিমত্ততার সমঞ্জসা-সংহতি-উৎসৃজী
ব্যবস্থপদক্ষেপে চ'লতে থাক—
পরিবেষণ ক'রে তোমার সব সম্পদ
স্থিরচঞ্চল আবেগ-আকূতিতে ;
সার্থকই যদি হ'তে চাও,
শ্রেয়ের পথে লাখো বাধাবিপত্তিকে
পুড়িয়ে, জ্বালিয়ে, ছারখার ক'রে
অমৃত সিঞ্চন ক'রতে-ক'রতে চল। ৩০৭৯।

২২।৪।১৯৫১, সকাল ৯-১০

শ্রেয়ার্থ-সম্বোধির সহিত তদর্থ-সঙ্গতি নিয়ে
তোমার করা যেমন
পাওয়াকে আমন্ত্রণ ক'রবে,
ঈশ্বরের কৃপাও তুমি পাবে তেমনি। ৩০৮০।
২২।৪।১৯৫১, রাত্রি ৯-৫৫

বিবাহিত জীবনে সুপ্রজননের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে
শ্রেয়ার্থী অনুচলনে
নিজেদের বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার সুসঙ্গতি ;
দক্ষ, ক্ষিপ্র তৎপরতায়
নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক'রে
পূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে
পরিবার ও পরিবেশের প্রীতিকেন্দ্র হ'য়ে
উৎকর্ষী চলনশীলতায়
সন্তান-সন্ততির জনক-জননী যদি হও,—
শুভজীবনের আগমনক্ষেত্র হ'য়ে উঠবে তোমরা,
নয়তো, ব্যত্যয়ী নিপীড়নে
তোমরাও নিপীড়িত হবে,
সন্ততিকেও ঐ পথের পথিক ক'রে তুলবে,
কৃতি-উৎসারণী সন্তান-সন্ততির
সৃজনক্ষেত্র হ'য়ে উঠতে পারবে না। ৩০৮১।
২২।৪।১৯৫১, রাত্রি ১০-১৫

তোমার স্বামীর কাছে
তুমি মানের দাবী রেখো না,
অভিমান ক'রো না কখনও তা'র প্রতি,

ভোগপ্রত্যাশা-প্রলুব্ধ হ'য়ে থেকো না,
তাঁ'র স্বার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে নেও—
অদ্রোহী সং-নিয়ন্ত্রণী সেবায়—
যথাসম্ভব অন্যে নির্ভরশীল না হ'য়ে,
তাঁ'র সুখ, দুঃখ, আয়, ব্যয় ও বর্দ্ধনায়
ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকো,
মনে রেখো, তুমিই তাঁ'র শুভ আশ্রয়,
তাঁ'র রক্ষা ও নিরাপত্তা যেন
তোমার কাছে অমোঘ হ'য়ে ওঠে—
কুশলকৌশলী বজ্র-কঠোর তাৎপর্য্যে—
সক্রিয় সুমন্ত্রণাকুশলতায়—সুবিবেচনার সহিত,
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ'র শুভানুধ্যায়িনী হও,
শুভসমর্থনী হও
প্রীতিপ্রসন্ন বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়ে—
সুব্যবস্থিতির সহিত,
তাঁ'র প্রতিষ্ঠাই তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হো'ক;
শ্রেয়ার্থ-পরিসেবী হ'য়ে
তাঁ'র আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে
তোমার সামর্থ্যমত
পালন, পোষণ ও প্রীণনে যত্নবতী থেকো—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে—
ক্ষিপ্র, তৎপর, বিহিত বোধি-প্রাপনানুচর্য্যায়—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সদাচারনিষ্ঠ হ'য়ে,
প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধাভাজিনী হ'য়ে ওঠ;
মনে রেখো, স্বামী কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
তোমার সত্তা,

তাই, তোমার সত্তায় তাঁকে গ্রথিত ক'রে নেও,
এই গ্রথিত অন্তঃকরণ নিয়ে
ইষ্টার্থ-সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে ওঠ তুমি,
পতিব্রতা অথবা পতিতপা সাধ্বীর
মহান কিরীটই হ'চ্ছে স্বামী—
নিজেরই পুরুষ-সত্তা। ৩০৮২।
২২।৪।১৯৫১, রাত্রি ১১টা

জননী! স্মরণ রেখো—
তোমার ইষ্টানুগ, সশ্রদ্ধ, স্বামী-স্বার্থ-পরায়ণ
প্রাণবন্ত চরিত্র—
যা' বাক্যে, ব্যবহারে ও অনুবর্ত্তী অনুচর্য্যায়
একটা সুসঙ্গত সমন্বয়ী অভিদীপনার
সৃষ্টি ক'রে তুলেছে—
তা'র মেকদার যেমনতর,
তোমাতে শ্রদ্ধাভিদীপ্ত সন্তান-সন্ততির
শিক্ষার বনিয়াদও তেমনতর;
তোমার আচার-ব্যবহার, বাক্যালাপ
এমন-কি, প্রতিটি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত
তা'দের অন্তঃকরণে
ঐ অমনতরই উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
চরিত্রকেও ঐ রঙ্গে রঙ্গিল ক'রে তুলবে,
যে জৈবী-সংস্থিতির প্রসবিত্রী তুমি
তোমার ঐ প্রকৃতি-সঙ্গত পরিচর্য্যাই
তা'দিগকে তেমনতরই উদ্‌গতির পথে নিয়ে যাবে;
তুমি নিজে সংস্থ হও,
সুনিয়ন্ত্রিত হও,

আচারে, বিচারে, বাক্যে, ব্যবহারে
যোগ্য কর্ম্মকুশলতায়
ঐ অভিদীপনা যতই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে
জলুস বিকীরণ ক'রে—
ততই আকৃষ্ট হ'তে থাকবে
তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার দিকে,
শুধু তা'রাই নয়—
এমন-কি, তা'দের পরিবেশও
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমাতে ;
ঐ অনুসরণে তা'দের যোগ্যতাও
অভিদীপ্ত হ'তে থাকবে,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলনও
নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে তেমনি,
তোমার পোষণই তোমার মাতৃত্বের
উপযুক্ত অর্ঘ্য আমন্ত্রণ ক'রবে—
তোমার তৃপ্তি
ও সন্তান-সন্ততির উদ্বর্দ্ধনের চাবিকাঠি
ঐখানে। ৩০৮৩।

২৩।৪।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

বীতশ্রদ্ধ, স্বামী-দ্বেষিণী, দ্রোহকারিণী,
দুর্ম্মুখ, অসংযত, অব্যবস্থচিত্ত,
দোষদৃষ্টিপরায়ণা, সন্দেহসঙ্কুল,
নিন্দারতা, অকৃতজ্ঞ-অপভাষিণী,
অহিতকামী, স্বার্থগৃধ্নু,
শোষণ-প্রকৃতি-সম্পন্না,
কুৎসা ও কলঙ্কবাদিনী—

এমন স্ত্রীর সাহচর্য্য
পুরুষের পক্ষে সর্ব্বনাশা,
জীবন ও শৌর্য্য-বীর্য্যের অপলাপী ;
এমনতর সংশ্রব থেকে
নিজেকে সম্যক্‌ভাবে দূরে রাখাই শ্রেয় ;
এমনতর স্থলে প্রয়োজন হ'লে
পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ প্রশস্ত। ৩০৮৪।

২৩।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

যদি সহানুভূতিপ্রবণই হও,
নিরাকরণপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
বিপন্ন বা আর্ত্ত যা'রা
তা'দের জন্য তোমার সামর্থ্য-মত
যা' পার তা' কর—
তা' কাছে যেয়েই হো'ক
আর দূরে থেকেই হো'ক ;
শুধু লৌকিকতার ভান ক'রে
কর্ম্মহীন লোক-দেখানো অনুকম্পা দেখাতে যেও না,
তোমার ঐ সাফাই
লোকহিতপ্রবণ নিষ্ক্রিয় দরদী অভিব্যক্তি
অন্যকেও অমনতর ক'রে তুলবে—
একটা বঞ্চনার সৌজন্যপূর্ণ তথাকথিত
লোকহিতী চালিয়াতী অভিব্যক্তিতে। ৩০৮৫।

২৪।৪।১৯৫১, সকাল ৭-১৫

যে-শত্রুকে উৎখাত ক'রলে
তোমার অন্তঃশত্রু গজিয়ে ওঠে,—
এমনতর কোন শত্রুকে
উৎখাত ক'রতে যেও না,
যতক্ষণ তোমার আভ্যন্তরীণ সমাবেশ
শক্ত সহযোগিতাপূর্ণ ও অচ্ছেদ্য না হ'য়ে উঠছে
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনার যৌথ সমন্বয়ে ;
তাই, এমন বিপদকে তাড়াতে যেও না
যা'কে তাড়ালে সাংঘাতিক বিপদের সৃষ্টি হয়—
নিরাকরণ-প্রস্তুতিকে প্রবুদ্ধ, প্রবল
ও দক্ষ সুসংহত না ক'রে। ৩০৮৬।
২৫।৪।১৯৫১, সকাল ৯টা

তোমার বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন
খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস
ইত্যাদি যা'-কিছুর জন্য
অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্যকে খরচ ক'রছ,
কিন্তু যে-ধর্ম্ম
তোমাকে বা তোমাদিগকে ধ'রে রাখে,
সত্তা সম্পুষ্ট ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত ক'রে নিয়ে চলে—
সুকেন্দ্রিক ক'রে—বিবর্ত্তনের পথে,
তা'র জন্য তোমার অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্য
খরচ ক'রতে নারাজ বা সঙ্কুচিত,
অথচ ও না হ'লে তোমার সব যা'-কিছুই
স্তিমিত হ'য়েই চলে ;—
ভেবে দেখ তুমি কী,

কতখানি কৃপণ-কাপট্যের ভাবে
অভিভূত হ'য়ে রয়েছ.
অর্থ, বিত্ত, সামর্থ্য দিয়ে
তুমি ধর্ম্মকে অর্জ্জন ক'রতে চাও না,
অথচ অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চাও.
বিভবকে আহরণ ক'রতে চাও,
উপভোগে অভিনন্দিত হ'তে চাও—
এটা একটা তাজ্জব কথা নয় কি ?
সাবধান হও,
শ্রেয়ার্থে শ্রম কর,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
সত্তাকে বজায় রেখে
অর্থ ও বিত্তে উপচে ওঠ,
আর, ইষ্টার্থে সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল,
নয়তো, অমঙ্গল মাঙ্গলিক ঠাট্টায়
তোমাকে বিদ্রূপ ও বঞ্চিত ক'রতে ছাড়বে না। ৩০৮৭।
২৫।৪।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

জীবনের অন্তর্নিহিত
যৌগিক আগ্রহ-আরতিই হ'চ্ছে কাম,
এই কাম যখন প্রীণন-পরিচর্য্যায়
শ্রেয়ার্থী উৎসর্গ-আনতি নিয়ে
স্বার্থসম্বুদ্ধির গণ্ডী ভেঙ্গে
আত্মবিকাশ ক'রতে থাকে,—
তখনই তা' শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমে
উৎসরণশীল হ'য়ে চলে,
আবার, স্বার্থসংক্ষুব্ধ ভোগলিপ্সা-অভিভূতির সহিত

রকমারি অভিব্যক্তি নিয়ে
উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে যখন—
তখন তা' কামায়িত কামুকতায় আত্মবিকাশ করে ;
তাই, প্রীণনপ্রসন্ন হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনী সক্রিয়তায় নিবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
স্বর্গীয় সুষমা উপভোগ ক'রবে,
নয়তো, নারকীয় পূতিগন্ধই
চাটুভঙ্গিমায় তোমাকে যে আবৃত ক'রে চ'লবে—
তা'তে আর সন্দেহ কী ? ৩০৮৮ ।
২৫।৪।১৯৫১, বিকাল ৩-১৫

কাম-ক্রোধ-লোভ সবারই আছে,
তা' যখন সুসঙ্গত সত্তাপোষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
বিবেচনার পরিপ্রেক্ষায়
সাম্বয়ী সুসঙ্গতির সহিত
ধর্ম্মদ ও সত্তাপোষণী হ'য়ে
অন্তরে বসবাস করে—তাই-ই স্বাভাবিক,
আবার, দুরূহ অভিভূতির মোহনিবিষ্টতায়
সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-উপভোগে
ওগুলি যখন সত্তাপোষণী ধর্ম্মের বিরুদ্ধ পরিচর্য্যায়
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চলে—
তা' সত্তা-সংক্ষয়ীই হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অভিভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লে
ঐ চাহিদারই মারফত
তৎসমর্থনী পরিচর্য্যায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে

সতর্ক সন্ধিৎসায়
তা'কে শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ ক'রে
যতই তুলতে পারা যায়,—
ঐ প্রবৃত্তিও ততই
অভিভূতি বা মোহমুক্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—
একটা শ্রদ্ধান্বিত শ্রেয়ার্থসন্দীপী
উপভোগ-আনতি নিয়ে,
নয়তো, তা' বৈশিষ্ট্যবিলোপী, ভ্রষ্ট,
পাপনারকী পন্থাই অবলম্বন ক'রে
সত্তার ব্যক্তিত্বকে নির্য্যাতিত ক'রেই
চ'লতে থাকে ;
বুঝতে চেষ্টা কর,
বুঝে এখনও সাবধান হও,
শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ হ'য়ে চল—
ঐ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে,
মুক্ত হবে। ৩০৮৯।
২৫।৪।১৯৫১, বিকাল ৩-৩০

কা'রও পক্ষে দাঁড়িয়ে
সুসমর্থনে তা'র বিপক্ষকে
যদি নিরোধ না কর—
সানুকম্পী সক্রিয় সৎসন্দীপনায়
সুসঙ্গতি নিয়ে
দ্রোহ-নিরসনে,
তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে
কেউ কি তোমার সমর্থনে

অমনতর ক'রবে—আশা কর ?
ক'রবেও যেমন, দেবেও যেমন—
পাবেও তেমন। ৩০৯০।
২৫।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-৩৫

নিষ্কর্ম্মা বিশ্লেষণ-অভিভূতিতে
দ্বন্দ্বসঙ্কুল হ'য়ে প'ড়ো না,
শুধু বিশ্লেষণ ক'রে ফেললেই
যে তোমার সব হ'য়ে গেল—
তা' নয় কিন্তু,
বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সংশ্লেষণকে দেখতে হবে,
সাম্বয়ী সামঞ্জস্যের সহিত
সুসঙ্গতিতে তা'কে সংস্থ ক'রে তুলতে হবে—
তা' সহজভাবে ;—
আর, সেই বোধিই তোমার সঞ্চালক বিজ্ঞতা। ৩০৯১।
২৫।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাকে বিদায় দিয়ে
পরোপকারের বাহানা নিয়ে
যা'রা বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি-পরিসেবাকে
চারিয়ে দেয়—
নিজের বাক্যে-ব্যবহারে-চরিত্রে,
তা'রাই কিন্তু সর্ব্বনাশা বেশী সব চেয়ে,
কারণ, প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে

সত্তাশোষক গর্ব্বেপ্সার আত্মম্ভরী উত্তেজনায়
মানুষকে মূঢ়-সম্বেগী ক'রে তোলে তা'রা,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বাঁধনহারা ক'রে
সংহতিকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করে। ৩০৯২।
২৬।৪।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

ঈশ্বরোপাসনায়
কৌমার্য্য যেমন অনিবার্য্য নয়কো,
তেমনি সত্তা-অপলাপী অগম্যা-গমনেরও স্থান নাই,
আবার, স্ত্রৈণ কামমুগ্ধতা
ঈশ্বরপ্রীতির অন্তরায়,
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম ও কামনাই
প্রশস্ত সেখানে। ৩০৯৩।
২৬।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

যে-কোন শুভ সঙ্কল্পই কর না কেন,
যে-কোন শুভ অনুষ্ঠানের
প্রবর্ত্তনাই কর না কেন,
যত শুভকরীই হো'ক তা',—
তা' যদি তোমার পূরয়মাণ
ইষ্ট বা আচার্য্যানুবর্ত্তিতাকে ব্যাহত করে,
তা'র পরিণাম কিন্তু অশুভই হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ,
কারণ, তা' উদ্বর্দ্ধনী-নিয়ন্ত্রণ-প্রেরণা হ'তে
অনেকখানি পিছিয়ে থাকে,
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে ওঠে না তা',
তাই, তা' পরমার্থেরও স্বার্থ-সঙ্কোচক। ৩০৯৪।
২৬।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-৫০

অনুবর্ত্তিতা যত ঢিলে—
অনুসৃজী প্রেরণাও তত শ্লথ। ৩০৯৫।
২৬।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-৫২

বেষ্টনীর সংহতিদৃঢ়তা
যেখানে যত কম,
কেন্দ্রের স্থায়িত্বও সেখানে
তত সন্দেহসঙ্কুল। ৩০৯৬।
২৬।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যে-আধ্যাত্মিকতা
বাস্তবতাকে উৎকর্ষচর্য্যী ক'রে
বিবর্ত্তনে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না
একটা বৈশিষ্ট্যপালী সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে,—
সে-আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই নয়,
তা'র অসংলগ্ন কঙ্কাল মাত্র। ৩০৯৭।
২৬।৪।১৯৫১, রাত্রি ৯-১৫

বিহিতভাবে যা' জানা গেছে—
তা'কে না-মানা
বা বিহিতভাবে ব্যবহার না-করা—
তা'ই কিন্তু বেদকে বা জানাকে না-মানা,
অস্বীকার করা। ৩০৯৮।
২৭।৪।১৯৫১, সকাল ৮-১০

যতক্ষণ নিজের চরিত্র শ্রেয়সন্দীপী
স্বকেন্দ্রিক সাম্বয়ী সামঞ্জস্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে
তা'র অভ্যস্ত অভিব্যক্তি নিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রেয়ানুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে না উঠছ—
যা'-কিছু খাঁকতির বিহিত পরিশুদ্ধিতে,
তা'র আগে তোমরা যদি সন্তান-সন্ততির
পিতামাতা হ'য়ে ওঠ,
অবাঞ্ছিত জাতকের জন্মক্ষেত্র তো হ'য়ে উঠবেই তোমরা,
এবং তোমাদের জীবনও
বিড়ম্বনা-বিমর্দ্দিত হ'য়েই চ'লতে থাকবে তা'তে,
তাই বলছি—
যেমনতর পেতে চাও বা হ'তে চাও,
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে তা' কর বা হও। ৩০৯৯।
২৭।৪।১৯৫১, বিকাল ৫-২০

তোমার বোধি, বিবেচনা,
সন্ধিৎসু পর্য্যবেক্ষণ-অধ্যুষিত
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
যতক্ষণ সহজ ও স্মিত হ'য়ে না উঠছে,
যতক্ষণ ক্লান্তিজনক, কষ্টকর রকমে চ'লছ,—
স্বাভাবিকতায় উন্নীত হ'য়ে উঠতে পারছ না তখনও,
নজর রেখো,
ওতেই আবার ছুঁতমার্গী না হ'য়ে ওঠ—

আন্তরিক দ্বন্দ্বসঙ্কুল আন্দোলন-অভিভূতি নিয়ে ;
শ্রেয়ার্থী হ'য়ে
তাঁ'তে একটু নজর রেখে
ভালমন্দ বিবেচনা যা' তোমার মস্তিষ্কে আসে,
সেই রকমেই চল,
আর, খাঁকতিগুলির পরিশোধন কর ;
এমনি ক'রেই তোমার মস্তিষ্ক
বোধিদীপনায় ক্রমশঃ ফুটন্ত হ'তে থাকবে,
আবার, ওরই শ্রেয়ার্থ-অন্বয়ী সমঞ্জসা সঙ্গতি
বিজ্ঞতায় অধিষ্ঠিত ক'রবে তোমাকে ;
যা'-কিছু কর—
নজর রেখো তা' শ্রেয়ার্থপূরণী হয় কিনা,
অমনি ক'রেই চল—
নিজের বুদ্ধিবিবেচনা খাটিয়ে
খাঁকতিগুলিকে পরিশুদ্ধ ক'রে,—
সার্থক হবে। ৩১০০।
২৭।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যা' অবলম্বন ক'রে তোমার চলৎশীলতা
তা'কে বাদ দিয়ে তোমার উন্নতি,
—এ একটা আকাশকুসুম মাত্র ;
উন্নত হ'তে হ'লে পরেই
তা'তে অন্বিত হ'তে হবে
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে—
ওইটেই হ'চ্ছে স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ;
আর, যা'তে ওর সামঞ্জস্য নেইকো,
তা' অব্যবস্থ, উন্মার্গী। ৩১০১।
২৭।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

পূরয়মাণ শ্রেয় হ'তে
বিকেন্দ্রিক ও বিচ্যুত হওয়ার চাইতে
ভ্রান্তি বরং ঢের ভাল,
কারণ, তা' শাতনী, স্বার্থগৃধ্নু কৃতঘ্নতার আমন্ত্রণে
অবলম্বন হ'তে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে না,
ভ্রাম্যমাণ হ'য়েও কেন্দ্রায়ণী কৃতজ্ঞতায়
সমর্থ সে থাকেই,
তাই, সংশোধনও অবশ্যম্ভাবী তা'র কাছে—
তা' দুই-চার দিন আগেই হো'ক
আর পরেই হো'ক। ৩১০২।
২৭।৪।১৯৫১, রাত্র ১১-৩০

অপকর্ম্মা হিংসুটে হীনম্মন্যতার
বসবাস যা'দের ভিতরে,
তা'রা সুনিষ্ঠ, সুকর্ম্মা শ্রেয়দিগকে
পছন্দ করে না,
এড়িয়েই চ'লতে চায়—
গা ঢাকা দিয়ে
নিজেদের অশ্রেয় অপকর্ম্মশীল
হীনম্মন্য অহংকে বাঁচিয়ে রাখতে,
তাঁ'দের একটুও সুখ্যাতি
ঐ হীনম্মন্যদের অন্তঃকরণে
অশেষ কষ্টের সৃষ্টি ক'রে তোলে,
ফলে, আরো নিন্দোৎসাহী হ'য়ে ওঠে তা'রা,
তা'র ফলে, ঐ সুকর্ম্মা যা'রা
অপদস্থ হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনতরই পাপসঙ্কুল অন্তঃকরণ নিয়ে

পরিচালিত হয় তা'রা ;
তাই, শ্রেয় ও সুকর্ম্মাদের সংসর্গই
তা'দের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক,
একটু দেখলেই বুঝতে পারবে,
বিহিত ব্যবহার ও ব্যবস্থিতি নিয়ে চ'লো—
রেহাই পাবে অনেকখানি। ৩১০৩।

২৮।৪।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

ব্যক্তিত্ব-বিলোলী দুর্ব্বলতা
নিজের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে অবদলিত ক'রে
পাতিত্যের দিকেই বাঁক নিয়ে থাকে প্রায়শঃ,
ভাবে, তা'র আত্মরক্ষা ক'রবার
একমাত্র সম্বলই হ'চ্ছে—
পরাভূতি স্বীকার ক'রে
ঐ পাতিত্যের কাছেই আত্মসমর্পণ ;
ইষ্টার্থপরায়ণ, কৃষ্টিতপা হ'য়ে
সোজাভাবে দাঁড়িয়ে
বা বোধিদক্ষ, কূটকৌশলী পরিচালনাকে
অবলম্বন ক'রে
আত্মরক্ষা বা আত্মসম্বর্দ্ধনার
যত হদিশই আসুক, তা' তা'দের কাছে
আশাপ্রদ হ'য়ে ওঠে না,
পাতিত্যে আত্মবিসর্জ্জনেই তা'রা
সুবিধা ও সুযোগ মনে ক'রে থাকে বেশী—
বিকেন্দ্রিক, ব্যভিচার-বিলোল
পরাভূতির পরিপ্রেক্ষায়,
স্বার্থগৃধ্নু হ'য়ে দিন যাপন করাই

লাভজনক ব'লে বিবেচনা করে,
বুঝতে পারে না—
ঐ অজ্ঞ, তমসাচ্ছন্ন স্বার্থগৃধ্নু, তাই
তা'দের সবরকম অমর্য্যাদা বা পরাভূতির মূল কারণ,
আপ্তীকরণী পরার্থপরতা
একটা হাস্যোদ্দীপক রহস্য ছাড়া
আর কিছুই নয়কো—
এমনতরই হ'য়ে ওঠে,
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতায়
কৃষ্টিপোষণী ইষ্টার্থপরায়ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
বা যা'কে দিয়ে তা'রা পালিত হ'চ্ছে
কিংবা যা'র প্রীতিচর্য্যায় শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে রয়েছে
লহমায় তা' সবকে বিসর্জ্জন দিয়ে
পাতিত্যে আত্মসমর্পণ ক'রতে
এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না—
শ্রেয়ার্থ-সংঘাতী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়;
তাই, এমনতর দেখলেই
আবেষ্টন-নিবদ্ধ ক'রে রেখো তা'দের,
পৃথক ক'রে, পরিপোষণ দিয়ে
শাসন ও তোষণ-তৎপরতায়
ঐ ক্ষয়িষ্ণু মনোবৃত্তির অপলাপ ক'রে
আপ্তীকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো তা'দের,
নজর রেখো, যা'তে ঐ চরিত্র সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশের কেউ দুষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধন ও সৃজনী সন্ধিৎসা নিয়ে
উপচয়ে উদ্দীপ্ত ক'রে
ব্যভিচারের বিকৃত গ্রাস থেকে

যদি পার বাঁচিয়ে তুলো তা'দের,
আর, তা'ই ক'রো
যা'তে ঐ সংক্রমণে সংক্রামিত না হ'য়ে ওঠে কেউ,
এবং পাতিত্যের পোষণ-পুষ্টিতে
শাতনী সম্বর্দ্ধনায়
সংহার না নিয়ে আসতে পারে তা'রা। ৩১০৪।
২৮।৪।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

যে-মেয়েরা শ্রেয়ানুধ্যায়ী, গরীয়সী,
বীর্য্যবতী, দৃপ্তা,
সুষ্ঠু জৈব-সংস্থিতিসম্পন্ন-আভিজাত্য-প্রবণ,
তা'রা শ্রেয়চর্য্যায় তদনুধ্যায়িতা নিয়ে
আজীবন দুঃখ, কষ্ট, গ্লানির ভিতর-দিয়ে
জীবন অতিবাহিত ক'রেও
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে,
শ্রেষ্ঠ ও বড় যা'রা—তদুপাসনী সম্বর্দ্ধনায়
গৌরবান্বিত ও বিবর্ত্তন-উদ্দীপী হ'য়েই
দিন কাটাতে চায়,
তথাপি
অশ্রেয় ধনবহুল, সুখসম্ভারসম্পন্ন ভোগবিলাসে
জীবনকে অতিবাহিত করা দুরূহই বিবেচনা করে,
তা' তা'দের পক্ষে শাস্তির কিছুই নয়কো,
বরং শাস্তির বহ্বাড়ম্বর,
তা'রা কদর্য্য অবস্থায়ও
শ্রেয়ানুধ্যায়ী কর্ম্ম ও সেবানুচর্য্যায়
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়,
কিন্তু অশ্রেয়—তা' যত বড়ই হো'ক

তা'তে অভিদীপ্ত হ'তে চায় না,
বরং সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
স্নেহল চর্য্যায়
তা'কে মনুষ্যত্বের আরোতে
উপচয়ী ক'রে তুলতে
আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ;—
এমনতর মনোভাবই—মনে রেখো—
শ্রেয়সন্দীপী জৈবী-সংস্থিতির
অনুজ্ঞাবাহী আবেগ বা ঝোঁক। ৩১০৫।
২৯।৪।১৯৫১, সকাল ৭-১৫

বিধির বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা কর,
আর বিরুদ্ধচলনেই চল,
ঐ বিড়ম্বিত বিধিফল যেমনতর
তেমনতর রকমেই
তা' তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে,
তুমি পাবেও তা' হাতে-হাতে,
কারণ, তোমার অস্তিত্বই বিধি-উচ্ছ্রিত। ৩১০৬।
২৯।৪।১৯৫১, বিকাল ৪-৫

উপাসনার সময় সমাগত,
কর্ণপাত কর, শোন,
উদ্গাতার আহ্বান শোনা যাচ্ছে,
মন্দিরে যাও,
মন্দিরই স্তুতি-আগার,
ঋত্বিকের অনুবর্ত্তিতায় তোমরা
ঈশ্বরোপাসনায় নিয়ন্ত্রিত হও,

হোতার বেদগাথা শ্রবণ কর,
মিলিত হও,
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সংহতিকে সহজ ও সলীল ক'রে তোল তাঁ'রই নামে—
তাঁ'রই গুণকথা অন্তরে পোষণ ক'রে ;
মাংসাদি অখাদ্য-খাদক হ'য়ে
পলাণ্ডু ইত্যাদি আহার ক'রে
বা কোন প্রতিবেশীর প্রতি দ্রোহ পোষণ ক'রে
উপাসনায় যোগদান করা তোমার বৃথা,
-শরীর ও মনের বিপর্য্যয় হেতু
তোমার উপাসনা
সার্থক হ'য়ে উঠবে না সেখানে ;
সুকেন্দ্রিক সমবেত প্রার্থনায়
মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মিক বিকিরণ
বিকীর্ণ হ'য়ে
পারস্পরিকতায় এমনই সুকেন্দ্রিক জলুস সৃষ্টি ক'রবে
যা'র ফলে,
তুমি ঈশ্বরেই সমাহিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
শক্তিমান, স্বস্তিমান, বর্দ্ধমান হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিকশিত হ'য়ে উঠতে থাকবে ক্রমশঃ,
তাই, উপাসনায় বিরত থেকো না,
সার্থকতা সম্বর্দ্ধনার আবেগে
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবে। ৩১০৭ ।

২৯।৪।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২২

অনেকের দেখা যায়—
প্রীতি শ্রেয়ার্থসন্দীপী নয়কো,

শ্রেষ্ঠ-সত্তায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে না-কো,
যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং
তা'দের আত্মীয়স্বজনের প্রতি হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, অনেক জায়গায়
পিতামাতার প্রতিও তেমনতর হ'য়ে ওঠে না
তা'দের নিয়ামক-প্রবৃত্তি যেমনতর
তা'র পরিচর্য্যায় যেখানে যেমনতর পায়—
তা'ই ধ'রেই হয়তো
অনেকদিন কাটাতে পারে সেখানে ;
কিন্তু ঐ পরিচর্য্যায়
যা' হ'তে তা'রা পাচ্ছে—
শ্রেয় ব'লে যাঁ'কে আখ্যায়িত করে
তাঁ'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না,
অচ্যুত অনুবর্ত্তীও হ'য়ে চলে না,
শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যায়
সত্তাকে সংহিত ক'রে তোলে না,
নিজের সত্তা
তাঁ'র সত্তায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
ফলে, যখনই ঐ স্বার্থ-অভিভূতি-অনুচর্য্যায়
কোন ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়,
তখনই তাঁ'কে এড়িয়ে
সমস্ত কৃতজ্ঞতার পাশ ছিন্ন ক'রে
অন্য কোন পন্থা অবলম্বন ক'রতে
দৃকপাতই করে কম তা'রা ;
এমনতর যা'রা,
সুসঙ্গতি-সহ কুশলকৌশলী হ'য়ে ওঠে না,

বিশ্বস্ততা হ'তে তা'রা অনেক দূরে থাকে,
আত্মম্ভরী মর্য্যাদার উপাসনাই
তা'দের কাছে শ্রেয় হ'য়েই চলে স্বভাবতঃ,
ঐ অভিভূতির খোলস ভেঙ্গে
বোধিবিকিরণী প্রত্যয়ে
কাউতে বা কিছুতে
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে না,
এই এমনতর নিয়ামক-প্রবৃত্তি-অভিভূতি
তা'দের জীবনপথে
একটা রাহাজানিরই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তা'দের ঐ অবিশ্বস্ত বোধিবৃত্তি দিয়ে
অনেকের প্রতি হাত চালিয়ে
কৃতজ্ঞতার কেন্দ্রকে অপদস্থ ক'রে
ঔদ্ধত্য-জলুসের জেল্লা দেখিয়ে
বাজীমাৎই ক'রতে চায়,
কিন্তু বাজী সেখানে প্রায়ই গররাজীই হ'য়ে থাকে,
বিড়ম্বনা বিধিনিঃসৃত প্রস্রবণে
তা'দের যা' প্রাপ্তি
তা' দিতে কুণ্ঠিতও হয় কমই কিন্তু ;
এমনতর রকমের আভাস পেলে
সতর্ক দৃষ্টিতে, পরিবেক্ষণী অনুচর্য্যায়
নিজেকে সামাল রেখো,
আর, অন্যকেও সামাল ক'রতে চেষ্টা ক'রো,
আরো চেষ্টা ক'রো—
ঐ অভিভূতির বর্ম্ম ভেদ ক'রে
তা'রা যা'তে শ্রেয়ার্থসন্দীপী হ'য়ে ওঠে,
কোন শ্রেয়-সত্তায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে

নিজের সত্তাকে
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে চ'লতে পারে যা'তে ;
তা'তে তোমারও লাভ,
তা'রাও মনুষ্যত্বের ধাপে উন্নীত হ'য়ে
ঐ উপচয়ী অভ্যুত্থানকে উপভোগ ক'রতে পারবে ;
স্মরণ রেখো—
নিজের জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা গণ দ্বারা
বা অন্য কা'রও দ্বারা
শ্রেয়ের স্বার্থ যদি ব্যাহত হয়—
খাঁটি লোক যা'রা
তা'রা তখন শ্রেয়ার্থপোষণী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'দের ব্যাহত ক'রতে
এতটুকুও ত্রুটি করে না—স্বতঃ-দায়িত্বে ;
আবার, শ্রেয়-কর্ত্তৃক যদি বিড়ম্বিতও হয়,
আত্মস্বার্থে যদি অনর্থও সংঘটিত হয়,—
ঐ শ্রেয়ানুবর্ত্তিতা উদ্বর্দ্ধিতই হয় তা'তে,
ক্ষুণ্ণ হয় না,
ঐ লক্ষণই অনেকটা নির্দ্দেশক—
তা'র অনুরাগ ঐ শ্রেয়-সত্তায়
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছে কতখানি। ৩১০৮।

৩০।৪।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

যেদিন থেকে
তোমাদের বিচারালয়ে দণ্ডিত যা'রা—
তা'রা শান্তির হোতা হ'য়ে উঠবে,
তখনই সাম্য সহজভাবে
সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকবে ;

আর, এর ব্যভিচার যেখানে যত
অশান্তিও তত সেখানে। ৩১০৯।
৩০।৪।১৯৫১, রাত্রি ৮-৩০

প্রীতির প্রেয় যেমনতর—
ফলও ধরে তেমনতর। ৩১১০।
১।৫।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

তোমার বোধিকে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রণে
দক্ষকৃতী প্রাচুর্য্যের সুসঙ্গতিতে উন্নত ক'রে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
যতই নিয়োজিত ক'রতে পারবে—
সময় ও অবস্থার আনুকূল্যে
শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণে,—
বিজ্ঞতাও ততই উৎক্রমণী পদক্ষেপে
প্রাজ্ঞপ্রবর্দ্ধনায়
অভ্যর্থনা ক'রতে থাকবে তোমাকে,
আর, মনুষ্যত্বের বাস্তব বিকাশও ওতেই। ৩১১১।
১।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-২০

পূরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাসম্বর্দ্ধনী
সুকেন্দ্রিক আদর্শের উপচয়ী শুভ বিন্যাসে
ব্যক্তিগত স্বাধীন মত প্রকাশ ও কর্ম্মে অধিকার
তোমার সত্তাসংহিত,
কিন্তু যে-প্রবৃত্তি সত্তাক্ষয়কারী

বিবর্দ্ধন-ব্যতিক্রমী,
যা' তোমাকে বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে—
এমনতর প্রবৃত্তি-প্রশ্রয়ী মতবাদ ও কর্ম্মদীপনায়
তোমার স্বাধীনতা নাই,
কারণ, তোমার নিজের বেলায়ই তা' চাও না ;
যা' স্বকেই মুলতুবী ক'রে রাখে
সত্তাকে বঞ্চিত ক'রে—
সে-স্বাধীনতা কি কা'রও পছন্দ হয় ?
তা' বরং পাপেরই ;
তুমি নিজে বিভ্রান্ত হ'তে পার,
কিন্তু তাই ব'লে, অন্যকে বিভ্রান্ত ক'রো না। ৩১১২।
১।৫।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

ইষ্টহারা, ধর্ম্মহারা, কৃষ্টিহারা,
সঙ্গতিহীন, অসমঞ্জস, বিজ্ঞ বর্ব্বর হ'তে যেও না,
বরং ইষ্টার্থপরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী
সত্তা-সংরক্ষী ধর্ম্মসেবায়
কৃষ্টি-অনুচর্য্যী হ'য়ে
যোগ্যতায় কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার সব যা'-কিছু
সমন্বয়ী সুসঙ্গতি নিয়ে
ইষ্টার্থী উপচয়ে
সব উপচয়ের সার্থক বিন্যাসে
ঈশ্বরে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ তো তোমার পরমার্থ,
নয়তো, বিজ্ঞতার কচকচি নিয়ে
ভূতের বেগার খেটেই ম'রবে,

লাভ তোমাকে গরলাভের দিকে প্ররোচিত ক'রে
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিরর্থক ক'রে তুলবে কিন্তু.
বোঝ, ইষ্টার্থনিবুদ্ধ হ'য়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
অন্বিত বোধিবিজ্ঞতার কুশল তাৎপর্য্যে
যা'-কিছুকে বিন্যস্ত ক'রে
সার্থকতায় উন্নীত হও,
তোমার কৃতির মুকুট
অন্যকেও কৃতী ক'রে তুলবে। ৩১১৩।
২'৫।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

পরমত-অসহিষ্ণুতা হীনম্মন্যতার একটা লক্ষণ;
এটা যা'র যত বেশী
অসহযোগিতাও তা'র তত বেশী,
ভ্রান্তি-বিক্ষুব্ধও হয় সে তেমনি;
অন্যে কী বলে, সেটা শোন,
ধৈর্য্যের সহিত বিবেচনা কর,
তা'র অভিজ্ঞতার ভিতর কতখানি বাস্তবতা আছে
সেটাও কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা কর,
সুসঙ্গতি থাকলে
তা'কেও সমর্থন কর তেমনি ক'রে,
আর, অসঙ্গতি যদি থাকে
বিনীত সদ্ব্যবহারের সহিত
সুবিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
তা'র কাছেও সেটা ব্যক্ত কর—
ঔদ্ধত্য-আবিষ্ট দাম্ভিকতাকে এড়িয়ে
যা'তে তা'র স্বতঃ-প্রবৃত্তিই হয়

তোমার সাথে একমত হ'তে
এবং সক্রিয়তায় তোমাকে সমর্থন ক'রতে;
এমনতর সুষ্ঠু ব্যবহারই
তোমাকে প্রতিষ্ঠা ক'রবে,
আরো শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে উঠবে তুমি অনেকের কাছে,
নয়তো, সমর্থন ও সহযোগিতা হ'তে
বঞ্চিতই হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে পছন্দও ক'রবে না কেউ,
চাইবেও না কেউ,
বুঝে চ'লো। ৩১১৪।
২।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

শ্রেয়-অনাশ্রিত বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তি-অভিভূতি
যা' বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চ'লেছে—
হীনম্মন্যতার অভ্যুত্থান ওখান থেকেই,
আর, ওর থেকেই
দাম্ভিক গর্ব্বেপ্সার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। ৩১১৫।
২।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তুমি স্বার্থান্বিত যা'তে
তা'র দুঃখকষ্ট নিরাকরণ ক'রতে
তোমার প্রচেষ্টা
যদি স্বতঃ-দায়িত্বশীল হ'য়ে না উঠল—
সহৃদয়ী অনুকম্পা নিয়ে
স্বস্তি অভিদীপী সমর্থনে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,

বুঝে নিও—
তুমি স্বার্থান্বিত নও তখনও। ৩১১৬।
২।৫।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

মহৎ যাঁ'রা,
তাঁ'দের কাছে মহতী সমাবেশ হ'য়েই থাকে,
কিন্তু তাঁ'তে সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনতি-সহ
তঁৎ-স্বার্থ-সন্দীপী হ'য়ে
সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তিতা নিয়ে
তাপস অনুচর্য্যায় তাঁ'কে অন্তরে পরিস্ফুট ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে
তাঁ'তেই উপচয়ী হবার আকুতি নিয়ে
সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তাঁ'কে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে যা'রা যতই,—
মহতের মহৎ-সন্দীপনা
মনুষ্যত্বের মহামানবত্বে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে তা'দিগকে
তেমনি ততই। ৩১১৭।
২।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

সানুকম্পী-স্বার্থান্বিত-দায়িত্ব-হীন অনুগ্রহ
নিগ্রহেরই অনুপোষক। ৩১১৮।
২।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

কাম যা'দের কলঙ্কিত—
মনোবৃত্তিও তা'দের তেমনি বিক্ষিপ্ত। ৩১১৯।
৩।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৫৫

সৌরত-সন্দীপনা মানুষের জীবনে
যতই অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
দুনিয়ার সৌন্দর্য্যও তা'র চক্ষু হ'তে
তিরোহিত হ'তে থাকে তেমনি ;
আর, মানুষের
অন্তর্নিহিত সুকেন্দ্রিক যোগদীপনা
যা'র ললিতলাস্যে জীবন গজিয়ে ওঠে,
তা'কেই সুরত বা সৌরত-সন্দীপ্তি বলে। ৩১২০ ।

৩।৫।১৯৫১, সকাল ৭টা

সংশয়-শঙ্কিত প্রয়োজনের তীব্রতা
অকাট্য যেখানে—
বিশেষতঃ নিরাপত্তা-ব্যাপারে,
তা'র নিরাকরণ-প্রস্তুতি
সমস্ত উপকরণ সহিত
অন্ততঃ পাঁচগুণও হাতে রেখে
বীর্য্যী-প্রতিরোধে প্রশমিত ক'রো তা'কে,
এমনতর স্থলে টায়-টায় বা কম হিসাব
বা কম প্রস্তুতিতে
অনেক সময় বিফলমনোরথ হ'তে হয়,
সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে তা' প্রায়শঃই ;
সাবধান! তোমার বিবেচনা, ব্যবস্থিতি
ও কর্ম্মানুপ্রেরণা
যেন কার্পণ্য না করে ওখানে—
ঠেকবে না,
স্বচ্ছন্দ-চলনে চ'লতে পারবে। ৩১২১ ।

৩।৫।১৯৫১, সকাল ৮টা

যে জীয়ন্ত জীবনে ঈশ্বরের আশিস্
যেমন প্রকট হ'য়ে উঠেছে—
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ, সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
দেবত্বও সেখানে তেমনতর ;
আর, ঐ দেবাবাসই
মানুষের ঈশ্বরোপাসনার সম্বর্দ্ধনী স্তুতিমন্দির,
আবার, ঐ দেবতাই ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। ৩১২২ ।
৩।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

ঈশ্বরের বাণী বহন কর—
বাক্যে, ব্যবহারে, কুশলকর্ম্মা দক্ষতায়,
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যায়,
আবার, এই অনুচর্য্যা তোমার
ঈশগৌরবী হ'য়ে উঠুক,
মানুষকে ভাগ্যের অধিকারী ক'রে
সমৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে সর্ব্বতোভাবে
তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ কর,
কারণ, তোমার তদনুগ পরিচর্য্যা
তা'কে ভাগ্যের অধিকারী ক'রে তুলেছে ;
তোমার অনুচর্য্যা যেন
ঈশ্বরকে ভাগ্যবান ক'রে তুলেছে ব'লে
ক্লীবনন্দনা উপভোগ না করে,
এতে তোমার অহং ভূমান্বিত না হ'য়ে
ইতর হীনম্মন্যতাতেই
অভিভূত হ'য়ে উঠবে,
বরং তাঁ'র বিধি ও বাণীর পরিবেষণে
সবাইকে ভাগ্যে উন্নীত ক'রে তোল—

বিনীত পরিবেদনায়,
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার জীবন-অভিযান। ৩১২৩।
৩।৫।১৯৫১, সকাল ১০টা

যে দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত
যেই হো'ক না কেন,
বা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের বহির্ভূত থেকে
সত্তা-উপাসকই হো'ক না কেন কেউ,
জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও দ্বিজাধিকরণ-নির্ব্বিশেষে
ঈশ্বর, সত্তা, আত্মা,
এবং তদর্থপূরণী পূরয়মাণ মহানদিগকে অস্বীকার ক'রে
যদি কেউ কোন সংহতি
বা রাষ্ট্র সংগঠিত ক'রতে চায়—
সে-সংহতি বা রাষ্ট্র কবন্ধকিল্বীষী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা'র জাতীয়তার খাতিরে
ক্লীবোৎসর্জ্জনী নন্দনায়
তা'র পাদদেশে কুঠারাঘাতই ক'রে থাকে,
সর্ব্বনাশের নষ্টী বাহিনী তা'রা। ৩১২৪।
৩।৫।১৯৫১, দুপুর ১টা

বেতালকে তালিমতালে সুমধুর
উচ্চল ঐকতানিক ক'রে তোলার যে কায়দা
বা কৌশলকুশল দক্ষতা
তা'ই হ'চ্ছে কৌটিল্যের তাৎপর্য্য। ৩১২৫।
৩।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

তোমার গুণরাজি ইষ্টার্থে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
উপচয়ী সূত্রে সুসঙ্গতি-সহ
বিন্যস্ত হ'য়ে উঠুক,—
সৌন্দর্য্যে সংহত হ'য়ে উঠবে;
যে মুক্তাগুলিকে সঙ্গতিসূত্রে নিবদ্ধ ক'রে
সৌষ্ঠবে অন্বিত ক'রে তোলা যায় না,
বৈদ্যেরা কিন্তু সেগুলিকে
ভস্মে পরিণত ক'রে
রোগ-নিরাকরণী ঔষধরূপেই ব্যবহার করে। ৩১২৬।

৩।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

সত্তা যা'তে সলীল সংক্রমণে
সংহতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
শুভে, সুন্দরে ও পরাক্রমে
সংস্থিতি লাভ করে—
সত্য কিন্তু সেখানেই। ৩১২৭।

৩।৫।১৯৫১, রাত্রি ৭-৩০

গৃহস্থ! তুমি শোন,
শ্রেয়ার্থপরায়ণতা নিয়ে
যোগ্যতাকে আহরণ কর—তপযজনে,
যা' অর্জ্জন কর,—
বিহিত শুভসন্দীপী মিতিচলনে চ'লে
পরিবার ও পরিবেশের জন্য
দৈনন্দিন যা' করণীয় তা' ক'রো,
আর, ভবিষ্যতের জন্য
কিছু-না-কিছু মজুতই রেখো—

ঐ দৈনন্দিন আহরণ থেকে,
তোমার চলনা যদি এমনতর স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
ভবিষ্যতে অভাব-পীড়িত হবে তুমি কমই;
আর, লোকপরিচর্য্যা নিয়ে
তা'দের প্রীতিসম্পাদন ক'রে
ইষ্টার্থপরায়ণতার সহিত
জীবনচলনাকে যতই নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারবে,
সম্পদও তোমাকে তেমনি
তোষণতুষ্টিতে পরিপালন ক'রবে। ৩১২৮।
৩।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত
তা'র অন্যায় ও অপরাধকে
আবৃত ক'রে তো রাখই—
নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
নিন্দা-অপবাদকে
প্রদীপ্ত-অন্তরে নিরোধ করতেও
কসুর কর না,
আবার, তা'র
যে-কোন গুণ বা গুণাবলী থাক না—
উচ্ছ্বসিত অন্তরে সমর্থন ক'রে থাক,
আর, তা'র গুণস্তাবকদের প্রতি প্রীতও হ'য়ে ওঠ,
এবং স্বতঃপ্রবর্ত্তনা নিয়ে
তা'দের শুভ-সন্দীপী পরিচর্য্যায়
বিরতও থাকতে পার না,
তা'র সুখ, স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা যা'তে হয়
তা'ই তোমার কাম্য,

ক'রেও থাক তা'ই—
তা'র লাখ অনাদর ও অবহেলা সহ্য ক'রেও,
করণীয় ব'লে বাস্তব ব্যবহারে
স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে থাকে তা',
কারণ, সত্তাস্বার্থে কেউ স্বার্থান্বিত হ'লে
তা'র লক্ষণই হ'য়ে ওঠে এমনতর ;
আবার, তুমি যদি কারও স্বার্থে
অমনতর স্বার্থান্বিত না হও,
তোমার স্বার্থে কাহাকেও
স্বার্থান্বিত করার প্রয়াস বৃথা। ৩১২৯।

৪।৫।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিকভাবে দ্বেষী ও দ্বেষিণী,
এমনতর স্থলে উভয়েরই যদি
স্বতন্ত্র-অবস্থান অভিপ্রেত হয়,
এবং তা' যদি বাস্তবভাবে
স্থিরকৃত হ'য়ে থাকে,
সাময়িক উত্তেজনা-মুলক না হয়,
এমনতর স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থানই বাঞ্ছনীয়,
কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র অবস্থান-কালে
বিকেন্দ্রিক, উন্মার্গী, পূতিপঙ্কিল, প্রবৃত্তিলোলুপ
স্বৈরিণী জীবন-যাপন করার চাইতে
নিজের পিতৃকুলের সম কিংবা উচ্চ বংশ বা বর্ণে
সশ্রদ্ধ তদর্থপরায়ণতা নিয়ে
নিবাহ-নিবদ্ধ হওয়াই
ঐ দুষ্ট পঙ্কিল জীবন হ'তে
নিজেকে উন্নতমার্গ-অভিচলনে

নিয়ন্ত্রিত ক'রবার একমাত্র উপায়,—
যদিও তা' অশ্রেয়, নিকৃষ্ট ও হীনত্বব্যঞ্জক,
তবুও তা' শুভ-সন্দীপী ;
আর, ভ্রষ্টা হ'লেও
স্বামী যদি তা'কে গ্রহণেচ্ছুক থাকে,
অন্যত্র নিবাহ-নিবদ্ধ হওয়া অবৈধ তা'র পক্ষে—
তা' ঐ স্ত্রী অন্য যে-কোন দ্বিজাধিকরণের
আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকুক না কেন,
যদিও অমনতর দ্বিজাধিকরণান্তরে
সেই দ্বিজাধিকরণকেই অবজ্ঞা করা হয় ;
আর, স্বামী গ্রহণ না ক'রলেও
স্বামীর সপিণ্ড বা সগোত্রে
উপযুক্ত স্থলে নিবাহিতা হ'য়ে
তৎস্বার্থানুকম্পিতায়
শ্রেয়ানুচর্য্যী জীবন অতিবাহিত করাই শোভনীয়। ৩১৩০।
৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হো'ক না কেন,
তা'র ভাগবত নীতি যদি
পূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী না হয়,
এবং পারস্পরিকভাবে ঐকতানিক ও অনুপূরক না হ'য়ে
অসঙ্গতিশীল হয়,
এবং এক অন্যকে সমর্থন না ক'রে
অগ্রাহ্য করে,
সে-দ্বিজাধিকরণ ঈশনিঃসৃত ভাগবত ভূমিতে
প্রতিষ্ঠিত নয়কো,
বরং তা' প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী। ৩১৩১।
৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঈশ-নিয়ন্দী সৌরত-আকুতি
বিবাহের বৈধী বন্ধন,
তাই, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই
সমন্বয়ী অভিপ্রায়েই
স্বতন্ত্রীকরণ হ'তে পারে,—
যদিও তা' উভয়েরই সত্তাকে
অবমানিত ক'রে থাকে। ৩১৩২।

৪।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যে স্ত্রী স্বামী-স্বার্থান্বিতা নয়কো,
স্বামী-অনুবর্ত্তিনী নয়কো,
স্বামীর সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীলা
ও তা'র পরিপোষণী নয়কো,
এক-কথায়, সর্ব্বতোভাবে
স্বামী-সমর্থনী ও স্বামী-পরিপালিনী নয়কো,
সে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব
প্রাকৃতিক অনুশাসনই
অপহরণ ক'রে থাকে;
তাই, উভয়ের প্রতি উভয়ে স্বার্থান্বিত হ'লে
দায়িত্ব, স্বার্থ-সমর্থন, করণীয় ও ভরণীয় যা'
তা'র উদ্‌গতি হ'য়ে চলে
বৈধী পরিপ্রেক্ষায়,
আর, তা' যত শ্রেয়সন্দীপী, বৈশিষ্ট্যপালী
ভাগবত-নীতির পরিপোষণী—
তা' ততই শ্রেয় ও উৎকর্ষী। ৩১৩৩।

৪।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

মানুষ যতই ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—
তা'র সমস্ত প্রবৃত্তিগুলির সার্থক সমন্বয়ে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ সংহতি নিয়ে—
অচ্যুত অভিগমনে—
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে—
সশ্রদ্ধ কুশলকৌশলী অভিদীপনায়—
সক্রিয়ভাবে,—
সে ততই অবরুদ্ধ-সৌরত হ'য়ে ওঠে;
এমনতর যিনি তাঁ'কেই
বাস্তবভাবে অবরুদ্ধ-সৌরত বলা যায়,
কারণ, তাঁ'র অনুরাগ-উপচয়ী ইষ্টার্থনিবদ্ধ হওয়ায়
প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষেপী হ'য়ে
ছন্নছাড়া হয় না,
বরং সলীল সংহতি নিয়ে
সম্বর্দ্ধন-তাৎপর্য্যে
বীর্য্যবান পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে,
তাই, সে আত্মজিৎ। ৩১৩৪।
৪।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-১০

যে-স্ত্রী কোন শ্রেয়-পুরুষে বাগ্‌দান ক'রে
বা বিবাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে
কোন অশ্রেয়কে ভজনা করে,
সে-নারী ঘোর পাপীয়সী, লোককলঙ্ক,
সুপ্রজনন-পরিধ্বংসিনী, দুষ্টা ও দোষপ্রসূ,
তা'র সংশ্রব ও সমর্থনও পাপ-পঙ্কিল,
কারণ, সে ঐ পুরুষের জীবনীয় সৌরত-দীপনায়

সংঘাত এনে
তা'কে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে ;
আর, যে-অশ্রেয় পুরুষকে সে ভজনা করে
সে-ও সুজনন-হন্তা,
দোষ-সংক্রামক,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিধ্বংসী, কুৎসিত কিল্বিষবাহী,
বৈশিষ্ট্যপালী শ্রেয়সন্দীপনা-নাশী, আত্মঘাতী ;
এরা উভয়েই
সাধারণ ভ্রষ্ট চরিত্রদের চাইতেও
ঘোর পতিত,
সাবধান থেকো এদের হ'তে,
গণ ও সমাজকেও সাবধান ক'রো। ৩১৩৫।
৪।৫।১৯৫১, রাত্র ১০-৫৫

বিবাহ যেখানে
শ্রেয়সন্দীপী, বৈশিষ্ট্যপালী, প্রকৃতিপোষণী তাৎপর্য্যে
সুনির্দ্ধারিত না হয়—
সেখানে বাগ্‌দান
নারীর পক্ষে অবিধেয় ও গর্হিত,
কারণ, বাগ্‌দান ও বিবাহের পর
উদ্বর্দ্ধনের অপলাপ,
বৈশিষ্ট্যধ্বংসী কুৎসিত জননের প্রাদুর্ভাব
বা তজ্জাতীয় যে-কোন কারণেই হো'ক
স্বতন্ত্র অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভবই
নারীর পক্ষে হেয় ও অমর্য্যাদাসূচক,
তা'তে তা'র স্ত্রৈ[illegible]-সংস্থিতি
ক্রূর-কুটিল, বিক্ষিপ্ত ও অপদস্থই হ'য়ে থাকে। ৩১৩৬।
৫।৫।১৯৫১, সকাল ৮টা

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী তা' আমি বুঝি না,
বরং তা' সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হ'তে পারে,
কারণ, সব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
সত্তায় সংস্থ,
বাঁচা-বাড়ার উপাসক,
প্রত্যেকে বেঁচে, বিবর্ত্তিত হ'য়ে
আরোতে উদ্গতি লাভ ক'রতে চায়,
এই বিবর্ত্তনের কেন্দ্রায়িত প্রতীকই ঈশ্বর,
তিনি এক, অদ্বিতীয়,
সত্তাকে স্বস্তিতে সঞ্চরণশীল ক'রে
ইষ্টার্থে সার্থক সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করাই হ'চ্ছে পরমার্থ,
আর, ধর্ম্ম মানে তা'ই
যা' সত্তাকে ধারণ করে,
পূরণ করে, পোষণ করে—
ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে—
বৈশিষ্ট্যধর্ম্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে—
সর্ব্বতোমুখী সম্বর্দ্ধনায়—
উন্নত সংক্রমণে ;
তাই, রাষ্ট্র ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ কী ক'রে হয়—
তা' আমি জানি না,
বরং তা' সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হ'তে পারে। ৩১৩৭।

৫।৫।১৯৫১, সকাল ১০টা

তুমি প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে চ'লবে—
প্রবৃত্তিগুলির প্রবর্ত্তনামাফিক খোরাক জুগিয়ে—
বিক্ষিপ্ত, বিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিত্বহারা হ'য়ে,

শ্রেয়ার্থকেন্দ্রিকতাকে
নানা যুক্তি-জলুসে বরবাদ ক'রে,
আর, ব'লবে—'শ্রেয়ার্থপরতা অন্তরের জিনিস,
বাহ্যিক অভিব্যক্তিই যে সব-কিছু—
তা'র মানে কী?'
বাহ্যিক অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে
আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে চ'লে
যে মানসিক সুকেন্দ্রিক সম্পদ বেড়ে ওঠে,
তা' বোঝবার প্রয়াসও তোমার কাছে
অবান্তর ব'লে মনে হয়,
অথচ সুখী হ'তে চাও,
জীবনে কৃতীর আসন অধিকার ক'রে
নিজের গর্ব্বেপ্সাকে পরিপোষিত ক'রতে চাও,
আবার, অপকর্ম্মের ধৃষ্টতায়
ধর্ষিত হওয়ার প্রলোভন ত্যাগ ক'রতে চাও না,
অথচ ঈশ্বরানুরাগ অন্তরে তোমার জ্বলজ্বল ক'রবে—
তা'ও কি হয়?
যেমন ক'রবে, যেমন চ'লবে
তোমার লাভও হবে তেমনি
এই তো বিধিনিঃসৃত প্রকৃতির নিয়ম;
তাই, যদি ভালই চাও,
চলও তেমনি, করও তেমনি,
নয়তো, ধ্বস্তাধ্বস্তি হাজার কর—
ওর ব্যত্যয় হবে না কিছুতেই। ৩১৩৮।
৫।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪৫

তোমার প্রিয়কে তুমি
অঢেলভাবে পরিবেষণ ক'রতে পারছ না—

বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক—সুসঙ্গতি নিয়ে—
তোমার সীমার ভিতরে—
ফুটন্ত আবেগ-তাৎপর্য্যে,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার স্বার্থ প্রেয়ার্থ-অভিদীপ্ত নয়কো
প্রীতি-অনুরাগ ব্যতিক্রমদুষ্ট,
আর, তা' দ্বিধাসঙ্কুল,
তাই, জীয়ন্ত পরিবেদনায়
তা' ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারছে না
দৃপ্ত যৌক্তিকতার বোধি-সন্মিলনে,
আর, তোমার জীবনও তাই
বহুর ভিতরেও একলা গুমরে
নিজেকে কোনরকমে চলন্ত ক'রে রেখেছে,
ফুটন্ত প্রস্রবণে বহুতে বিকীর্ণ হ'য়ে
একত্বানুধ্যায়ী প্রাণন-অভিদীপ্তিতে
তোমাকে সম্ভ্রম-সার্থক ক'রে তুলতে পারছে না,
তোমার প্রীতি স্বার্থসংক্ষুধ,
সন্দেহসঙ্কুল, কীটদষ্ট ;
যদি এমন কিছু থাকে, ঝেড়ে ফেল,
প্রিয়কে আঁকড়ে ধর,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হও—অন্তরাসী হ'য়ে তাঁ'তে,
হৃদয় গজিয়ে উঠুক তোমার,
সবার হৃদয়ে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠ তুমি,
ভক্তি-অর্ঘ্যে নন্দিত হও,
পূজারী ও দেবতা উভয়ে উভয়কেই উপভোগ ক'রে
কৃতার্থতার লালিম লীলায়

শিবসুন্দরে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
নয়তো, থেকেও পেলে না,
ক'রেও হ'লো না,
সুখদুঃখের ভিতর-দিয়ে
প্রসন্ন পরিতৃপ্তি নিয়ে
তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারলে না তুমি
তৃপ্তি দিয়ে প্রিয়কে। ৩১৩৯।
৬।৫।১৯৫১, দুপুর ২-৪০

যে-স্ত্রী আত্মসুখলিপ্সায় পীড়িত না হ'য়ে
স্বামী-স্বার্থী,
স্বামী-সত্তায় অন্তরাসী,—
সে সতীনদ্বেষিণী হ'তেই পারে না,
যদি সে-সতীন স্বামী-পোষিণী হ'য়ে
সহযোগী সম্ভ্রমে
তৎপরিচর্য্যায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে ;
সেখানে এর ব্যতিক্রম তখনই হ'য়ে থাকে—
সতীন যদি স্বার্থসন্ধিক্ষু স্বামীদ্বেষিণী হ'য়ে
স্বামীর পোষণ-পরিচর্য্যায়
ব্যাঘাত নিয়ে আসে,—
কারণ, ঐ নারী বা স্ত্রী
সহজভাবেই ভেবে থাকে—
স্বামীই তা'র সত্তা,
আর, এই সত্তায় যে সংঘাত আনে
তা'র পক্ষে সে অসৎ,
এবং অসৎ-পরিহার সত্তারই স্বভাব। ৩১৪০।
৬।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৪০

প্রয়োজনমত
উপযুক্ত পুরুষের
সবর্ণ বা অনুলোমক্রমে
তিন-চারটি বিবাহও চ'লতে পারে,
আর, বোধিবিৎ মেয়েদের পক্ষে
বৈধী হ'লেও অপকৃষ্ট-সংস্কারী পুরুষের
একমাত্র স্ত্রী হওয়ার চাইতেও
শ্রেষ্ঠের অন্যতমা স্ত্রী হওয়াও
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ;
কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পুরুষের
উপযুক্ত একবিবাহই প্র-স্বস্তির। ৩১৪১।

৬।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৪৫

যা' ক'রবে ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রেছ বা ধ'রেছ,
ভূত-ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে
এই বর্ত্তমানের উপযোগী ক'রে
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রো—
সুসঙ্গত সার্থক সমাবেশ-নিবন্ধনে,
নজর রেখো, সেগুলি যেন
শ্রেয়ার্থসন্দীপী হয়,
এই নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়েই
তোমার তপপ্রদীপ্তি বেড়ে যাবে ;
আর, অবহেলায় বা অযথা কালক্ষেপে
তা' ব্যতিক্রম-বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
ক্রমশঃই ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ তপপ্রদীপ্তি ক্রমশঃই স্তিমিত হ'য়ে চ'লবে,

যোগ্যতার অভিনন্দন
উপেক্ষা ক'রতে থাকবে তোমাকে। ৩১৪২।
৭।৫।১৯৫১, সকাল ৮-২০

ঈশ্বরকে উপভোগ করার জন্য যে-ত্যাগ
সেই ত্যাগই তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী, সার্থক,
নচেৎ ত্যাগের জন্য যে ত্যাগ
তা' বুদ্ধিবিভ্রম—রোগবিশেষ। ৩১৪৩।
৭।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৫

প্রত্যাশাপীড়িত না হ'য়ে
শুভেচ্ছাপূর্ণ ইষ্টানুগ সক্রিয় সেবাই হ'চ্ছে
সংহতির আগমনী। ৩১৪৪।
৭।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

শ্রেষ্ঠ-অনুচর্য্যা, তাঁ'র সঙ্গলোলুপতা
উদগ্র না হ'য়ে
স্তিমিত চলনে যতই চ'লছে,
মনে যেন থাকে—
ব্যতিক্রম অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে তোমার জন্য। ৩১৪৫।
৭।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

তোমার সেবা বা অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ বা প্রসন্ন হ'য়ে,
মানুষ তোমাকে যা' দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে—
তা'ই তোমার প্রীতি-উপহার। ৩১৪৬।
৭।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

ইষ্টার্থপরায়ণ সন্ধিৎসু, বোধিতৎপর
সুদক্ষ, সুচতুর ক'রে তোল তোমাকে,
যা'তে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অবাধ হ'য়ে চ'লতে পার—
অসৎকে নিরোধ ক'রে—
শাতনকে পরাভূত ক'রে। ৩১৪৭।
৭।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

হীনম্মন্য অহং গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত হ'য়ে
আত্মম্ভরী প্রত্যাশাপূরণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
যা'-কিছু সবই ক'রে থাকে,
সাধারণতঃ সে জীবনে
শ্রেষ্ঠ ব'লে কা'কেও ধ'রে নিতে পারে না,
তাঁ'র সত্তাস্বার্থী হ'য়ে উঠতে পারে না সে,
যা'কে সে অবলম্বন করে বা অনুসরণ করে,
তা'ও আত্মম্ভরী প্রত্যাশাপূরণ-আকূতি নিয়ে,
ঐ গর্ব্বেপ্সার আপূরণী প্ররোচনাই
তা'র কাছে মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়,
তা'র ব্যত্যয় যখনই হয়—
তখনই সে-সংশ্রব ত্যাগ ক'রতে
কমই কুণ্ঠা বোধ করে,
চরিত্রবিহীন প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছাই
তা'র জীবনচলনাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
সে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠতে
পারে না,

সুখ-সম্পদ, দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর-দিয়ে
তাই স্বস্তির অধিকারী হয় না,
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন পথ-কুক্কুরের মত
নানা প্ররোচনা নিয়ে
অন্তঃকরণ তা'র ঘুরে বেড়ায়,
দুর্দ্দশা ও বিপত্তির অনটন কমই হয় সেখানে ;
সে স্বস্তির অধিকারী হবে না কিছুতেই,
যতক্ষণ সে সর্ব্বতোভাবে
সব বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে
শ্রেয়ার্থপরায়ণ না হ'য়ে উঠছে—
সুখ-দুঃখ-বিড়ম্বনা সবটার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তেই সার্থক হবার
আত্মপ্রসাদী উদগ্র আকূতি নিয়ে—
জীবনের যা'-কিছু চলনাকে শ্রেয়তপা ক'রে
উপচয়ী পদক্ষেপে চলন্ত ক'রে নিজের জীবনকে,
—এই হ'চ্ছে মোদ্দাকথা। ৩১৪৮।
৭।৫।১৯৫১, রাত্র ৭টা

বিধি বা নীতি দুইপ্রকার,
এক হ'চ্ছে ভাগবত
যা' সবাইকে নিয়ন্ত্রিত করে—
যা' সার্ব্বজনীন,
অন্য হ'চ্ছে ব্যষ্টিক—
যা' ব্যক্তিগত ও দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক ;
ঐ ভাগবত নীতি যখন ব্যষ্টির ভিতরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ব্যষ্টিকে প্রকট ক'রে তোলে—

ধাতু ও প্রাকৃতিক বিশেষত্ব নিয়ে
তা'ই হ'চ্ছে ব্যষ্টিক নীতি,
তাই, তোমার ঐ ব্যষ্টিক পরিচর্য্যা
বা ব্যষ্টিক নীতি
যদি ঐ ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যোৎস্জী ভাগবত নীতির
অনুপোষক না হয়,
তা' তোমার সত্তাকে
বিপর্য্যস্ত ক'রবেই কি ক'রবে—
ব্যতিক্রমের দুর্ঘট আমন্ত্রণে,
তাই, নজর রেখো—
ঐ ব্যষ্টিক নীতি
তা' ব্যক্তিগতভাবেই হো'ক
বা গুচ্ছগতভাবেই হো'ক
আর যেমনই হো'ক—
যেন সব সময় ঐ ভাগবত বিধি বা নীতির
অনুপোষণ বা পরিপোষণে নিয়ন্ত্রিত হয়,
তবেই তা' সাত্ত্বিক হ'য়ে উঠবে
অর্থাৎ, সত্তাপোষক হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, বিপর্য্যয় ও বিড়ম্বনা অনিবার্য্য। ৩১৪৯।
৮।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

মানুষ অনেক সময় জানে না,
জানার জীবনে নতিসম্পন্নও নয়কো,
অথচ জানার বাহানা নিয়ে চলে,
কিন্তু সে খতিয়ে দেখে না—
সেই জানাটা কতখানি প্রকৃত
ও যৌক্তিক-সঙ্গতি-সম্পন্ন ;

এমনতর যা'রা তা'রা প্রায়ই
বঞ্চিত হ'য়ে থাকে
ঐ আহাম্মকী জানার দাম্ভিক গোঁড়ামি নিয়ে,
আর অনুরতদের বঞ্চিত ক'রেও থাকে
অমনি ক'রেই। ৩১৫০।
৮।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

ভগবত্তা লাভের ইচ্ছা
অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়,
কিন্তু ভাগবততপা হ'য়ে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক সান্বয়ী সামঞ্জস্যে
নিজেকে অন্বিত ক'রে
বোধিপ্রজ্ঞায় আত্মনিয়ন্ত্রণে
ভাগবত চরিত্র লাভের ইচ্ছা সাধারণতঃ কমই ;
ভাগবততপা না হ'য়ে
যা'রা ভগবত্তায় প্রয়াসশীল,
তা'রা কিন্তু হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা-প্ররোচিত প্রায়শঃই ;
ভগবত্তায় উপনীত হ'তে হ'লেই
যা'-কিছু হীনম্মন্য অহংকে গলিত ক'রে
পূরয়মাণ ভাগবত মানুষে
অচ্যুতভাবে সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠা নিয়ে
তদর্থপরায়ণতায়
নিজেকে সংহত ক'রে তুলতে হবে
প্রীতিরাগরঞ্জনায়—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য আগ্রহে,
আর, সমস্ত কর্ম্মকে, সমস্ত মননকে
ঐ তাঁ'তেই সার্থক ক'রে তুলতে হবে সক্রিয়ভাবে,

এমনি ক'রেই ভাগবতপ্রজ্ঞাসম্পন্ন
চরিত্র লাভ করা সম্ভব,
নয়তো, অমনতর ভগবত্তা-লাভ
শাতনের বিদ্রূপভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ৩১৫১।
৮।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

ভবিষ্যতে যে আপদ-অবস্থার
সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা
মিট্ মিট্ ক'রে সঙ্কেত দিচ্ছে—
তা'র জন্য পূর্ব্বাহ্নেই নিরোধ সৃষ্টি কর
নীরব পদবিক্ষেপে,
আর, এমনতর প্রস্তুতিতে প্রবল হ'য়ে থাক—
যা'তে নিমেষে
তা'কে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে পার,
দক্ষ কৌশলকুশল সংহতি ও ব্যবস্থিতিকে
এমনতরই নিরেটভাবে হাতে রেখে চল,
নয়তো, সর্ব্বনাশ
সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে আক্রমণ ক'রতে পারে,
হয়তো রেহাই পাওয়ার পথও
খুঁজে পাবে না তখন। ৩১৫২।
৮।৫।১৯৫১, বেলা ১১টা

বিভেদকে যা'রা জীইয়ে রাখতে চায়—
সংহতিকে ছেদন ক'রে,
মৈত্রী ও মিলনকে ব্যাহত ক'রে
স্বার্থগৃধ্নু তাকে ঈশ্বরপ্রীতির ছদ্মবেশে আবৃত ক'রে,—
তা'রা ঈশ্বরদ্বেষী

শাতনের দূত—
পাপের পরমাশ্রয়। ৩১৫৩।
৮|৫|১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

শাতনের প্রচ্ছন্ন চলনই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের ভিতর অবৈধ নূতনত্ব ঢুকিয়ে
তা'কে বিকৃত ক'রে তোলা,
তাই, তা' নারকীয় ডাইনী নিয়ন্ত্রণ;
যে নীতিই হো'ক—
তা' যদি
ভাগবত-নীতিকে পোষণ ও সমর্থন করে,
বিকৃত ও বিকলাঙ্গ না ক'রে
পূরণ ও প্রবর্দ্ধনশীল ক'রে তোলে,—
তা'ই কিন্তু সৎ। ৩১৫৪।
৮|৫|১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা
নারীর স্বামী-স্বার্থে সংহত হ'য়ে ওঠার পথে
বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে থাকে;
আবার, পুরুষকেও নারীর প্রতি
দায়িত্বশিথিল ক'রে তোলে,
আরো, তা'তে নারীর প্রবৃত্তিগুলির
স্বামীতে সংহতি লাভ করার
অন্তরায় তো ঘটেই,
তা' ছাড়া, তা' নারী-পুরুষ উভয়কেই
ব্যভিচার-প্রেরণা-প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,
পুরুষও নারীতে সংহত হয় না,

ফলে, প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন, ব্যতিক্রমী
বেচাল চলনে চ'লতে থাকে,
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের অপঘাতও ঘ'টে থাকে
তা'তেই,
ফলে, অপকৃষ্ট জাতকের
জনন-ক্ষেত্র হ'য়ে থাকে তা'রা ;
তাই, সত্তা ব্যাহত হয়,
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে
—এমনতর কিছু করবার স্বাধীনতা
প্রকৃতিজাত নয়কো ;
যা' যেমনই হো'ক না,
ঈশ্বরের নামে যা' নিবদ্ধ হ'য়েছে—
সত্তায় সংহত হ'য়ে সাত্ত্বিক অভিপ্রেরণায়,
তা'কে ছেদ করা
পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ৩১৫৫।
৮।৫।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

তুমি লাখ
পূরয়মাণ মহান বা সৎজনের সঙ্গ কর না কেন,
তাঁ'র সংশ্রয়ে আজীবনই কাটাও না কেন,
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তদনুবর্ত্তিতার সহিত
তদর্থপরায়ণ না হ'য়ে উঠছ,—
তোমার যে-কোন প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতাকে
বিদায় দিয়ে,
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপী চলনায়,
তাঁ'রই পরিচর্য্যাপ্রবুদ্ধ ক্লেশসুখপ্রিয়তার আলিঙ্গনে

নিজেকে তদনুকুলে নিয়ন্ত্রণ ক'রে,—
তোমার কিছুই হবে না তা'তে,
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধন খোরাকই পাবে না,
পোষণপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না তা';
সিন্ধুকুলে যতই থাক
জলাভাব মিটবে না তোমার,
শুভ-তপাই যদি হ'তে চাও,
তোমার প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতাকে
বিদায় দিয়ে
শ্রেয়ার্থী স্মিত ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে আলিঙ্গন ক'রে
সক্রিয় অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চল,
সার্থক হবে। ৩১৫৬।
৮|৫|১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

অসৎ জৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন যা'রা
অর্থাৎ, নিয়ামক-প্রকৃতি যা'দের অসৎ—
তা'রাই দুরাচার, দুষ্কৃতিসম্পন্ন, মূঢ়,
গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ নরাধম হ'য়ে থাকে,
ঈশ্বরপ্রীতি ও ইষ্টার্থপরায়ণতা
ঐ নিয়ামক-প্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে
উদ্গত হ'য়ে ওঠে না প্রায়শঃ;
তাই, তা'দের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনও সুদূরপরাহত,
ঈশ্বরপ্রীতি তো দূরের কথা,
একটা পাহাড়কে বরং একস্থান হ'তে অন্যস্থানে
স্থানান্তরিত করার সম্ভাব্যতা
কল্পনা করা যেতে পারে—
কিন্তু ঐ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সুদূরকল্পনীয়;

তাই, প্রকৃতিগত নিয়ামক-প্রবৃত্তিকে
অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসায় নির্দ্ধারিত ক'রে
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
যেখানে যা' করবার
যেমন চলবার
তা'ই ক'রো,
তোমার অজ্ঞ বা মূঢ় বিশ্বাস
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে না তোলে—
নজর রেখো। ৩১৫৭।
৮।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

ঈশ্বরের অনুগ্রহে
সৎসন্দীপী শ্রেয়ার্থ-অনুপ্রেরণায়
নারী শ্রেয় বরে বিবাহ-নিবদ্ধা হ'য়ে
সংহিতা হ'লেই
পিতামাতা হ'তে বিচ্ছিন্না হ'য়ে
ঐ বর বা স্বামীর অনুগমন করা বিধেয়,
আর, তাঁ'রই স্বার্থে স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
উৎকর্ষী পরিচর্য্যায়
সংসারকে উন্নতিশীল ক'রে তোলায়
ঐ নারীর পিতামাতার
গৌরবপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে থাকে;
আর, এর ব্যত্যয় যেখানে—
বিদ্রূপ বিষাক্ত বিজৃম্ভণে
তা'কে তো বিষাক্ত ক'রে তোলেই—
পরিস্থিতিতেও সংক্রামিত হয় তা'। ৩১৫৮।
৮।৫।১৯৫১, রাত্র ১০টা

ইষ্টার্থ-উপচয়ী গণ-স্বার্থের সাথে
তোমার স্বার্থের যোগ যেখানে
সেই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে চল,
যে-স্বার্থ ব্যষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
গণ-স্বার্থকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তোলে—
সেই স্বার্থই তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে
উপঢৌকনে অঢেল ক'রে তুলবে,
শোষক হ'য়ে উঠবে না তুমি,
অমনতর গণতুষ্টি বা পুষ্টিই তোমাকে
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৩১৫৯।
৯।৫।১৯৫১, সকাল ৯-২০

প্রতিশ্রুতি—
পরিণয়নী আশার আলো বটে,
কিন্তু প্রতিশ্রুত যা',. তা' হাতেকলমে না পেয়ে
সেই প্রত্যাশায় আলম্বিত হ'য়ে
বাস্তব করণে জড়িত হ'য়ে যেও না—
যা'তে এগুবার রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যায়
—এমনতর ক'রে,
তা'তে কিন্তু তোমার আশা
অবসানেই আবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে। ৩১৬০।
৯।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

ঈশ্বরের নামে যদি কোন শপথ ক'রে থাক,
অনুরোধ, উপরোধ বা মনগড়া-ভাবে
কোন সিদ্ধান্তই যদি ক'রে থাক,

আর, তা' যদি অসৎসন্দীপী হয়,
ইষ্টার্থপরায়ণতাকে ব্যাহত ক'রে তোলে,
সে শপথ বা প্রতিশ্রুতি অসৎ-প্রতিশ্রুতি—
বর্দ্ধনের পরিপন্থী,
তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বরকে
কৃতঘ্নতায় ব্যাহত করে তা',
তুমি তা'কে কখনই অনুসরণ ক'রো না,
প্রতিশ্রুতি-পালনের গর্ব্ব
যে-পাপের আশঙ্কা ক'রছে—
সেই পাপই তোমাকে সমত্বে সংস্থাপিত ক'রবে,
বেকুব গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত
শপথ বা প্রতিশ্রুতিই বরং পাপের। ৩১৬১।
৯।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-৩৫

যাজন কর,
ধর্ম্মানুপ্রেরিত সৎকথায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
তোমার আলোচনা, কথাবার্ত্তা
মানুষকে ঈশ্বরেপ্সু ক'রে তুলুক,
তাঁ'তে লুব্ধ ক'রে তুলুক,
তাঁ'র ভিক্ষুক ক'রে তুলুক,
যাচ্ঞাশীল ক'রে তুলুক,
যখন সে চাইবে—
অমনতর আনত হৃদয়ে,
তপ-পথে দীক্ষিত ক'রে তুলো তা'কে তখনই,
তোমার অহং যেন
তাঁ'তেই নিবুদ্ধ হ'য়ে থাকে;
এমন ক'রে কা'রও নিকটে যেও না—

যা'তে তোমার ঐ অবদান
প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারে,
তা'তে ঈশ্বরের কিছু এসে যায় না,
তোমার অন্তরস্থ তৎ-সন্দীপনাই
অবমানিত হ'য়ে ওঠে,
বুঝে চ'লো। ৩১৬২।
৯।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-৩৫

ঈশ্বর নাদোল্লাস, বোধিসত্ত্ব,
তাই, তিনি চৈতন্যস্বরূপ হ'য়েও নিরাকার—
এক, অদ্বিতীয়,
তাঁ'র প্রকাশও যেখানে যেমন—
ঈশিত্বও উদ্ভাসিত সেখানে তেমনি। ৩১৬৩।
১০।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

গণমর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনে
অন্তরাবেগকে
বৈশিষ্ট্যশালী সত্তানুগ রসসঙ্গতি-সহ
পরমার্থে যোগনিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে যে যেমন
কবিত্বের স্ফুরণও তা'র তেমনি। ৩১৬৪।
১০।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৫০

ছোটখাট ভুলভ্রান্তিগুলি অগ্রাহ্য ক'রো না,
নজর রেখো,
সংশোধনে ত্রুটিহীন হ'য়ে চ'লো,
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠো তা'তে,

মনে রেখো—
ঐগুলিই কিন্তু সাংঘাতিক ভ্রান্তির আমন্ত্রক। ৩১৬৫।
১০।৫।১৯৫১, সকাল ১০টা

সবারই যদি দোষ দেখ—
আর তেমনি ব্যবহার কর তা'দের প্রতি,
ক্রমেই তুমি জনসঙ্গ-বর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
দোষ দেখলে সহৃদয়ী ব্যবহারে বুঝিয়ে
নিরাকরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রো;
মনে রেখো, দুনিয়ায় চ'লতে হ'লে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুচর্য্যা
নিয়েই চ'লতে হয়—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারে,
ধৈর্য্য নিয়ে, মানুষকে সহ্য ক'রে
অধ্যবসায় ও অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে যত স্বস্থ ক'রে তুলতে পারবে,
স্বস্তিও আসবে তোমার ভিতর ততই,
নইলে, ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাবে—
তোমারও তা'তে
লোকসান ছাড়া ফয়দা নেই। ৩১৬৬।
১০।৫।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

প্রীতি প্রবাহিত হো'ক সুদূরপ্রসারী হ'য়ে
তোমার প্রিয়তমে—সেই ঈশ্বরে—
জীবনের সব উঁচুনীচুকে অতিক্রম ক'রে,
আর, একে সহ্য ক'রে চল,

প্রীতিকে এমন ক'রেই পাও
অপ্রত্যাশিতভাবে। ৩১৬৭।
১০।৫।১৯৫১, বিকাল ৪-৩২

প্রবৃত্তি-প্রতারণা
বৃত্তি নিয়ে
গন্তব্যবিহীন খেলায়
মত্ত-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে। ৩১৬৮।
১১।৫।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

দুর্ব্বুদ্ধি যতই থাক,
তুমি যদি কেবল ভালই কর,
সে-দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিই নয়,
তুমি ভালই। ৩১৬৯।
১১।৫।১৯৫১, সকাল ৯টা

সাতে নাই, পাঁচে নাই
অথচ তুমি ভাল মানুষ,
তা' কিন্তু মোটেই নয়,
সাতপাঁচের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে ভালয় গ'ড়ে তুলতে পারবে যতই,
তুমিও ভালয় বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে ততই। ৩১৭০।
১১।৫।১৯৫১, সকাল ৯-১০

বিশ্বজনীন অর্থনীতির
বিশিষ্ট ভাগবত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—

শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে
যা'দের সত্তাসম্বৰ্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
নিরস্ত হ'য়ে র'য়েছ—
বাক্যে, ব্যবহারে, কুশলকৌশলী পরিচর্য্যায়,
সুস্থ অভিব্যক্তি নিয়ে,
আকর্ষণী বোধি-তাৎপর্য্যে,
পরিবেশের সম্বোধি সৃষ্টি ক'রে—
সঙ্গতির সুবিন্যাসে,—
তা'রা হয়তো তোমার সত্তা-উপচয়ী হ'য়ে উঠল না,
কিন্তু যা'দের কিছু করনি—
তা'রাই হয়তো অযাচিত আগ্রহ-অবদানে
তোমাকে সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তুলছে ;
এই পরিবেষণী সমবায়ী-সাম্য-সংরক্ষণই হ'চ্ছে
প্রকৃতিগত ভাগবত-তাৎপর্য্য ;
শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী সংক্ষুব্ধ সম্বেগে
উদাত্ত দরদী অনুকম্পায়
যেমন ক'রবে,—
কোথায় থেকে, কেমন ক'রে
তোমাকে, তোমার সত্তাকে সম্বৰ্দ্ধিত করবার
প্রণোদনাপূর্ণ সম্বেগও
পরিবেশ হ'তে তোমাতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে স্বতঃপ্রেরণায় ;
কিন্তু আত্মস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার দম্বল নিয়ে
যতই যা' ক'রবে,
স্বার্থহানি ও অপ্রতিষ্ঠাও
আবার তেমনি তোমাকে
প্রবঞ্চনার ভেংচি মেরেই চ'লতে থাকবে—

কখন-কখনও বিফল সাফল্যের
তুবড়ীবাজীর জলুস দেখিয়ে। ৩১৭১।
১১।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

কুলে-শীলে শ্রেয়-স্বামীর প্রতি
স্ত্রীর অচ্যুত-শ্রদ্ধাবনত সত্তাপোষণী আকূতি-সম্ভূত
অনুবর্ত্তী অনুচর্য্যা-পরায়ণ
যে কাম-অভিব্যক্তি,—
তা' স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে তৃপ্তি ও পুষ্টিপ্রদই,
আর, তা' সুপ্রজননেরই উদ্‌গমী আবাহন। ৩১৭২।
১১।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৫০

শ্রেয়ার্থী ব'লে যা' সিদ্ধান্ত ক'রেছ,
ক'রতেই যদি চাও তা',—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গত চলনায়
তড়িৎঘড়িত নিষ্পন্ন ক'রে ফেল,
নয়তো, বিলম্বে বিশৃঙ্খল হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। ৩১৭৩।
১১।৫।১৯৫১, রাত্র ৮টা

প্রবৃত্তি-প্ররোচনা অনেক সময়ই কিন্তু
আত্মঘাতী ঔদার্য্যপূর্ণ অনুকম্পা নিয়ে আসে—
নীতি-তৎপরতার বাহানায়,
তা' অসৎ, উচ্ছৃঙ্খল,
একান্ত একনিষ্ঠতায় সংঘাত সৃষ্টি করে তা';
ঐ বাহানার প্ররোচনায়
তা'র কূটব্যাদানে আত্মাহুতি দিও না,
শ্রেয়ের দিকে তাকাও,

লাখ প্ররোচনাবিহ্বল হো'ক অন্তঃকরণ তোমার—
ঐ শ্রেয়ার্থসন্দীপী চলনেই চল
দৃঢ়কঠোর আবেগ নিয়ে,
লাখ বেদনাসঙ্কুল বিকৃতিই আসুক না কেন—
একটুও হেলো না,
একটুও বেঁকো না,
তুমিও বাঁচবে,
পরিবেশও
সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রেহাই পাবে। ৩১৭৪।
১১|৫|১৯৫১, রাত্রি ৮-১৫

ইষ্টার্থনিবদ্ধ চরিত্রবল যদি না থাকে,
লাখ দক্ষতা থাক্—
তা' ব্যর্থতারই আহুতিমাত্র। ৩১৭৫।
১১|৫|১৯৫১, রাত্রি ৮-১৭

মত, বাদ বা বিশেষজ্ঞ-কথিত
জ্ঞান-পরিচিতিকেই
বিদ্যা বলে না,
ওকে বরং তথাকথিত শিক্ষা বলা যায়—
যা'তে বোধনিবদ্ধ সুসঙ্গতি
ও বৈশিষ্ট্যপালী সত্তার্থ-অন্বয়ী তাৎপর্য্য নেইকো,
ঐ জাতীয় বিশেষজ্ঞের উপাধিকেও
বিকৃত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যাধি
বলা যেতে পারে,
কারণ, তা' সৎসন্দীপী তো নয়ই—

বরং মান-বড়াইয়ের দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত ;
আর, বিদ্যায়
ঐ জাতীয় শিক্ষা নাও থাকতে পারে,
কিন্তু ভূয়োদর্শী, অর্থান্বিত,
বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী সঙ্গতি-সমন্বয়
ও পরিণয়নী পূরণ আবেগ আছে তা'তে,
তাই, বিজ্ঞতাও সেখানে বসবাস করে ;
আবার, সেই বিদ্যা ঐ বিজ্ঞতারই
সমন্বয়ী সার্থকতার ভিতর-দিয়ে বিবর্ত্তিত হ'য়ে
প্রজ্ঞাস্পর্শী হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' সুকেন্দ্রিক একনিষ্ঠতাকে আশ্রয় ক'রে
বাক্য-ব্যবহার-চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
একটা সক্রিয় সুসঙ্গতির জলুস-বিকিরণে
মানুষকে বৈশিষ্ট্যপালী ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যে
অন্বিত ক'রে
দীপ্ত ব্যক্তিত্বে উপনীত ক'রে থাকে ;
ঐ শিক্ষা ও বিদ্যায় এতখানি ফারাক,
তাই, অমনতর শিক্ষিতের থেকে
কৃতবিদ্যকে গ্রহণ ক'রো,
কৃতবিদ্য যা'রা তা'রাই জ্ঞানের কল্পতরু। ৩১৭৬।
১১।৫।১৯৫১, রাত্র ১০টা

আত্মস্থ হও মানে চলায় থাক—
ইষ্টার্থে অচ্যুত হ'য়ে,
আত্মারাম মানে ঐ চলাই যেন
তোমার খেলনা হয়—
ঐ অমনতর যোগনিবদ্ধ হ'য়ে ইষ্টে ;

যা'রা ইষ্টার্থী বা শ্রেয়ার্থী হ'তে পারে না—
তা'রা আত্মস্থও হ'তে পারে না,
আত্মারামও হ'তে পারে না। ৩১৭৭।
১২।৫।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

ঈশ্বরের নীতিবিধিকে যা'রা অবজ্ঞা করে,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুশাসন যা'রা মানে না,
প্রবৃত্তি যা'দের নিয়ামক,
ঈশ্বর তা'দেরও জীবনসম্পদ,
ঐ ঈশ্বরই তা'দের সত্তা-সন্দীপ্তি যদিও
তথাপি শাতন বা কালই
তা'দের নিয়ন্তা বা শাসক,
কারণ, তা'রা প্রবৃত্তিপ্রধান,
উদ্ধত হীনম্মন্য অহং-সর্ব্বস্ব—
সত্তাকে খরচ ক'রেও,
প্রবৃত্তিপোষণী ইন্ধনকেই
তা'রা শ্রেয় মনে ক'রে থাকে,
চলেও তেমনি,
তা'রা বিকেন্দ্রিক, বিভ্রান্ত,
উদ্ধত, হীনম্মন্য অহং-নিয়ন্ত্রিত;
আবার, অনেকে ঈশ্বর-প্রীতির বাহানা নিয়ে
প্রবৃত্তিরই উপাসনা করে,
ইষ্টানুরাগবিহীন তাঁ'রই নামের অছিলায়
প্রবৃত্তি-চাহিদা নিষ্পন্ন ক'রতে চায়,
জেনে রেখো—
তা'দেরও অনুশাসক ঐ শাতনই;

ঈশ্বর সবারই জীবন ও জ্যোতিঃ,
তিনিই বোধিসত্ত্ব। ৩১৭৮।
১২।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

দাঁড়া বা আদর্শ-বিহীন জীবন,
অপ্রকৃষ্ট বুদ্ধি, সংশয়
আর পেছটানের মোহ
যা' অগ্রগতিকে কুণ্ঠিত ক'রে তোলে,—
ঐ সমাবেশ হ'তে ক্লীবত্বের উদ্ভব হয়,
যা'তে স্নায়ুজ্যোতি বা মস্তিষ্কবিকিরণ
হীনত্বে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
তা' বোধিদীপ্তিকে দূরপ্রসারী ক'রে তোলে না,
ফলে, কর্ম্মপ্রেরণাও জড়সড় হ'য়ে
কোনমতে সত্তা-পরিচর্য্যায় বেঁচে থাকতে চায়,
প্রাণপ্রদীপ্তির বিচ্ছুরণী বত্ম
অগ্রগতিহারা হ'য়ে
স্তিমিত চলনেই চ'লতে থাকে—
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনকে এড়িয়ে;
ঐ দুর্ব্বল ক্লীবত্বের প্রশ্রয় দিও না কিছুতেই,
কর, চল—
যোগ্যতাকে আরোর পথে অভিদীপ্ত ক'রে,
কৃতকৃতার্থ হও। ৩১৭৯।
১৩।৫।১৯৫১, সকাল ৭-২২

যে ব্যাপার বা বিষয়ের সম্বন্ধে
সময়মত বা যখনই হো'ক
কোন ব্যবস্থা ক'রতে পারবে কিনা

তুমি তা'তে সন্দিগ্ধ আছ—
তা'তে কোন নিশ্চয়াত্মিকা কথা দিতে যেও না,
কিন্তু চেষ্টা কর যা'তে
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুত থেকে
তুমি তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে পার,
এতে তোমার যোগ্যতা বাড়বে,
অথচ দ্বন্দ্বীবৃত্তির হাতে লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা
কমই থাকবে ;
এক কথায়, শ্রেয়ার্থ-দাঁড়ায় অচ্যুত থেকে
কথায়-কাজে মিল রাখতে
এমনতর অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
যা'তে তা'র এতটুকুও ব্যত্যয় না হয়,
তা'তে তোমারও আত্মপ্রসাদ,
অন্যেও প্রসন্ন হবে তোমাতে। ৩১৮০ ।
১৩।৫।১৯৫১, সকাল ৭-৩৩

ছন্দায়িত লীলা হ'তেই বস্তু ও বর্ণের উদ্ভব। ৩১৮১ ।
১৩।৫।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

তুমি যদি এমন কিছু ক'রতে পার,
ক'রে জানতে পার,
জেনে হ'তে পার,—
যা'তে তোমাকে কেউ সন্দেহ ক'রবে না,
ভয় ক'রবে না,
হিংসা ক'রবে না,
বরং সম্ভ্রান্ত প্রীতি-উদ্দীপনায়

তোমাতে বাধিত হ'য়ে থাকবে—
যে যেমন তেমনি ক'রেই,
ঐরকম বাধিত হ'য়ে
সুখী ও প্রবুদ্ধ হবে তা'রা—
মানুষ তো দূরের কথা,
এমন-কি, সাপ, বাঘ,
এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত ;

এই বোধিতপা
করণ-অভিদীপ্তির ভিতর-দিয়ে জেনে
ঐ ব্যুৎপত্তির প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
নিজের অভিব্যক্তিকে যদি এমনতর ক'রেই তুলতে পার
দক্ষচক্ষুর কুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে—
যা'তে তা'রা তোমাকে ভয় তো ক'রবে না,
এবং তা'দে'র সাথে তোমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—
এ বোধও অন্তর্হিত হবে
সম্ভ্রান্ত প্রীতি-উদ্দীপনায়,
আর, অনুগত হওয়া ছাড়া
কেউ তোমাকে হিংসা ক'রবে না,
অপঘাত ক'রবে না,
আক্রমণ ক'রবে না,—
তখন তুমি তা'দের পোষণ-কেন্দ্র হ'য়ে রইবে,
প্রীতি-অনুগতির সুখ-সন্দীপনায়
তা'রা তোমাতে শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে রইবে,
কৃতার্থ হবে তা'রা তোমাকে পেয়ে,
এমন-কি, তোমাতে শ্রদ্ধাবনত যা'রা
তা'রাও পরস্পর পরস্পরকে
হিংসা তো ক'রবেই না,

বরং সন্তাপোষণী ব'লে গ্রহণ ক'রবে;
আর, এর ব্যত্যয়ী বোধ, ব্যত্যয়ী চলনা
ও দক্ষতাহীন অকুশল তাৎপর্য্য নিয়ে যদি চল—
তা'তে তোমারও হিংসার পাত্র হবে অনেকে,
তোমাকেও অনেকের হিংসার পাত্র হ'য়ে
জীবন অতিবাহিত ক'রতে হবে। ৩১৮২।
১৩।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তা' ক'রতে যেও না,
যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ করায়
যে-সমস্ত আপদ বা অনটন
তোমার বাধা সৃষ্টি ক'রবে,—
সেগুলিকে সহজ সুরাহায় নিরাকরণ ক'রে
নিষ্পন্নতায় কৃতিত্বলাভ ক'রতে না পার;
ভাব, বোঝ, আর সেইগুলিকে গুছিয়ে নাও,
যা'তে তোমার পক্ষে কৃতকার্য্যতা-লাভ সুগম হয়
বা সুগম ক'রে তুলতে পার,
তাই, যা' ক'রবে
তা'র উপকরণ-সহ সমস্ত প্রস্তুতি
এমনতর ক'রে রাখবে,—
যা'তে, যেদিক দিয়ে
যে-বাধাই আসুক না কেন—
তা'কে অতিক্রম ক'রে চ'লতে
তোমাকে বিপন্ন হ'তে না হয়। ৩১৮৩।
১৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

শ্রেয়ার্থপরায়ণতায় সুকেন্দ্রিক,
নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে না দাঁড়ালে
পুরুষের যেমন ব্যক্তিত্বই ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
নিরবচ্ছিন্নভাবে সশ্রদ্ধ, শ্রেয়ানুগ
স্বামী-স্বার্থিনী ও তদনুবর্ত্তী না হ'লে
নারীরও তেমনি স্বাতন্ত্র্যেরই উদ্গম হয় না,
প্রবৃত্তিবাত্যা নানা ব্যক্তিত্বে বহুরূপী ক'রে
প্রহেলিকা-সৃষ্টিতে
প্রহসনেরই উদ্ভব ক'রে থাকে। ৩১৮৪।
১৪।৫।১৯৫১, বিকাল ৫-২০

অর্থসম্পদের স্রষ্টা হও,
কিন্তু অর্থসম্পদ যদি তোমার উৎসৃজনের দাঁড়া হয়,
তুমি ব্যর্থ হবে অতিনিশ্চয়—
বোধি ও যোগ্যতাকে হারিয়ে। ৩১৮৫।
১৪।৫।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

পরিস্থিতির সংঘাত-সংক্ষুব্ধ চাপের
অনুক্রম ও ব্যতিক্রমে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যেমনতর মুদ্রিত হ'য়ে উঠেছ তুমি
যে ধাঁচে,
সত্তার সলীল ছন্দে,
বোধিদীপা হ'য়ে,—
ঐ পরিস্থিতির সমাবেশী সংঘাত নিয়ে
বিভিন্ন ছাঁচে মুদ্রিত হ'য়ে
তদনুপাতিক বোধিদীপা উৎক্রমণে
তুমি স্ফুরিত হ'য়ে উঠতে পারতে না—

ঐ ছন্দপদবিক্ষেপে,
যদি ঐ সমাবেশসমূহ
একই জাতীয়, সমগুণ ও সমক্রিয় হ'ত ;
তুমি আছ,
তোমা হ'তেই উদ্ভূত তোমার সন্তানসন্ততি,
তা'দের প্রত্যেকে পরিস্থিতির সমষ্টির সাথে
সঙ্গতি রেখে
ঐ তাৎপর্য্য-তৎপরতায়
বিশেষ উদগতিতে উদগম লাভ ক'রে
অল্পবিস্তর ঐ তোমারই গুণে গুণান্বিত হ'য়ে
একক্রমিকতার সূত্রকে বজায় রেখে
পরিস্থিতির জীবন-বিকিরণী গুচ্ছীকৃত ছন্দ-আবর্ত্তনে
বোধিদীপন পথে
বিভিন্ন ক্রমে বিভক্ত হ'য়ে
বহু বিশেষ ব্যষ্টির উদ্ভব
সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ—
যদি কিনা পরিস্থিতি একজাতীয়,
একই গুণান্বিত ও তদনুপাতিক ক্রিয়মাণ হ'ত,—
এমনি প্রত্যেকেই ;—
তা'হলে, অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত বোধিদীপ্তিও
ঘায়েল হ'য়ে
ঐ একশা অভিভূতি নিয়ে ফুটে চ'লত,
কিংবা থেমেই যেত ;
তাই, তোমারই বিবর্ত্তনের জন্য
বৈচিত্র্যের বিচিত্র সংঘাত
অতখানি আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে,

এবং এটা দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকের জন্যই,
তাই, ব্যষ্টি ও তদন্বিত গুচ্ছ
নিজেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন ক'রে
ভিন্ন মুদ্রণে মুদ্রিত হ'য়ে চ'লেছে ;
আবার, অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি যে গুণান্বিত,
সেই গুণই কর্ম্মের অনুপ্রেরক,
ঐ সংস্থিতি হ'তে যে-গুণ বিকীর্ণ হ'য়েছে
সেই গুণই হ'চ্ছে তা'র বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন—
তা' ক্ষীণই হো'ক আর প্রদীপ্তই হো'ক,
এই ব্যষ্টি-সমাবেশ যত খাঁটি হ'য়ে উঠবে
আমাদেরও খাঁটিত্বের উদ্দীপন তেমনি ;
তাই, ঐ বৈশিষ্ট্যগুচ্ছগুলির অপনোদন
তোমার জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে
কতখানি সাংঘাতিক—
বিবেচনা ক'রে দেখতে পার। ৩১৮৬।

১৫।৫।১৯৫১, সকাল ৭-১২

তোমার প্রীতি যতই
প্রেয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত না হ'য়ে
তৎচর্য্যা-শিথিলতায়
অযোগ্য হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
উপভোগ ও প্রাপ্তি
পেছটান দিতে থাকবে ততই। ৩১৮৭।

১৫।৫।১৯৫১, বেলা ১১টা

স্বার্থ-সংক্ষুধ হীনম্মন্যতা
এমনই মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে,
যা' হ'তে মানুষ উপকৃত হয়

তা'তে সক্রিয়, কৃতজ্ঞতাশীল অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়া
তা'র পক্ষে আত্মবিসর্জ্জনেরই মত হ'য়ে ওঠে,
তা'র কুৎসা ও নিন্দাই তা'র পক্ষে
লোভনীয় উদ্দীপ্তির উপকরণ হ'য়ে ওঠে,
তাই, সেই উপকারীর
নিন্দা-কুৎসা ও ক্ষতি করাই
তা'র স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে দাঁড়ায়,
এমন যে
তা'কে দেখলেই বুঝে নিও,
সে তোমার পক্ষে কতখানি কী হ'তে পারে। ৩১৮৮।
১৫।৫।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

ঈষৎ অনুলোমক্রমিক সবর্ণ বিবাহই শ্রেয়—
যদি নারীর
কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতিগত তাৎপর্য্য
পুরুষের পক্ষে পোষণী হয়,
অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ—
যদি কন্যার
কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতিগত তাৎপর্য্য
পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
অনুগতিসম্পন্ন হয়—
তা' বরং খানিকটা প্রশংসনীয়ই,
দ্ব্যন্তর বর্ণে বিবাহ অনুমোদিত হ'লেও
অপ্রশংসনীয়,
কারণ, তা' পুরুষের জৈবী-সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত
বোধিসম্পদকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ক'রে
শারীরিক বিধানকেও তদনুপাতিক ক'রে তোলে,

আর, তজ্জাত সন্তানসন্ততিও
পৈতৃক জৈবী-সম্পদ হ'তে
অনেকখানি অপগতি লাভ করে। ৩১৮৯।
১৫।৫।১৯৫১, রাত্রি ১০-৫

যা'রা পেয়ে ধন্য হ'তে জানে না,
বিনীত গৌরব অনুভব করে না,
দাতার প্রতি সশ্রদ্ধ সক্রিয় কৃতজ্ঞ অনুকম্পী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে না,
বরং দৈন্য অনুভব করে,
হীনম্মন্যতাকে আবৃত ক'রতে
নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক অভিব্যক্তির
আমদানি ক'রে থাকে,—
প্রাপ্তিই তা'দের পক্ষে অভিশাপ;
ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
শাতন তা'দের
আত্মপ্রবঞ্চনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
পাওয়াটাই তা'দের পক্ষে
স্তেয়পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠে। ৩১৯০।
১৬।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৪০

তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ,
ইষ্টস্বার্থই
তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,
তুমি যা' কর, যা' ভাব
সবটার ভিতর-দিয়ে—
ঐ স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাই তোমার কাছে

কাম্য ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'র উপচয় ও উদ্বর্দ্ধনই
তোমার সম্বর্দ্ধনী জীবন-কিরীট
স্বতঃ ও সলীল-ভাবে,
যে-মুহূর্ত্তেই তোমার জীবন
তদর্থে রূপায়িত হ'য়ে উঠল,
তোমার পালন, পোষণ, ভরণ, পূরণ, সুখ, দুঃখ
তাঁ'তেই ন্যস্ত হ'য়ে উঠল স্বাভাবিকভাবে—
বোধিদীপা হ'য়ে,
তখন তাঁ'র অন্নে
তোমার সত্তা পরিপালিত হবে—
সুখ-দুঃখকে বরণ ক'রে,
বিচলিত না হ'য়ে তা'তে,
বিলাস ও ব্যসনবিলোল না হ'য়ে,—
এটা কিন্তু স্বাভাবিক ;
জলই যা'র জীবন
তা'র তা'তে জীবন ধারণ করা—
পাপের তো নয়ই, বরং পুণ্যের । ৩১৯১ ।
১৬।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

মানুষ যা'কে ভালবাসে
তেমনি ক'রেই গঠিত ও সজ্জিত হ'য়ে ওঠে । ৩১৯২ ।
১৬।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-১৫

সৎ-আচার্য্য যাঁ'রা
তাঁ'রা প্রাচীনেরই নবীন বার্ত্তিক,
তাঁ'রা নিজের পরিবার ও পরিবেশেই

লাঞ্ছিত হ'য়ে থাকেন. প্রায়শঃই,
কারণ, প্রবৃত্তি-আচ্ছন্ন স্বার্থান্ধ মানুষ
প্রায়ই তাঁ'দের ভুল বুঝে থাকে। ৩১৯৩।
১৬।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-২০

পূরয়মাণ-ইষ্টানুধ্যায়ী, তদর্থী তপশ্চরণে
বৈশিষ্ট্যের সহজাত সংস্কারানুপাতিক
মানসিকতার সার্থক সুবিন্যাসে
বৈধানিক সুসঙ্গত সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
বোধিতৎপরতায় যে বা যাঁ'রা যত দীপ্ত,—
উৎকর্ষও সেখানে তেমনি,
এটা ব্যক্তি হিসাবেও যেমনতর
বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুক্রমিকতায়ও তেমনতর। ৩১৯৪।
১৭।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৩৫

দুনিয়াটা যেমন ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র—
শাতনও তা'র প্রহেলিকা বিস্তার ক'রতে
কসুর করেনি সেখানে,
ইষ্টার্থপরায়ণ আকুতির সক্রিয় অভিব্যক্তি নিয়ে
কুশলকৌশলী বোধিতাৎপর্য্যে
ঐ প্রহেলিকাকে
ভেদ ক'রে যেতেই হবে তোমাকে—
সেই লীলাকে উপভোগ ক'রতে,
নয়তো, ব্যর্থতার বিলোল কটাক্ষ
তোমাকে নিরাশ ক'রতে ছাড়বে না। ৩১৯৫।
১৭।৫।১৯৫১, সকাল ৭-১০

ঈশ্বর-নিদেশ অবজ্ঞা ক'রে
আত্মপক্ষ সমর্থন কর না কেন যতই,
তোমার বিচার ও শাস্তির ভার
অ'র্শে উঠবে শাতনের উপর
স্বতঃই—স্বাভাবিকভাবে,
তুমি চাও বা না চাও ;
ইষ্টার্থী হ'য়ে তাঁ'র নিদেশ-অনুসরণই
এ হ'তে এড়াবার একমাত্র পন্থা। ৩১৯৬।

১৭।৫।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

আগে অঙ্গন্যাস কর,
করন্যাস কর,
আচার্য্যে প্রণত হও,
প্রণাম কর তাঁ'কে,
প্রাণকে আয়ামে আন—
ক্রমে-ক্রমে বিস্তৃত ক'রে তোল, প্রাণায়াম কর,
অর্থাৎ, তোমার হৃদয়, তোমার চক্ষু
তোমার মস্তিষ্ককে তৎসম্বোধি-অনুপ্রেরণায়
নিযুক্ত ও অন্বিত ক'রে
তোমার করকে সক্রিয় তৎকর্ম্মবিন্যাসে
ন্যস্ত কর, নিয়োগ কর—
অসৎ যা'-কিছু
তা' অন্তরেরই হো'ক—বাহিরেরই হো'ক
তা'র নিরসন ক'রে,
এমনি ক'রেই অস্তি-জয়ন্তীকে আবাহন কর,
আর, তা'ই-ই হ'চ্ছে প্রথম ও প্রধান,
আর, ঐ অস্তি-জয়ন্তীর অনুপূরণী যা' বা যিনি
তাঁ'র জয়ন্তীতে উল্লসিত হ'য়ে ওঠ—

আচরণ-উদ্বোধনোল্লাসে,
ঐ আচার্য্য বা ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
সেই বীর বা বীর্য্যবান বা তদনুপূরণী চরিত্রকে
সুসঙ্গত ও জীয়ন্ত ক'রে তোল
তোমার জীবনে—
একটা সার্থক সংহতির
সমাবেশী নিবন্ধনের ভিতর-দিয়ে—
কি অন্তরে, কি বাহিরে,
ঐ হ'চ্ছে মহৎপূজা, দেবপূজা
বা বীরপূজার প্রাণন-অভিদীপ্তি,
সেখানেই তোমার জয়ন্তী জয়যুক্ত হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, কোন জয়ন্তীই
তোমাকে কিছুতেই
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না—
একটা স্বার্থগৃধ্নু, বিজ্ঞ, ব্যভিচারী
অসঙ্গত ভাবালুতার উদ্বোধন ছাড়া ;
অস্তির উদ্গাতাকে অবহেলা ক'রে
কোন জয়ন্তীই
জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না তোমাতে,
জাহান্নমের বিজৃম্ভী আলিঙ্গন হ'তে
রেহাই পাবে না কিছুতেই । ৩১৯৭ ।
১৭।৫।১৯৫১, রাত্রি ৮-১০

বিষয়ের বিহিত পরিবীক্ষণী বোধ ও বিচার থেকে
বিবেচনার উদ্ভব হ'য়ে থাকে—
আর, ঐ বিবেচনাই সঙ্গতির অভিদীপক । ৩১৯৮ ।
১৭।৫।১৯৫১, রাত্রি ৯-৩০

তোমা হ'তে যিনি বা যাঁ'রা শ্রেয়,
সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষী—
বান্ধবতা স্থাপন ক'রো তাঁ'দের সাথেই,
কারণ, তাঁ'দের সহবাস বা সংস্রব
তোমাকেও উৎকর্ষে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে। ৩১৯৯।

১৭।৫।১৯৫১, রাত্র ১০-১৫

যা'র প্রতি তোমার
শ্রদ্ধা, সম্মান, সমীহ, দয়া বা দান
শ্রেয়কে অবসাদগ্রস্ত, অপদস্থ, বিপন্ন
ক'রে তোলে বা ক'রতে পারে,
অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'য়ে উঠে
ক্ষয় বা ক্ষতির আমন্ত্রণী হয়,
বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা বা অকৃতজ্ঞতার
হোম-ইন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়,—
তা' কিন্তু পুণ্যের নয় কখনও—
পাপের—নারকীয় তা';
অসদ্ব্যবহার ক'রো না সেখানে,
কিন্তু তা'কে নিরোধ ক'রতে,
স্তম্ভিত ক'রতে,
সৎ-এ উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে
যা' ক'রতে হয়,
সাধ্যমত তা'র এতটুকুও
ত্রুটি ক'রো না। ৩২০০।

১৮।৫।১৯৫১, সকাল ৬-৫০

নিজের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার সঙ্গে
সঙ্গতি না রেখে
যা'রা কাল্পনিক উন্নতির প্রয়াস করে
তা'রা ভ্রান্ত তো বটেই,—
বিধ্বস্তির বেড়াজালও সৃষ্টি ক'রে তোলে। ৩২০১।
১৮|৫|১৯৫১, সকাল ৭-৫

সৎ কথা, যিনি বা যাঁ'রা বলেন,
তা'ই শুনো ও বুঝতে চেষ্টা ক'রো,—
তা' শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবই হউন,
বৌদ্ধ, জৈন, শিখই হউন,
বা মুসলমান, খ্রীষ্টান
বা অন্য যে কেহই হউন না কেন—
সবারই ;
জীবনে যেমন সবারই আগ্রহ ও অধিকার আছে,
সত্তাসংরক্ষণী সৎকথাতেও
সবারই অধিকার আছে—
আর, ঐ সৎকথাই ধর্ম্মকথা ;
কিন্তু স্মরণ রেখো—
তা' যেন ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের দাঁড়ায়
ব্যতিক্রম না আনে,
ভেদ ও ভ্রান্তির পরিপোষক না হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী একসূত্রসঙ্গত হয়,
সদাচারসম্পন্ন হয়,
পূরয়মাণ প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি না করে,
ঈশ্বরকে দ্বয়ী ক'রে না তোলে,

এর ব্যত্যয়ী যা'—
তা'কে তোমার সদ্ব্যবহার-সন্দীপনায়
নিরোধ ক'রো,
কিন্তু দ্রোহ সৃষ্টি না হয়
নজর রেখো সেই দিকে,
মনে রেখো—
সবাই সেই এক অদ্বিতীয় অমোঘেরই উপাসক,
সেই বোধিসত্ত্বেরই উপাসক। ৩২০২।
১৮।৫।১৯৫১, সকাল, ৮-৩৫

শুধু অর্থ, বিত্ত বা শিক্ষায় নয়কো,
কৃষ্টি ও কৌলিক মর্য্যাদায়
যা'রা তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ,
কন্যাকে বিবাহ দিতে হ'লে
তা'দের ঘরেই দিও;
আর, শ্রদ্ধাশীল, সদাচারসম্পন্ন, কৃষ্টিতপা
কৌলিক সংস্কৃতি যা'দের
তোমার কৌলিক সংস্কৃতি অনুপোষক,
এমনতর সৎ ও তোমা হ'তে একটু
নীচু ঘর থেকেই মেয়ে নিও,
ছেলেপুলের বিবাহে মনে যেন থাকে,—
কন্যার কুল এবং চরিত্র যেন
বরের কুল ও চরিত্রের অনুপোষক হয়—
সশ্রদ্ধ আনতিসম্পন্ন হ'য়ে,
যা'তে বিবাহকে উভয়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব'লে
গ্রহণ ক'রতে পারে,
কৃপার অবদান ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারে,

সুখী হবে সকলে,
সন্তানসন্ততিও সুখসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৩২০৩।
১৮।৫।১৯৫১, বেলা ১০-২০

অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
যদি অপদস্থও হও,
আর, কেবলই তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত না হ'য়ে
শ্রেয়ানুগ গণহিত প্রেরণাবৃত্তির সহিত
যদি তা' ক'রে থাক,—
ঐ অপদস্থ অপমান একদিন
তোমায় সম্মান-মুকুট-শোভিত ক'রে
গণহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে;
তুমি কেঁপো না,
বেঁকো না,
সমীহ ক'রো না,
অকম্পিত হৃদয়ে
অনুকম্পা-অভিষিক্ত শ্রেয়ার্থপরায়ণতার সহিত
অসৎকে নিরোধ ক'রো—
বিহিত মর্য্যাদায়—বিনীত অভিব্যক্তির সহিত,
আঁকাবাঁকা যে-পথেই চ'লতে হো'ক না কেন—
তোমার শ্রেয়ার্থপরায়ণতা যেন
অটুট ও উচ্ছল হ'য়েই চ'লে,
—সত্তার পুণ্য আশীর্ব্বাদ
সাত্ত্বিক অভিভাষণে
অভিবাদন ক'রবে তোমাকে। ৩২০৪।
১৮।৫।১৯৫১, বেলা ১২টা

যা'রা
কোন-বিষয়ে অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে পারে না,—
অনুবীক্ষী সন্ধিৎসা তা'দের কম,
নিপুণ দক্ষতা তা'দের অবসাদগ্রস্ত,
শিথিল-সম্বেগী হওয়ায়
সুযোগের সুবিধা-গ্রহণ
সুদূরপরাহত তা'দের পক্ষে,
নানারকম ভাঁওতায় গা-ঢাকা দিয়ে চলা
এস্তামাল ক'রে রাখতে হয় তা'দের,
তাই, যোগ্যতাও ম্লান ও লজ্জিত হ'য়ে
জড়সড় হ'য়ে থাকে তা'দের অন্তরে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা
রূপকথার রূপক অভিব্যক্তির ন্যায়
তা'দের গর্ব্বেপ্সাকে ইন্ধন জুগিয়ে থাকে মাত্র,
সন্ধিক্ষু, সক্রিয়, উপচয়ী কর্ম্মতৎপরতার আবেগ
স্তিমিতবেগ-সম্পন্ন হ'য়েই
তা'দের জীবনকে মূঢ় ও জড় ক'রে রাখে। ৩২০৫।
১৮।৫।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

তোমার আঁকাবাঁকা পথে চ'লতে হবেই,
বাধাবিপত্তি-সংঘাত এড়িয়ে, অতিক্রম ক'রে
বা নিরসন ক'রে তা'কে
বোধিদীপ্ত কুশলকৌশলী সন্ধিৎসু দক্ষ চলনে,
তাই, তোমার অনুরাগকে যতই
খরস্রোতা ক'রে রাখতে পারবে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ সন্দীপনা নিয়ে,—
তুমি শুকিয়ে উঠবে না কখনও,

বাধাবিপত্তিও
ভাঙ্গনপ্রবণ নদীর পাড় ভাঙ্গার মত
প'ড়ে যাবে, ধ্বংসে যাবে—
তা'র অন্তর্নিহিত চরে
বীচিভঙ্গিমার রেখাপাত ক'রে,
তাই, তোমার মনকে অচ্যুত অনুরাগদীপ্ত
খরস্রোতা ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে
তা'রই সুসঙ্গত সার্থক অর্থ
সংগ্রহ ক'রে ক'রে চ'লতে থাক,—
তোমার বোধিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
সুগম বার্ত্তার বার্ত্তিক হ'য়ে উঠে
বিবর্ত্তনী উদ্গতির উচ্ছল চলনে
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ
নাদনন্দিত উল্লাসে
বোধিসত্ত্বকে লাভ ক'রবে। ৩২০৬।
১৯।৫।১৯৫১, সকাল ৭-২৫

তোমার চরিত্র যতই বোধিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মদক্ষতায়,
সুসঙ্গতি-সম্ভারে,
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে,—
বাস্তবে
বিদ্যাবত্তাও অধিগত হবে তোমার তেমনি,
মেকী বিদ্যাবত্তায় যা' হ'য়ে ওঠে না। ৩২০৭।
১৯।৫।১৯৫১, সকাল ১০-২৫

মানুষের জীবনে সৌরত-সন্দীপনা
যতই শ্লথ-বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,—

বীর্য্যবত্তাও ক্ষীণ হ'য়ে থাকে ততই,
বোধিও হ'য়ে ওঠে নিষ্প্রভ ক্রমশঃ,
প্রজননও তত অপকৃষ্ট হ'য়ে চলে,
আধিব্যাধি দুঃখদৈন্য
দুর্ভেদ্য নিগড় সৃষ্টি ক'রে
মানুষের জীবনকে সহায়হীন ক'রে
মরণাভিভূত ক'রে তোলে ;
শ্রেয়ার্থনিবিষ্ট চলনই
একমাত্র উদ্ধাতা সেখানে । ৩২০৮ ।
১৯।৫।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

ধর্ম্মের ছদ্মবেশে শাতনধর্ম্মের
অনুচর্য্যা ক'রতে যেও না,
যা'তে বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
অবিবেকী-সংস্কারাবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সংহতিচ্যুত হ'য়ে ওঠ,
অনুকম্পাহারা হ'য়ে ওঠ,
জীবনজেল্লা
সৌরত-সন্দীপনায় বীতরাগ হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি, বীর্য্য, বিক্রম পরাঙ্মুখ হ'য়ে
তোমা থেকে বিদায় গ্রহণ করে,—
ঐ জাতীয় ধর্ম্মব্রত উচ্ছন্নে যাওয়ারই পন্থা ;
এমনতর কিছুই ক'রতে যেও না
যা'তে বীর্য্যহীনতা বা কুজননে
আত্মাহুতি দিতে হয়,
পৌরুষত্ব যত শ্লথ হ'য়ে যায়—
ক্লীবতাও তত জন ও জাতিকে আগলে ধরে ;

মনে রেখো, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে-কাম
সেই কামেই ঈশ্বরজ্যোতি নিহিত,
তাই, ধর্ম্মসাম্রাজ্যে কৌমার্য্যের প্রতিষ্ঠা
অপরিহার্য্যই নয়কো,
বরং সত্তাপোষণী ধর্ম্মসংরক্ষী
বৈধী কাম-নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠাই আছে তা'তে—
বিশেষ ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে। ৩২০৯।
১৯।৫।১৯৫১, রাত্র ৭-২০

মন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
মন্ত্র নির্দ্ধারিত ক'রতে পারে না,
আর, তেমনতর উৎসাহ, উদ্দীপনা
বা জনবল, কোষবলও নাই—
যা'তে সেই মন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে পারে,
অথচ পরাক্রম-প্রাখর্য্য দেখায়—
তা'রা অত্যন্তই মূঢ়-বিক্রমী,
আত্মঘাতী, পশুকর্ম্মা। ৩২১০।
১৯।৫।১৯৫১, রাত্র ৮-১০

ইষ্টার্থপরায়ণ
স্বার্থসন্ধিক্ষু-প্রবৃত্তি-বিজয়ী,
অথচ সুসন্ধিক্ষু শৌর্য্যবিকিরণী
বোধিপ্রাখর্য্য-সম্পন্ন হ'য়েও
তোমাতে অন্তরাসী যা'রা,
মন্ত্রণাকার্য্যে তা'রাই উপযুক্ত পাত্র। ৩২১১।
১৯।৫।১৯৫১, রাত্র ৮-২৫

সূচীপত্র